মহাভারত

উদ্যোগপর্ব্ব

কাশীরাম দাস

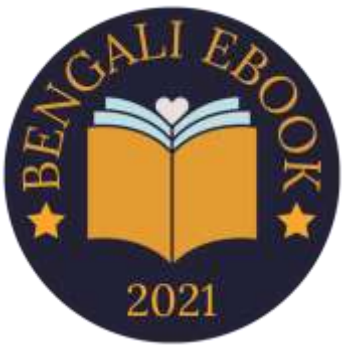

সূচিপত্র

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ 3
ইন্দ্রের জন্ম, তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের শাপ 6
রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবগণের পরামর্শ ও ধৌম্য-দ্বিজকে হস্তিনায় প্রেরণ 9
কুরুসভাতে ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন. 11
বৃক রাজার উপাখ্যান 14
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের নীতি উপদেশ 19
বলি বামনোপাখ্যান 21
অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর স্তব 23
ধৃতরাষ্ট্র কৃর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের নিকটে সঞ্জয়কে প্রেরণ 29
বাতাপি পক্ষীর ইতিহাস. 34
দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে রাজগণের আগমন ও যুদ্ধসজ্জা 36
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি দান ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কথা 37
শ্রীকৃষ্ণের নিকট দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উলূককে দূতরূপে প্রেরণের মন্ত্রণা 43
দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উলূকের গমন 45
উলূকের পত্যাবর্ত্তন ও দুয্যোধনের দ্বারকা গমন. 47
নারায়ণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের হস্তিনায় প্রত্যাগমন 50
অর্জ্জুনের মনোদুঃখ শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধবাক্য. 52
শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি ও নমুচি দানবের উপাখ্যান. 54
শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় আগমণ সংবাদে কৌরবগণের পরামর্শ 59
হস্তিনা যাইতে পথে প্রজাগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব. 61
হস্তিনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি. 64

www.bengaliebook.com

বিদুরের গৃহে কুন্তীসহ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার. 66
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর রোদন. 67
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদুরের স্তব ও তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন 68
কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন 71
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সনৎসুজাত মুনির আগমন 76
পাণ্ডবসভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও পাণ্ডবগণের সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে গমন 79
কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা 80
উলূকের নিকট দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিড়াল-তপস্বীর উপাখ্যান কীর্ত্তন 83
দুর্য্যোধন দূত উলূকের প্রতি পাণ্ডবগণের উক্তি 85
কর্ণের জন্ম বিবরণ 86

www.bengaliebook.com

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সত্য হতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চজন।।
আপন বিভাগ রাজ্য লাভের কারণ।
কহকিবা করিলেন পিতামহগণ।।
ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্য্যোধনে বুঝবারে।
কোন্ দূত পাঠালেন হস্তিনানগরে।।
উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ কৌরব প্রধান।
পাইলেন অর্জ্জুনের স্থানে অপমান।।
শিবিরে আসিয়া কিবা করিল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার।।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
যুদ্ধে পরাভূত হয়ে কৌরব তনয়।।
লণ্ড ভণ্ড হয়ে রাজা আইল শিবিরে।
মহামনস্তাপ হেতু দুঃখিত অন্তরে।।
শিবা হাতে সিংহ যেন পেয়ে অপমান।
দোর্দ্দূলের হাতে যেন কুঞ্জরপ্রধান।।
একাপার্থ করিলেন সবাকারে জয়।
ব্যকুল কৌরব অতি পেয়ে লজ্জা ভয়।।

কর্ণ বলিলেন রাজা ত্যজ চিন্তা মনে।
উপায়ে মারিব পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রগণে।।
বাসব উপায়ে বৃত্রাসুরেরে মারিল।
উপায় করিয়া শিব ত্রিপুরে বধিল।।
বিনা উপায়েতে সিদ্ধ না হয় রাজন।
উপায় সৃজিয়া মার পাণ্ডুপুত্রগণ।।
বিরাট নগরে দূত দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন কপট করিয়া।।
মুখ্য মুখ্য সেনাপতি যত বীরগণে।
সঙ্গেতে করিয়া তুমি রাখ এইখানে।।
বিরাট দ্রুপদ আর ভাই পঞ্চজন।
ভোজন কারণে রাজা কর নিমন্ত্রণ।।
সূপকারগণে সবে সঙ্কেত করহ।
অন্নপান সনে বিষ সবাকারে দেহ।।
বিষপানে হীনবল হবে সর্ব্বজন।
যতেক প্রহরী বেড়ি করিবে নিধন।।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
বলে ছলে শত্রুকে মারিবে সুনিশ্চিত।।
ছল করি ফল মধ্যে রহি পুরষ্কার।
নমুচি দানবে পাঠাইল যম ঘর।।
সে কারণে এই যুক্তি কহিনু তোমারে।
মারহ পাণ্ডুর পুত্র বুদ্ধি অনুসারে।।
নতুবা সকল সৈন্যে সাজ নরপতি।
বিরাট নগরে চল যাইব সম্প্রতি।।
বিরাটের পুর সব চৌদিকে বেড়িয়া।
অগ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মার পোড়াইয়া।।
ইমত বিধান করহ নরবর।
উলম্ব উচিত নহে করহ সত্বর।।

বলিলেন রাজা ইহা নাহি লয় মনে।
তার শক্তি মারিবে পাণ্ডব পঞ্চজনে।।
এতেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্ব।
কপট পাশাতে তার হরিলাম সর্ব্ব।।
পরে দিই বনবাস দ্বাদস বৎসর।
বৎসরেক অজ্ঞাত বসতি তার পর।।
সভামাঝে পাণ্ডব করিল যেই পণ।

তাহাতে হৈল মুক্ত দৈব নিবন্ধন।।
আমার উপায় যত হইল বিফল।
এখন সহায় তার হৈল মহাবল।।
যে হোক সে হোক যুদ্ধ করিলাম পণ।
বিনা যুদ্ধ রাজ্য নাহি দিব কদাচন।।
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয়।
আমি বা পাণ্ডবে জিনি মম রাজ্য হয়।।
প্রতিজ্ঞা আমার এই না হইবে আন।
ইহার উপায় সখা করহ বিধান।।
না মারিব যে পর্য্যন্ত পাণ্ডু-পুত্রগণ।
রাজ্যে রাজ্যে অনুচর করহ প্রেরণ।।
নিবসেন যত রাজা মম অধিকারে।
যুদ্ধ হেতু বরিয়া আনহ সবাকারে।।
সবা মধ্যে প্রধান সুমন্ত্র নরপতি।
কলিঙ্গ কামদ ভোজ বাহিলক প্রভৃতি।।
সুশর্ম্মা নৃপতি আদি যত রাজগণ।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে করহ বরণ।।
একাদশ অক্ষৌহিণী করহ সাজন।
হইবে অবশ্য যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।।
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করহ সঞ্চয়।
মিত্রামিত্র বলাবল করহ নির্ণয়।।

রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে সেইক্ষণ।।
উত্তম বলিয়া যুক্তি নিল মম মনে।
তুমি হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বলে গুণে।।
দেবগণ মধ্যে যেন দেব শচীপতি।
প্রজাপতি মধ্যে যেন দক্ষ মহামতি।।
তারাগণ মধ্যে যেন শীতল কিরণ।
তাদৃশ ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমারে গণন।।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্র যত আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে না করিবে ডর।।
সে কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম করাহ উদয়।
যুদ্ধ হেতু বরহ যতেক রাজচয়।।
হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধির লিখন।
সৈন্য সমাবেশ কর না ছাড় বিক্রম।।

এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচরে।
লিখিলেন লিখন সমস্ত নৃপবরে।।
অনন্তরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
যে যুক্তি করিলা মম হৃদয়ে না লয়।।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হইতে না যুয়ায়।
হিত উপদেশ রাজা কহিব তোমায়।।
মান বৃদ্ধি নাই ইথে না হইবে যশ।
হারিলে জিনিলে তুল্য না হবে পৌরষ।।
অতএব যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন।।
পাণ্ডবেরা নাহি তব করে অত্যাচার।
আপনি ইচ্ছায় ভাগ যে দিবে তাহার।।
তাহা পেয়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চজন।
এক্ষণে এমত বুদ্ধি না কর রাজন।।
পাশায় জিনিয়া তুমি নিলে সর্ব্ব ধন।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রোধমন।।
যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে।
ধর্ম্ম অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে।।
পূর্ব্বে ছিল তাহাদের যেই অধিকার।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার।।
তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন।

তবে যেই মনে লয় করিও তখন।।
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলে আপনে।
সত্য হতে মুক্ত যদি হয় কদাচনে।।
পুনঃ আসি রাজ্য তবে লইবে পাণ্ডব।
সেইকালে সাক্ষাতে আছিনু মোরা সব।।
এক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তীপুত্র সব।
তাহা দিয়া রাজা তুমি প্রবোধ পাণ্ডব।।
তাহা দিয়া প্রবোধহ পাণ্ডু পুত্রগণে।
ভাই ভাই বিরোধ না হয় প্রয়োজনে।।

ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে বলিলা বচন।।
শত্রুকে ভজিব আমি মনে নাহি লয়।
যে হোক সে হোক যুদ্ধ করিব নিশ্চয়।।
ক্ষত্রমধ্যে অযোগ্যতা গণি এই কর্ম্ম।
শত্রুকে যে রাজ্য ত্যজে, ধিক্ তার জন্ম।।

বলিলেন ভীষ্ম তবে যাহা ইচ্ছা কর।
শুনিলে উপদেশ যুদ্ধানলে মর।।
অনন্তরে দ্রোণ কৃপ বাহলীক রাজন।
অষ্টকেতু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন।।
বিদ্যুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
একে একে দুর্য্যোধনে কহিল বচন।।
ভীষ্ম যে কহিলা তাহা কর মহারাজ।
ভাই ভাই বিরোধে না হয় ভদ্র কাজ।।
হলক্ষয় হইবেক লোকে অপমান।
তাহাতে পৌরুষ কিছু না হয় বিধান।।
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
তাহা দেহ পাণ্ডবেরে শাস্ত্রীয় বিহিত।।
যে সত্য করিল তাহা সভায় গোচর।
তাহাতে হইর মুক্ত পঞ্চ সহোদর।।
পূর্ব্বে যেই অধিকার ছিল তা সবার।
যাই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দেহ পুনর্ব্বার।।
করিলে অপমান না করিল মনে।
অন্য কেহ হৈলে না সহিত কদাচনে।।
বাসুর নরমধ্যে খ্যাত পঞ্চজন।
মূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন।।
উত্তর গোগ্রহে যুদ্ধ দেখিলে আপনে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে।।
বিরাটের গাভীগণ মুক্ত করি দিল।
ধায় অর্জ্জুন বীর কারে না মারিল।।
আমায় আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
তার কেন সংগ্রামে করিল পরিহার।।
অন্তর দেখ রাজা গন্ধর্ব্ব প্রধান।
আমায় ধরিয়া নিয়া করিল প্রয়াণ।।
মুখ্য মুখ্য যতেক ছিলেন সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি।।
তোমারে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ তোমা মুক্ত করি দিল।।
যদি বল উত্তর গো গ্রহে ধনঞ্জয়।
পরকার্য্যে অপমান করিল আমায়।।
দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে।
এই হেতু গাভী মুক্ত করিল প্রকারে।।
ভাই ভাই যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান।
জয় পরাজয় মানি একই সমান।।
কহিলে পরম শত্রু মোর পঞ্চজন।
তাহারে ভজিলে হয় কুযশ ঘোষণ।।
তুমি শত্রুভাব কর তাহারা না করে।
জ্ঞাতি মধ্যে যে জন অধিক বল ধরে।।

www.bengaliebook.com

সে হয় প্রধান রাজা কহিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়।।

ত্রেতাযুগে ছিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
বাহুবলে জিনিল সকল চরাচর।।
ক্ষত্রবংশে চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষণ।
তাঁহাদের সহ দ্বন্দ্বে হইল নিধন।।
মুখ্য মুখ্য যতেক আছিল সেনাগণ।
শক্তি না হইল কার করিতে মোচন।।
অহিংসা পরমধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সম পাপ নাহি বলে জ্ঞানিজনে।।
অগ্র হৈতে হিংসাবুদ্ধি যেই জন করে।
পঞ্চ মহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে।।
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে লোকে নাহি মানে।
কহিব পূর্ব্বের কথা শুন সাবধানে।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

ইন্দ্রের জন্ম, তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের শাপ

দক্ষকন্যা অদিতি যে কশ্যপ গৃহিনী।
পুত্রবাঞ্ছা করিয়া ভজিল শূলপাণি।।
প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচেন শঙ্কর।
মাগিল অদিতি বর করি যোড়কর।।
মম গর্ভে হবে যেই সন্তান উৎপত্তি।
ত্রিভুবন মধ্যে যেন হয় মহামতি।।
নাগ নর সুর আদি প্রজাপতিগণ।
সবে পূজা করিবেন তাহার চরণ।।
স্বস্তি বলি বর তারে দেন শূলপাণি।
স্বামীরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী।।
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে তোমার নন্দন।।
কশ্যপ বলিলা শিববাক্য মিথ্যা নয়।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয়।।
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হইবেক রাজা।
এ তিন ভুবনে লোক করিবেক পূজা।।
স্বামীর নিকটে কন্যা পাইল সম্মান।
কতদিনে অদিতি করিল ঋতুস্নান।।
স্বামী সহ বতি কেলি কুতূহলে করে।
বিষ্ণু অংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে।।
পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
ইন্দ্র বলি নাম তার মুনিবর দিল।।
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিল বিশেষে।
যাহার উদয়ে দিন আপনি প্রকাশে।।
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী।
ঋতুস্নান করিয়া স্বামীরে বলে বাণী।।
রতি করিলেন মুনি দক্ষের কন্যায়।
গর্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাহায়।।
কহিলেন ভার্য্যারে কশ্যপ তপোধন।
ত্রিভুবন ব্যাপিবেক তব এ নন্দন।।
ছোট বড় জীব জন্তু আছয়ে যতেক।
সর্ব্বভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক।।
ইহা সম বলবন্ত কেহ না হইবে।
সকল সংসার এই ব্যাপিত করিবে।।
শুনি আনন্দিত হৈল দক্ষের নন্দিনী।
স্বর্গলোকে চলিলা কশ্যপ মহামুনি।।

কত দিনে নারদ আইল সুরপুরে।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি বলিল ইন্দ্রেরে।।
তোমায় মায়ের গর্ভে হবে যেই জন।
জন্মমাত্রে করিবেক জগৎ ব্যাপন।।
ইহা বলি যথাস্থানে যান তপোধন।
বিস্ময় মানিয়া ইন্দ্র ভাবিল তখন।।
এইক্ষণে না করিলে সংহার ইহারে।
জন্মিলে অনেক মন্দ করিবে আমারে। ।
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিল।
সূক্ষ্মারূপে জননীর গর্ভে প্রবেশিল।।
যেইকালে নিদ্রাগত দক্ষের নন্দিনী।
সেই গর্ভ কাটিয়া করিল সাতখানি।।
কাটিলেন পুনঃ একখানি সাতবার।
তাহাতে হইল উনপঞ্চাশ প্রকার।।
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হইল নির্ভয়।
কতদিনে প্রসবিল সকল তনয়।।
ক্রমে উনপঞ্চাশ জন্মিল প্রভঞ্জন।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময় মন।।
অহিংসকে হিংসিয়া পাইলা বড় তাপ।
জন্মিল পবনদেব অতুল প্রতাপ।।

তবে কতদিনে ইন্দ্র কশ্যপ নন্দন।
গৌতমের স্থানেতে করিল অধ্যয়ন।।
চারিবেদ ষটশাস্ত্র অধ্যয়ন কৈল।
তথাপিও কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল।।
পরমা সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি। ।
একদিন যান মুনি স্নান করিবার।
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্না একা আছে ঘরে।।
মদনে পীড়িত হয়ে অদিতি নন্দন।
মায়া কার গুরুরূপী হইল তখন।।
গুরুরূপে গুরুপত্নী হরিল দেবেন্দ্র।
ক্ষণকাল পরে ঘরে আইল মুনন্দ্র।।
স্বামীরে কহিল পরে বিনয় বচন।
স্নান করিবারে গেলে করিয়া রমণ।।
কিরূপে করিয়া স্নান এলে মুহূর্ত্তেকে।
ইহার বৃত্তান্ত প্রভু বলিবা আমাকে।।

এত শুনি মুনিবর ভাবি মনে মন।
করিল অধর্ম্ম বুঝি কশ্যপ নন্দন। ।
গুরুপত্নী হরে এত করে অহঙ্কার।
অতএব করিব ইহার প্রতিকার।।
নিস্ফল করিলি যত শাস্ত্র অধ্যয়ন।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোনজন।।
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি।
পাইবি উচিত ফল যে কর্ম্ম করিলি। ।
হউক সহস্রযোনি শক্রের শরীরে।
অলঙ্ঘ্য গৌতম বাক্য কে অন্যথা করে।।
হইল সহস্রযোনি শক্রের শরীরে।
স্বদেহ দর্শনে ইন্দ্র বিষন্ন অন্তরে।।
কোন্ লাজে দেবমাঝে দেখাব বদন।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন।।
সকল শরীরে আচ্ছাদিলেক বসন।
চিন্তিত হইয়া যান কশ্যপ নন্দন।।
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপকুমার।
করিল সহস্র বর্ষ তপ অনাহার।।
সুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র বিনে।
পাপিষ্ঠ রাক্ষস নাশ করে রাত্রি দিনে।।

দুরন্ত অসুর সব দেশেত ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ তপ জপ সকলি নাশিল।।
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে।
এ সকল তত্ত্ব পরে জানিলেন ধ্যানে।।
ব্রহ্মাকে করেন স্তুতি বিবিধ প্রকারে।
তোমার নির্ম্মিত সৃষ্টি অসুরে সংহারে।।
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন।
কামবশে গুরুপত্নী করিয়া হরণ।।
গৌতম দারুণ শাপ দিলেক তাহারে।
হইল সহস্র ভগ তাহার শরীরে।।
ক্রোধ করি দেবরাজ মজে অপমানে।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে।।
ইন্দ্র বিনা অসুরেতে জগৎ ব্যাপিল।
তব বিরচিত সৃষ্টি সব নষ্ট হৈল।।
অতএব বাসবেরে করহ উদ্ধার।
নিস্তার করহ প্রভু শাপান্ত তাহার।।

এইরূপ কশ্যপ কহিল বহুতর।
শুনিয়া সদয় হইলেন সৃষ্টিধর।।
গৌতমেরে আনিয়া কনেহ বহুতর।
মম বাক্য রক্ষা তুমি কর মুনিবর। ।
পাইল উচিত শাস্তি ক্ষমা দেহ মনে।
কৃপায় শাপান্ত কর অদিতি নন্দনে। ।

গৌতম বলিল মুনি কর অবধান।
কহিলাম যে কথা সে না হইবে আন।।
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে।।
শুনিয়া কশ্যপ মুনি আনন্দিত মন।
যথাস্থানে গেলা করি দেব সম্ভাষণ।।
সত্যলোকে গেলেন গৌতম তপোধন।
কশ্যপ আইল যথা আপন নন্দন।।
অব্যর্থ মুনির বাক্য না হয় খণ্ডণ।
ভগচিহ্ন অঙ্গে লুপ্ত হইল তখন।।
সহস্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে।
আপনাকে দেখি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে।।
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান।
অনুচিত কর্ম্ম না করিও, সাবধান। ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জিহ।
কদাচিত কোনজনে হিংসা না করিহ।।
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত পরিবার।
কদাচিত হিংসা নাহি করিবে কাহার। ।

এত বলি ইন্দ্রকে প্রেরিল যথাস্থান।
এই শুন কহিলাম পূর্ব্ব উপাখ্যান।।
ভীষ্ম যাহা কহিলেন না হয় অন্যথা।
সম্প্রতি পাণ্ডবগণে আন রাজা হেথা।।
সমুচিত রাজ্য দেহ ছাড়িয়া তাহারে।
সমভাবে বাস কর সম ব্যবহারে।।
ভাই ভাই বিরোধ নাহিক প্রয়োজন।
কুলক্ষয় হবে আর কুযশ ঘোষণ।।
এইমত দ্রোণ কৃপ বিদ্যুর সহিত।
বিধিমতে দুর্য্যোধনে বুঝাইল নীত।।
কার বাক্য না শুনিল কুরুকুলপতি।
অদৃষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি। ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। ।

www.bengaliebook.com

রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবগণের পরামর্শ ও ধৌম্য-দ্বিজকে হস্তিনায় প্রেরণ

বৈশম্পায়ন বলেন, শুন জন্মেজয়।
বিরাট-নগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।।
অজ্ঞাতে হইয়া মুক্ত মনে আনন্দিত।
সুহৃদ বান্ধব সহ হইল মিলিত।।
অভিমন্যু-বিবাহ-উৎসব দিনান্তরে।
রজনী বঞ্চিয়া সুখে মহাসমাদরে।
প্রাতঃকালে বসিলেন বিরাট-সভায়।।
শত সূর্য্য, শত চন্দ্র, যেন শোভা পায়।।
দিব্য সিংহাসনে বসিলেন যুধিষ্ঠির।
বামেতে নকুল ভীম পার্থ মহাবীর।।
দক্ষিনেতে সহদেব দুরুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুন্ন বীর আদি আর যত জন।।
সম্মুখে বসিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
প্রসঙ্গ করিল তবে দ্রুপদ রাজন।।
যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর তনয়।
ধর্ম্ম-অনুবলে তাহা হইল উদয়।।
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
লইতে উপায় তার করহ বিহিত।।
মোর চিত্তে লয়, দুষ্ট পাপিষ্ঠ কৌরব।
সম্প্রীতে কভু না ছাড়িবে রাজ্য বৈভব।।
উত্তর গোগৃহে যত পায় অপমান।
একেশ্বর ধনঞ্জয় করে সমাধান।।
সেই অপমানে রাজা কৌরবের পতি।
না করিবে প্রীতি, হেন লয় মম মতি।।
তথাপি আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
দূত পাঠাইয়া দেহ ধৃতরাষ্ট্র-স্থান।।
প্রিয়ম্বদ দূত যেই নীতিশাস্ত্র জানে।
বিধিমতে বুঝাইবে অম্বিকা-নন্দনে।।
ভীষ্ম দ্রোণে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
তবে যদি রাজ্য নাহি দেয় কদাচনে। ।
তবে যা বিধান হয়, করিব উচিত।
আমা সবা মিলি শাস্তি দিব সমুচিত।।
এতেক বলিল যদি দ্রুপদ ভূপতি।
ভাল ভাল বলি সায় দিলেন নৃপতি।।
ভাল ভাল, বলি ইহা লয় মম মন।
সম্প্রীতে হইলে দ্বন্দ্বে কোন্ প্রয়োজন।।
প্রিয়ম্বদ দূত যাক হস্তিনা-নগরে।
জ্যেষ্ঠতাত আদি করি বুঝাবে সবারে।।
দুর্য্যোধনে বুঝাউক, রাগার নন্দনে।
তবে যদি সম্প্রীতি না করে কদাচনে।।
তবে যা বিধান হয় করিব উচিত।
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুন্ন কহে সুবিহিত।।
অকারণে দূত পাঠাইবে তথাকারে।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কৌরব পামরে।।
মহা খল পাপাচার দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ততোধিক কর্ণ সেই রাধার নন্দন।।
কপটে যতেক কষ্ট দিল দুষ্টগণ।
বিনা যুদ্ধে শান্ত নাহি হবে কদাচন।।
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা করা উচিত না হয়।
ইন্দ্রপ্রস্থে চল যাই লয়ে সৈন্যচয়।।
লইবে আপন রাজ্য বলে মহারাজ।
না নিলে বাড়িবে দর্প, নাহি দিলে লাজ।।
সে কারণে মাগিবার নাহি প্রয়োজন।
আপন ইচ্ছায় লহ আপন শাসন।।

তবে যদি দ্বন্দ্ব করে কৌরব-কুমার।
আমা সবা মিলি তারে করিব-সংহার।।
সবংশে করিব ক্ষয় দুষ্ট কুরুগণে।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মনে।।
ভীমসেন বলে, ভাল কৈলে নরপতি।
আপনি যেমত বিজ্ঞ কহিলে তেমতি।।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কুরু পাপাশয়।
মুহূর্ত্তেক তারে ক্ষমা যুক্তিযুক্ত নয়।।
যত দুঃখ দিল দুষ্ট পাপী দুর্য্যোধন।
সে সব স্মরণে মম হেন লয় মন।।
রজনীর মধ্যে সব হস্তিনা বেড়িয়ে।
সকল কৌরবগণে মারহ পোড়ায়ে।।
তবে সে আমার খণ্ডে হৃদয়ের তাপ।
এরূপে নিঃশ্বাস ছাড়ে যেন কালসাপ।।
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ অরুণ লোচন।
রাজারে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন।।
তোমার কারণে এত দুঃখ সবাকার।
তোমার কারণে জীয়ে কৌরব-কুমার।।
কি বুঝি সম্প্রীতি বল করি তার সনে।
বিনা দ্বন্দ্বে বাধ্য নহে রাজা দুর্য্যোধনে।।
আজ্ঞা কর, নরপতি বিলম্ব না সয়।
সসৈন্যে সাজিয়া আজি চল হস্তিনায়।।
সবংশে মারিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মনে।।
অর্জ্জুন বলেন, ভাল কৈলে মহাশয়।
আজ্ঞা কর কুরুগণে করি পরাজয়।।
ক্ষমিবার যোগ্য নহে, কি হেতু ক্ষমিব।
রজনীর মধ্যে আজি কৌরবে মারিব।।
পার্থ- বাক্যে মাদ্রী-সুত জানায় সম্মতি।
হাসিয়া কহেন তবে দেব জগৎপতি।।
সে কহিল ভীমসেন আর ধনঞ্জয়।
সেই মত করিবারে সমুচিত নয়।।
তথাপি আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
সম্প্রীতে রিপুর সঙ্গে করিবে সন্ধান।।
সম্প্রীতে না দিলে, বল করিবে পশ্চাতে।
পূর্ব্বাপর হেন রাজা আছয়ে শাস্ত্রেতে।।
প্রিয়ম্বদ দূত হবে, সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
পাঠাইয়া দেহ আগে হস্তিনা ভবনে।।
দুর্য্যোধন আদি করি যত সভাজনে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাউক শাস্ত্রের বিধানে।।
তবে যদি রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন।
মনে যাহা লয়, তাহা করিও তখন।।
হেন চিত্তে লয় মম, রাজা দুর্য্যোধন।
মনে যাহা লয়, তাহা করিও তখন।।
হেন চিত্তে লয় মম, রাজা দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য, করিবেক রণ।।
ভূপতি বলেন, ভাল কথা নারায়ণ।
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনা ভবন।।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইবে অম্বিকা-নন্দনে।
তবু রাজ্য ছাড়িবে না, লয় মম মনে।।
পশ্চাতে করিব তবে যেই মনে লয়।
শুনিয়া উত্তর করিছেন ধনঞ্জয়।।
বিরাট দ্রুপদ আদি সুহৃদ সুজন।
রাজারে চাহিয়া তবে বলিল বচন।।
সম্প্রীতে না দিলে রাজ্য কুরু কুলাঙ্গার।
মোরা সবে মিলি তারে করিব সংহার।।
এই মত যুক্তি করে যত রাজগণ।
তবে ধৌম্যে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।।

হস্তিনা-নগরে দেব যাহ শীঘ্রগতি।
প্রীতিবাক্যে বুঝাইয়ে কুরুগণ প্রতি।।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি অম্বিকা-কুমারে।
প্রীতিবাক্যে সমাচার দিবে সবাকারে।।
গান্ধারী প্রভৃতি আর জননী কুন্তীরে।
সমভাবে নমস্কার জানাবে সবারে।।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে কহিবে বচন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চ জন।।
সম্প্রীতে বিনয় ভাবে অগ্রেতে কহিবে।
না শুনিলে উপযুক্ত বচন বলিবে।।
দম্ভ করি কহিবে, না কর তাহে ভয়।
পাণ্ডবের হাতে তোর হবে কুলক্ষয়।।
কপটে যতেক দুঃখ দিলে সবাকারে।
সেই তাপ-হুতাশনে দহে কলেবরে।।
তাহার উচিত শাস্তি অবিলম্বে দিবে।
স্বংশেতে দুর্য্যোধনে অবশ্য মারিবে।।
এরূপে ধৌম্যেরে কহি ভাই পঞ্চ জন।
পাঠাইয়া দিল তাঁরে হস্তিনা ভবন।।
তবে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নাদি যত পদুগণ।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া করে নিবেদন।।
আজ্ঞা কর দ্বারাবতী করি আগুসার।
আসিব সংবাদ পেলে হেথা পুনর্ব্বার।।
যুধিষ্ঠির বলে, শুন কহি নারায়ণ।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য দুষ্ট দুর্য্যোধন।।
অবশ্য হইবে রণ, না হবে খণ্ডন।
কৌরব সহায় মহা মহা বীরগণ।।
তুমি অনুবলমাত্র কেবল আমার।
তোমা বিনা গতি আর নাহি মো সবার।।
তোমা বিনা আমরা যে ভাই পঞ্চ জন।
যেমন সলিল-হীন মীনের জীবন।।
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন শোভা নাহি পায়।
তেন তোমা বিনা পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।।
আপনি আমারে কৃষ্ণ হও অনুকূল।
তবে সে জিনিতে পারি কৌরবে সমূল।।
এত শুনি হাসি হাসি বলে নারায়ণ।
যে আজ্ঞা করিবে, তাহা করিব পালন।।
মহারণ হব আমি পার্থের সারথি।
স্বংশে করিব ক্ষয় কুরু-বংশপতি।।
পার্থের বিক্রম রাজ্য খ্যাত ত্রিভুবনে।
একেশ্বর জিনিবেক যত কুরুগণে।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ স্থির নহে রণে।
কি করিবে শত ভাই কৌরব আপনে।।
এত বলি আলিঙ্গন করি সেইক্ষণে।
সবান্ধবে যান কৃষ্ণ দ্বারকা ভবনে।।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ।।
পড়ে যেবা, শুনে যেবা, কহে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার আপদ মোচন।।
সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।।
কাশীরাম দাস কহে, পয়ার প্রবন্ধে।
পিয়ে সাধুজন নিঙরিয়া ভাষা ছন্দে।।

কুরুসভাতে ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন

মুনি বলিলেন শুন তবে জন্মেজয়।
কুরুসভা মধ্যে গেলা ধৌম্য মহাশয়।।

সভায় বসিয়া আছে কৌরবের পতি।
সুহৃদ অমাত্য বন্ধুগণের সংহতি।।
শত ভাই কুরুবংশ রাধাপুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ আর গুরুর কুমার।।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর অমাত্য যত জন।
সভা করি বসিয়াছে কৌরব নন্দন।।
হেনকালে কহে গিয়া ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকানন্দন।।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই পাঠান আমারে।
আপন বিভাগ মত রাজ্য লইবারে।।
কহিলেন বিনয় করিয়া ধর্ম্মরায়।
সে সকল কথা রাজা কহিতে তোমায়।।
জ্যেষ্ঠতাতে কহিবা আমার নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন। ।
তুমি যে করিবা আজ্ঞা না করিব আন।
তব অনুবর্ত্তি পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তান।।
যত দুঃখ সহিলাম তোমার কারণ।
তব বশ হইয়া হারাই রাজ্যধন।।
যে নির্ণয় পূর্ব্বে হৈল তোমার সাক্ষাতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত দুঃখ সঙ্কটেতে।।
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষ।
জটাবল্ক পরিধান তপস্বীর বেশ।।
তৎপরে অজ্ঞাতবাস করি লুকাইয়া।
পরসেবা করি পর আজ্ঞাযর্ত্তি হৈয়া।।
রাজপুত্র হইয়া ক্লীবের ব্যবহার।
হীনসেবা করিলাম হীন দুরাচার।।
পাইলাম এত দুঃখ নাহি করি মনে।
সব দুঃখ পাসরিনু তোমার কারণে ।।
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীত কর রাজা আমা সবাকায়। ।
ভাই ভাই বিরোধতে নাহি প্রয়োজন।
এই মত কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।।
ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবে অগ্রে মম নমস্কার।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর পৃষতকুমারে।
আমার বিনয় জানাইবে সবাকারে।।
কহিবা নিষ্ঠুর বাক্য রাজ্য দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল তাহা সর্ব্বলোক জানে।।
ক্ষমিলাম সে সকল চাহিয়া অন্ধেরে ।
উচিত বিভাগ যেন দেয় পাণ্ডবেরে।।
না দিলে আমার হাতে হবে বংশক্ষয়।
এইরূপ কহিলেন ভীম মহাশয়।।
অর্জ্জুন কহিলেন করিয়া মিনতি।
কহিবা অন্ধের পদে আমার প্রণতি।।
যত দুঃখ দিল দুষ্ট তাহা নাহি মনে।
তোমার কারণে ক্ষমিলাম দুর্য্যোধনে।।
যত অপমান কৈল দেখিলে সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনিল সভাতে। ।
কপট পাশায় যত সর্ব্বস্ব লইল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে পাঠাইল।।
সহিলাম সই সেব তোমার কারণে।
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে।।
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে অপার।
এইরূপে বলিলেন ইন্দ্রের কুমার।।
সহদেব নকুল কহিল বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর।।
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
সন্তোষহ তাহা দিয়া পাণ্ডুর তনয়। ।

www.bengaliebook.com

এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিলা অসদৃশ নহে মুনিবর।।
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডুপুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাপ দুর্য্যোধনে।।
কর্ণ দুঃশাসনে নিন্দা করিল অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাণ্ডুর কুমার।।
এখন যে কহি তাহা শুন সভ্যজন।
প্রিয়ম্বদ দূত যাক পাণ্ডবের স্থান।।
প্রিয়বাক্য কহিয়া আনিয়া হস্তিনায়।
সমুচিত ভাগ দিয়া তোষ তা সবায়।।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর।
পুরষ্কার দিয়া তোষ পঞ্চ সহোদর।।
সেই ইন্দ্রপ্রস্ত পুনঃ দেহ অধিকার।
যত রত্ন ছিল তার যতেক ভাণ্ডার।।
যেই সত্য করিলেক তাহে হৈল পার।
সমচিত ভাগ দেহ উচিত তাহার।।
বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন।।
অতএব দ্বন্দ্ব কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডু পুত্রগণ।।
ভীষ্ম বলিলেন ভাল নিল মম মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে। ।
বিরোধ হইলে রাজা হবে কোন্ কাজ।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ।।
না দিলে নিশ্চয় রাজা হবে কুলক্ষয়।
অতএব সাবধানে শুন মহাশয়।।
প্রিয়ম্বদ দূত রাজা দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবেরে হেথা আন বিনয় করিয়া।।
তবে সে তোমার হিত হইবে রাজন।
আমারে এতেক কহ কোন প্রয়োজন।।
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি।।
তুমি যে কহিবে তাহা কে করিবে আন।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ বিধান।।
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি সভ্যগণ।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল জনে জন। ।
দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি বাহলিক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি।।
পুনঃ পুনঃ নানামতে কহিল অন্ধেরে।
সম্প্রীতে আনহ রাজা পঞ্চ সহোদরে।।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ রাজধানী।
এই কর্ম্ম তব প্রিয় শুন নৃপমণি। ।
এইরূপে কহিল সক সভাজন।
মনে মনে ক্রোধে জ্বলে রাজা দুর্য্যোধন।।
পাণ্ডবের প্রশংসা কর্ণেতে লাগে শাল।
ক্রোধভরে হেঁটমাথা কুরু মহীপাল। ।
তবে দুর্য্যোধনে কহে অন্ধ নরপতি।
আমার বচন সুত কর অবগতি।।
সবার সম্মান রাখ শুন মম বাণী।
পাণ্ডবেরে সমুচিত দেহ রাজধানী।।
ভাই ভাই সংপ্রীতে করহ রাজাসুখ।
কলহেতে কার্য্য নাহি জন্মে মহাদুঃখ।।
লোকেতে কুযশ ঘোষে অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়।।
মন দিয়া শুন বৃক রাজার আখ্যান।
ঘুচিবে মনধন্ধ লভিবে দিব্য জ্ঞান।।
মহাভারতের কথা সুধা সঞ্জীবনী।
কাশীরাম কহে, ভব পারের তরনী।।

www.bengaliebook.com

বৃক রাজার উপাখ্যান

সূর্য্যবংশে বৃক নামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা জগতে সুখ্যাতি।।
সুমতি কুমতি তার যুগল বনিতা।
কোশলনন্দিনী দোঁহে মাতা পতিব্রতা।।
যুবাকাল গেল তবু পুত্র না হইল।
পুত্রবাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামীরে কহিল।।
কত দিনান্তরে বিভাণ্ডক তপোধন।
অয্যোধ্যায় করিলেন শুভ আগমন।।
ভার্য্যা সহ নরপতি ছিল অন্তঃপুরে।
তথা গিয়া উত্তরিল কে নিবারিবে তাঁরে।।
জিতেন্দ্রিয় তেজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যা সহ নরপতি করিল বন্দন।।
রাণী সহ করযুড়ি মনি অগ্রে স্থিত।
বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন কিবা, চাহ হিত।।
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতিপ্রধান।
তোমা সম সংসারেতে নাহি ভাগ্যবান।।
রূপে কামদেব জিনি শীলতায় ইন্দু।
তেজে দিনকর তুমি গুণে গুণসিন্ধু।।
কীর্ত্তবীর্য্য প্রতাপে সামর্থ্যে হনুমান।
কীর্ত্তিতে গণি যে পৃথু রাজার সমান।।
সেনাপতি মধ্যে গণি যেন ষড়ানন।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রেণীতে যেন জীবের নন্দন।।
কেন দেখি চিন্তামগ্ন উদ্বিগ্ন তোমারে।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কহিবে আমারে।।
রাজা বলিলেন মুনি বলিলা প্রমাণ।
যে হেতু চিন্তিত আমি বলি সে বিধান।।
যুবাকাল গেল মম পুত্র না হইল।
এই হেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল।।
সকল হইতে সেই জন অতি দীন।
সর্ব্ব সুখ বিহীন যে হয় পুত্রহীন।।
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।
পদ্মহীন সর ফলহীন তরুগণ।।
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সর্ব্ব অন্ধকার।
শাস্ত্রবিদ্যাহীন যেন ব্রাহ্মণ-কুমার।।
ধর্ম্মহীন জন যেন ধনহীন গৃহী।
জীবহীন জন্তু যেন দন্তহীন অহি।।
পুত্রহীন জনের জীবন অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন।।
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিল মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করিল উত্তর। ।
পুন্ত্রেষ্টি করহ রাজা করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন।।
পরাজিবে সকল পৃথিবী বাহুবলে।
হইবে তনয় তব যজ্ঞ পুণ্যফলে।।
এত বলি অন্তর্হিত হন তপোধন।
করিল পুত্রেষ্টি রাজা করি আয়োজন।।
সুমতির গর্ভে হয় যুগল নন্দন।
পরম সুন্দর রূপে নৃপতি লক্ষণ।।
কুমতির গর্ভে হৈল একমাত্র পুত্র।
দিনকর সম তেজ তেজপুঞ্জ গাত্র।।
দিনে বাড়ে সবে রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন।।
সুমতির গর্ভে হৈল দুই গুণধাম।
পাইলেন তালজঙ্ঘ হৈহয় যে নাম।।

www.bengaliebook.com

রূপে গুণে অনুপম কুমতিনন্দন।
বাহু নাম রাখিলেন বাছিয়া রাজন।।
কত দিনে বৃদ্ধকালে বৃক নরপতি।
তিন পুত্রে ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি।।
তিন পুত্রে রাজ্যধন ভাগ করি দিল।
ভার্য্যা সহ নরপতি অরণ্যে চলিল। ।
তপঃযোগ সাধিয়া পাইল দিব্যগতি।
রাজ্যতে হইল রাজা বাহু নরপতি।।
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একচ্ছত্র নরপতি এ মর্ত্ত্য ভুবনে।।
মহাধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর যজ্ঞে রত অন্য নাহি মন। ।
অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিল শুনি আকাশ ভারতী।।
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরুরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি। ।
কতদিনে ঋতুযোগে রাণী গর্ভবতী।
গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী।।
ইহার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে সেই বিচক্ষণ। ।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিজ্ঞবর মহাধনুর্দ্ধর।
করিবেন শত অশ্বমেধ নরবর।।
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে।।
তবে কত দিনান্তে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরে করিল গমন।।
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি।
বসাইল দিব্য রত্ন সিহাসনোপরি।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজন করিল।
মুনিবরে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল।।
সর্ব্বশোস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি কুলপুরোহিত।
বশিষ্ঠ মুখেতে তব শুনিয়াছি নাত। ।
জ্ঞাতি মধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রিয়েতে সেই শত্রু গণি যে প্রধান।।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন।
হেন নাতি শাস্ত্রেতে লেখেন মুনিগণ।।
কহ মুনি আমা প্রতি ইহার বিধান।
নারদ বলেন রাজা কহিলে প্রমাণ।।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
নিজবশে আনি পরে করিবে নিধন।।
কহিলা প্রমাণ রাজা না হয় অন্যথা।
শত্রুকে করিবে নষ্ট পাবে যথা তথা।।
গর্ভে যদি জন্মে শত্রু দৈববাণী কয়।
তাহারে বধিবে প্রাণে শাস্ত্রের নির্ণয়।।
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমারে নৃপ কর অবধান।।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে সমস্ত ভুবন।।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমা আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয়।।
উপায়েতে গর্ভ যদি পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয়ঃ হয় জানাই তোমারে। ।
এত বলি নারদ হইল অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া নৃপতি হইল সচিন্তিত প্রাণ।।
অনুক্ষণ চিন্তিয়া আকুল নরবর।
একদিন বসিলেন সভার ভিতর।।
পঞ্চ পাত্রে লয়ে যুক্তি করেন রাজন।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন।।

www.bengaliebook.com

আমা আদি করিয়া যতেক জ্ঞাতিচয়।
বাহুবলে করিবেক সবাকারে ক্ষয়।।
উহার উপায় কিছু কর মন্ত্রিগণ।
কিরূপে রাণীর গর্ভ করিব নিধন।।
উহাতে সমর্থ না হইব কদাচন।
যদি না করিব যুদ্ধ হারাব জীবন।।
মন্ত্রিগণ বলিলেন শুন নৃপমণি।
নিমন্ত্রিয়া আন হেথা ভূপতি রমণী।।
বধি খাওবার ছলে উপায় কারণে।
বিষপান করাইয়া মারহ পরাণে।।
ইহ ভিন্ন উপায় না দেখিতেছি আর।
এইমত করি রাজা শিশুকে সংহার।।
ভূপতি বলেন মন্ত্রী কহিলে শোভন।
শীঘ্র ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আয়োজন।।
বন্ধন করিতে বল সূপকারগণে।
অঙ্কেতে করিবা যেন কেহ নাহি শুনে।।
রবিবারগণ সহ বরিয়া রাজারে।
এত দিয়া নিমন্ত্রিয়া আন হেথাকারে।।
জার আদেশ মত যত মন্ত্রিগণ।
বাহুরাজে আনিলেন করি নিমন্ত্রণ।।
বিষ দিয়া উপহারে ভোজনের কালে।
বাহুর ভার্য্যারে খাওয়াল তবে ছলে।।
তথাপিহ গর্ভপাত নহিল তাহার।
পরিবার সহ রাজা কৈল আগুসার।।
সে সব বৃত্তান্ত রাণী কহিল রাজারে।
বিষ খাওয়াইল মোরে মারিবার তরে।।
অহিংসক মোরে হিংসা করে দুরাচার।
শুনিয়া নৃপতি মনে হইল ধিক্কার।।
হিংসক কপট জ্ঞাতি মধ্যে যেই জন।
তাহার নিকটে নাহি জ্ঞাতি সুশোভন।।
অহিংসকে হিংসয়ে যে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
তাহার সংসর্গে নাহি রহি কদাচন।।
পাপী সঙ্গে রহে যদি, পাপে ধায় মন।
পুণ্যাত্মার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ।।
অপত্য নহিল, হৈল বিধির ঘটন।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন।।
এইরূপে সদা রাজা করে অনুভব।
দ্বিতীয় বৎসর গর্ভ নহিল প্রসব।।
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘ।
রিপুভাব করিলেন নৃপতির সঙ্গ।।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহ মৈত্রভাব করি।
সংগ্রামে জিনিয়া তার রাজ্য নিল হরি।।
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাহু নরপতি।
অরণ্যে প্রবেশ করে ভার্য্যার সংহতি।।
দেখিল আশ্রম বন অতি সুশোভন।
ফল ফুলে সুশোভিত যত বৃক্ষগণ।।
দিব্য সরোবর আছে বনের মাঝারে।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে।।
পুণ্য সরোবর সেই বিন্দুসর নাম।
প্রফুল্ল সরোবর সেই বিন্দুসর নাম।।
প্রফুল্ল উৎপল কত অতি অনুপাম।।
ভার্য্যা সহ তথা রাজা করিল গমন।
সরোবর দেখি রাজা আনন্দিত মন।।
তথায় আশ্রম করি রচিল কুটীর।
চিন্তায় আকুল রাজা, চিত্ত নহে স্থির।।
অনুক্ষণ চিন্তাকুল বাহু- নরবর।
বৃদ্ধকালে ব্যাধিযুক্ত হৈল কলেবর।।
কালপ্রাপ্তে নৃপতির হইল নিধন।

www.bengaliebook.com

ব্যাকুলা হইয়া রাণী করয়ে রোদন।।
অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী।
নিবৃত্ত হইল তবে মনে যুক্তি করি।।
চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
তদুপরি রাখে সতী পতিকলেবর।।
চিতা আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে।
হেনকালে ঔর্ব্ব মুনি আসে তথাকারে।।
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে।
দেখিয়া বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে।।
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করে নিবারণ।
রাণীরে চাহিয়া তবে বলে তপোধন।।
চিতা আরোহণ নাহি কর কদাচিত।
অবধান কর মাতা শাস্ত্রের বিহিত। ।
দিব্য চক্ষে আমি সব পাই যে দেখিতে।
রাজচক্রবর্ত্তী আছে তোমার গর্ভেতে।।
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
একচ্ছত্র রাজা হবে এ মর্ত্ত্য ভুবনে।।
রাজরাজেশ্বর হবে মহাতেজোময়।
শত অশ্বমেদ-যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।।
ব্রাহ্মণে দিবেক সদা অপ্রমিত দান।
না হইল, না হইবে, তাহার তুলন।।
গর্ভবতী নারী যদি সহমৃতা হয়।
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহারে বেড়ায়।।
কদাচিৎ স্বামীসঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোর নরকেতে তার হয়ত গমন।।
যত পুণ্যকর্ম্ম তার সব নষ্ট হয়।
কদাচিৎ পুণ্যফল নাহিক সে পায়।।
রজঃস্বলা কিম্বা শিশু পুত্রেরে রাখিয়া।
পতি সঙ্গে যেই জন মরয়ে পুড়িয়া।।
পঞ্চ পাতকের ভাগী হয় সেই নারী।
ব্যর্থ হয় যত পুণ্য ধর্ম্মকর্ম্ম তারি।।
অগ্নিহোত্রে মৃত-তনু করিয়া দাহন।
নারীরে লইয়া গেল আপন সদন।।
প্রেতকর্ম্ম করিল যে শাস্ত্রের বিধানে।
আদ্য শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে।।
এইরূপে রহে রাণী মুনির সদন।
সেবাতে সন্তুষ্ট হন মহা তপোধ।।
অন্যথা না হয় কভু বিধির লিখন।
মহারাণী প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন।।
গরল সহিত পুত্র হৈল যে কারণ।
সগর বলিয়া নাম রাখে সে কারণ।।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন।।
দরিদ্র পাইল যে হারানিধি ধন।
সে মত পাইল রাণী অপত্য- রতন।।
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি করি আনয়ন।
যত্ন করি যেই শিশু করেন পালন।।
নানা অস্ত্র-শস্ত্র করাইলে অধ্যয়ন।
অল্প দিনে হৈল সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।।
নবীন বয়স শিশু মহাবলধর।
একদিন তীর্থস্থানে গেল মুনিবর।।
একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল বাণী।
কোন্ বংশে জন্ম মম, কহ গো জননী। ।
কাহার তনয় আমি কহিবে নিশ্চয়।
এই মুনিবর বুঝি মম পিতা হয়।।
শিশুকালে পিতৃহীন হয় যেই জন।
দুঃখী হতে দুঃখী সেই, জন্ম অকারণ।।
জলহীন নদী যথা নহে সুশোভন।

www.bengaliebook.com

ফলহীন নদী যথা অতি কুলক্ষণ।।
চন্দ্র বিনা রাত্রি যথা সব অন্ধকার।
গায়ত্রী বিহনে যথা ব্রাহ্মণ-কুমার।।
ধনহীন গৃহী যথা ধর্ম্মহীন নর।
বেদহীন বিপ্র যথা পদ্মহীন সর।।
পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়।
সে কারণে কহ মাতা, জিজ্ঞাসি তোমায়।।
এত শুনি কহে রাণী করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্যবশে তোমা পাইনু নন্দন।।
মহা রাজবংশে পুত্র জনম তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশে রাজা বাহুর কুমার।।
তালজঙ্ঘ হৈহয় পাপিষ্ঠ জ্ঞাতিগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন।।
যেই কালে তোমা আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়াইল মোরে তোমা মারিবারে।।
দৈববলে রক্ষা হৈল তোমার জীবন।
আমা সহ এই বনে আসিল রাজন।।
হিংসকের হিংসা হেরি চিন্তি নরবর।
ব্যাধিযুক্ত নরপতি ত্যজে কলেবর।।
সহমৃতা হতে মম চিন্তা উপজিল।
ঔর্ব্ব মুনি আসি মোরে বারণ করিল।।
মুনির আশ্রমে আমি আছি সে কারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করেন রোদন।।
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণ লোচন।
মাতার ক্রন্দন পুত্র করে নিবারণ।।
প্রণমিয়া জননীরে লইয়া বিদায়।
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি লয়।।
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় হইয়া।
সৃহৃদ বান্ধবগণে সহায় করিয়া।।
যতেক পিতার শত্রু পূর্ব্ব হৈতে ছিল।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সব খণ্ড খণ্ড কৈল।।
একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠে শরণ।।
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
কোন জন মুনিস্থানে রাখিল পরাণ।।
তখন বশিষ্ঠ মুনি তারে নিবারিল।
অযোধ্যায় লয়ে সিংহাসনে বসাইল।।
একচ্ছত্র রাজা হৈল ধরণীমণ্ডলে।
যত ক্ষত্রগণে শাসে নিজ বাহুবলে।।
পুত্র ষাটি সহস্র যে তাহার ঔরসে।
অদ্যাবধি যার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে।।
পুত্রগণ সবে হৈল মহা দুরাচার।
কপিলের শাপে তারা হইল সংহার।।
অহিংসকে হিংসে যেই, পায় এই গতি।
জগতে অকীর্ত্তি হয়, অশেষ দুর্গতি।।
সে কারণে শুন পুত্র না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্বে কিবা প্রয়োজন।।
সমুচিত ভাগ দিতে উচিত যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয়।।
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি দেহ আনাইতে পঞ্চ জন।।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কি কাজ তোমার।।
দুর্য্যোধন বলে, ইহা নহেত বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডর কুমার।।
বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম শাস্ত্র মত আছে নিরূপণ।।
ক্ষত্র হয়ে শত্রুকে না করিবে বিশ্বাস।

শত্রুর মহিমা কেহ না করে প্রকাশ।।
যে হৌক, সে হৌক, তাত ক্রোধ কর তুমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজা ভূমি।।
এত বলি সভা হৈতে চলিল উঠিয়া।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী লৈয়া।।

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ।।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়।।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের নীতি উপদেশ

কহেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন।
সভা হৈতে উঠি যদি গেল দুর্য্যোধন।।
কারো বাক্য না শুনিল কুরু কুলাঙ্গার।
অধোমুখ হৈয়া তথা রহে দণ্ড চার।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভা হৈতে উঠি সবে চলিল তখন।।
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
বিদুর বলেন, ধৃতরাষ্ট্র বিদ্যমান।।
কুলক্ষয় হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
উত্তর বচনে তাহা হইল প্রমাণ।।
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে।।
আপনার হিত যদি রাঞ্ছন রাজন।
পাণ্ডবের সঙ্গে কর সম্প্রীতে মিলন।।
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত শত রাজা হয়েছিল এ সংসারে।।

আছিল উত্তানপাদ ধর্ম্ম-অবতার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যাঁর অধিকার।।
ইন্দ্রের সম্পদ তুল্য যাঁহার গণন।
জলবিম্ব প্রায় সব দেখিল রাজন।।
হিংসা হেন বস্তু তাঁর না জন্মিল মনে।
সকল ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল বনে।।
তপোযোগে আরাধিয়া পায় দিব্যগতি।
তাঁর পুত্র হৈল ধ্রুব জগতে সুকৃতি।।
যাঁহার মহিমা যশে পূরিল সংসার।
মহাধর্ম্মশীল ছিল ধর্ম্ম-অবতার।।
তদন্তরে সূর্য্যবংশে রঘুরাজা ছিল।
যাঁর যশ মহিমায় ভুবন ভরিল।।
অপার মহিমা যাঁর দিতে নারে সীমা।
শৈত্যগুণে চন্দ্র যেন, ক্ষমাগুণে ক্ষমা।।
অতুল সম্পদ ভোগ করিল জগতে।
হিংসা হেন বস্তু কভু না করিল চিতে।।
এইরূপে কত রাজা চন্দ্র সূর্য্য কুলে।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল সকলে।।
তব পুত্র দুর্য্যোধন হয়েছে যেমন।
পৃথিবীতে হেন নাহি জন্মে কোন জন।।
কপটী হিংসক ক্রূর মহা দুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে দুর্গতি।।
কুলক্ষয় হইবেক, লোকে উপহাস।
কুযশ ঘোষণা হবে, কলঙ্ক প্রকাশ।।
সে কারণে নরপতি মুন সাবধানে।
দ্বন্দ্ব না করিহ রাজা পাণ্ডবের সনে।।
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।

যুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ রক্ষগণে। ।
হিড়িম্ব কির্ম্মীর আর বক নিশাচর।
বাহুবলে সংহারিল কত বীরবর।।
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ বল ধরে।
গদাধারী মধ্যে সেই অজেয় সংসারে। ।
ভীম ক্রুদ্ধ হৈলে বল রক্ষা হবে কার।
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার।।
অর্জ্জুনের প্রতাপ যে অতুল ভুবনে।
বাহুযুদ্ধে পরাভব করে পঞ্চাননে। ।
স্নেহ করি ইন্দ্র যারে স্বর্গ লয়ে গেল।
নানা অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করাইল।।
নিবাতকবচ কালকেয় দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিপু, প্রতাপে তপন। ।
সবারে মারিয়া সন্তোষিল দেবগণে।
কোন্ বীর যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে।।
উত্তর গোগৃহ কথা শুনেছ শ্রবণে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে।।
পরকার্য্য হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
তথাপিহ জ্ঞান না জন্মিল দুর্য্যোধনে।।
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্ব ইচ্ছা করে মনে।।
এখন যে হিত কহি, শুনহ রাজন।
দূত পাঠাইয়া দেহ বিরাট ভবন।।
সম্প্রীতে এখানে আন পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।।
এ কর্ম্ম উচিত তব, দেখি হে রাজন।
দ্বন্দ্ব হৈলে হইবেক সবার নিধন। ।

ধৃতরাষ্ট্র বলে, ভাই কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতি করিয়া আন পাণ্ডুর নন্দন।।
যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্মবলে তাহে ভাই হৈলে তারা পার।।
আপন বিভাগ রাজ্য পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে তুমি গিয়া বুঝাবে সুনীত।।
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
ধর্ম্মনীতি-শাস্ত্র তুমি বুঝাই আপনে।।

বিদুর বলিল, আমি কি বুঝাব নীত।
মম বাক্য নাহি শুনে বুঝে বিপরীত।।
পাশাকালে কহিলাম যে সব বিধান।
না শুনিল মম বাক্য করি অল্পজ্ঞান।।
এখন কহিয়া মম কিবা প্রয়োজন।
কহিবেক তাহা, যাহে লয় তার মন।।

বিদুর এতেক বলি বসে অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে। ।
মহামত্ত দুর্য্যোধনে আমি ভাল জানি।
সম্প্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধানী।।
পূর্ব্বে যথা বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার।।
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি-বন্ধুজনে হিংসা করে অহঙ্কারে।।
বলিরে বান্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রেরে ইন্দ্রত্ব পুনঃ দিলেন ডাকিয়া।।
সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপনি।
তাহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী।।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল অম্বিকা-নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ।।

কি কারণে বলি দ্বেষ কৈলা সুরগণে।
ইন্দ্রসহ বিবাদ বা করে কি কারণে।।
ধৌম্য বলে, সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিন্তু, শুন সারোদ্ধার।।

উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভূত কথন।।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, হরে ভবভয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়।।

বলি বামনোপাখ্যান

তবে ধৌম্য কহে, শুন অম্বিকা-নন্দন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা, করহ শ্রবণ।।
আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ।
মহাবলী প্রতাপে পাবক-সমকক্ষ।।
দিতির গর্ভেতে জাত কশ্যপ-ঔরসে।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে।।
হিরণ্যকশিপু পুত্র বিখ্যাত জগতে।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে।।
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবন।
যারে বিড়ম্বিল আসি অদিতি নন্দন। ।
ব্রাহ্মণরূপেতে আসি দান মাগি নিল।
সেইক্ষণে বিরোচন নিজ অঙ্গ দিল।।
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজে আপনার প্রাণ।
তাহার নন্দন হৈল বলি মতিমান।।
প্রতাপে প্রচণ্ড বলি, দেবের দুর্জ্জয়।
বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিলেক জয়।।
জানিলেক শুক্র-গুরু স্থানে উপদেশে।
ছল করি দেবরাজ বাপেরে বিনাশে।।
পিতৃবৈরী হয় ইন্দ্র, শুনিয়া শ্রবণে।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে।।
চতুরঙ্গ সৈন্য সহ সাজিল ত্বরিত।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত।।
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পুরিল গগন।
দৈত্য-সৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভব।।
শুনি দেবরাজ ক্রোধে লয়ে সৈন্যচয়।
বলির সহিত রণ করিল প্রলয়।।
দোঁহে বলবন্ত, দোঁহে সংগ্রামে প্রচণ্ড।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে যেন যমদণ্ড।।
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুসুণ্ডী মুদগর।
পরশু পট্টিশ গদা বিশাল তোমর।।
রুদ্র পশুপতি নানারূপ সব বাণ।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল অস্ত্র খরশান।।
শিলীমুখ সূচীমুখ রুদ্রমুখ ক্ষুর।
পরস্পরে দুই জন বরিষে প্রচুর। ।
যেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি।
দেবতা অসুরগণ করে বাণবৃষ্টি।।
বলিরে চাহিয়া ইন্দ্র বলে ক্রোধমন।
মোর হস্তে আজি তোর হইবে নিধন।।
এই দেখ অস্ত্র মোর ঘোর দরশন।
ইহার প্রহারে তোরে করিব নিধন।।
এত বলি ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
ক্ষণে অগ্নিবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে।।
শূণ্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে বলি করে দুইখান।।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে লাজ।
শক্তি অস্ত্র হানে তার হৃদয়ের মাঝ।।

www.bengaliebook.com

দুই বাণে বলি তাহা করে দুই খণ্ড।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড।।
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
মাতলি বাহুড়ি রথ পলায় ত্বরিত।।
কতক্ষণে দেবরাজ হন সচেতন।
মাতলিরে নিন্দা করি বলিল বচন।।
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে বাহুড়িলি রথ।
পলাইয়া গেলি যেন নাহি দেখি পথ।।
মাতলি বলিল, মোরে নিন্দ অকারণ।
অবধান কর এই শাস্ত্র নিরূপণ।।
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ বাহুড়ে সারথি।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধাগণ কহে হেন নীতি।।
ইন্দ্র বলে, শীঘ্র তুমি বাহুড়াহ রথ।
বলিরে দেখাব আমি শমনের পথ।।
আজ্ঞামাত্রে রথ পুনঃ চালায় মাতলি।
হাতেতে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলী।।
পরিঘ এড়িল ইন্দ্র উপরে বলির।
মুকুট কুণ্ডল সহ কাটিলেন শির।।
রথ হৈতে ভুমে পড়ে বলি মহাবীর।
রুধিরে আবৃত তার সমস্ত শরীর।।
হাহাকার শব্দ করে যত সৈন্যগণ।
পলাইল সকলে, না রহে একজন।।
তবে দৈত্য সমবেত হয়ে কত জনে।
কান্ধে করি বলিরাজে নিল সেইক্ষণে।।
ক্ষীরসিন্ধু তীরে গেল সবে শুক্রস্থান।
মন্ত্রবলে শুক্র তারে দিল প্রাণদান।।
গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন।
বিধিমতে করে বলি গুরু আরাধন।।
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিব্যবর।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্ম-মন্ত্র ষড়ক্ষর।।
মহামন্ত্র পেয়ে তবে বিচারিল মনে।
অমর অজেয় আমি হব ত্রিভুবনে।।
এতেক ভাবিয়া বলি সত্বরে চলিল।
হিমালয় গিরিপরে তপ আরম্ভিল।।
করিল কঠোর তপ লোকে ভয়ঙ্কর।
পবন ভক্ষিয়া রহে সহস্র বৎসর।।
তপে তুষ্ট হয়ে বিধি অর্পিবারে বর।
আসিলেন বলি পাশে হংসের উপর।।
ডাকিয়া বলিরে কন দেব প্রজাপতি।
তপঃসিন্ধ হৈলে তুমি, শুন দৈত্যপতি।।
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
যেই বর মনে লয়, মাগি লহ তুমি।।
যদি বা দুষ্কর হয় সংসার ভিতর।
অঙ্গীকার করিলাম, দিব সেই বর।।
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি।
বর দিবে যদি মোরে সৃষ্টি অধিপতি।।
অজেয় অমর হই ভুবন মণ্ডলে।
ত্রিভুবন রহে যেন মোর করতলে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে আছে যত জন।
কারো হাতে নাহি হবে আমার মরণ।।
মনোমত বর দিয়া যান প্রজাপতি।
তপোযোগ করি বলি করিল আরতি।।
শুভকাল সমুদিত ক্রমে হৈল তার।
সসৈন্যে সাজিয়া বলি গেল পুনর্ব্বার।।
ইন্দ্রের সহিত পুনঃ আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার রণকথা না হয় বর্ণন।।
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
যুদ্ধে পরাভব করে অদিতি-কুমারে।।

www.bengaliebook.com

পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ।।
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে।
পলাইয়া দেবগণ গেল স্থানান্তরে।।
দেবের সকল কর্ম্ম লইল অসুরে।
নররূপে দেবগণ ভ্রমে মহীপরে।।
শুক্র গুরু আসি তবে উপদেশ দিল।
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল।।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল দৈত্যের ঈশ্বর।
নররূপে ভূমে রহে অমর নিকর।।
অদিতি পুত্রের দুঃখ হৃদয়ে চিন্তিল।
দেবের দেবত্ব জিনি বলি দৈত্য নিল।।
পুনরপি কোন রূপে নিজ রাজ্য পায়।
চিন্তিল অদিতি তবে না দেখি উপায়।।
মহাভারতের কথা সুধার লহরী।
সাধুগণ নিরন্তর শুনে কর্ণ ভরি।।

অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর স্তব

হৃদে বিচারিল তবে দেবের জননী।
উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি।।
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
বিশ্বস্রষ্টা পোষ্টা তিনি সংহার কারণ।।
তাঁহা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
তিনি ভক্তজনে কৃপা করেন প্রদান।।
বিনা তপে তুষ্ট নহিবেন ভগবান।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিল প্রস্থান।।
করিল কঠোর তপ দেবের জননী।
তিন দিনে খায় তবে তিনাঞ্জলি নি।।
অনন্তরে মাস মধ্যে খায় একবার।
তারপরে দেবমাতা থাকে অনাহার।।
ধ্যান অবলম্ব হেতু করে নিরূপণ।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি রহে, মাত্র পবন অশন।।
তপেতে তাপিত হৈল এ তিন ভুবন।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন পদ্মাসন।।
দেবগণে ডাকি বলিলেন পিতামহ।
তপ পরীক্ষিতে শীঘ্র সকলেতে যাহ।।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র আদি দেবগণ।
মায়ের সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা কারণ।।
ইন্দ্র বলে, শুন মাতা মম নিবেদন।
আত্মাকে এতেক কষ্ট দেহ কি কারণ।।
আমা সবাকার দুঃখ অদৃষ্টে লিখন।
শুভকাল হৈলে দুঃখ হবে বিমোচন।।
অশুভ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে।
বেদের নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে।।
এক্ষণে অশুভকাল হইল আমার।
সে কারণে এত দুঃখ না হয় অনিবার।।
অদৃষ্টে থাকিলে দুঃখ না হয় খণ্ডন।
সে কারণে শুন মাতা মম নিবেদন।।
আত্মাকে এতেকক্লেশ দেহ কি কারণ।
তপ ত্যাগ করি মাতা স্থির কর মন।।
মাতৃহীন তনয়ের নাহি সুখলেশ।
সদাই দুঃখিত সেই, পায় নানা ক্লেশ।।
ধর্ম্মহীন জনে যেন ব্যর্থ উপার্জ্জন।
ভক্তিহীন জ্ঞানিজন যেন অকারণ।।
শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ যেন, বীজহীন মন্ত্র।
শাস্ত্রহীন গুরু যেন, যোগহীন তন্ত্র।।

সে কারণে নিবেদন শুনহ জননী।
আপনার আত্মা রক্ষা করহ আপনি।।
তোমার প্রসাদে মাতা শুভ কাল হৈলে।
দৈত্যগণেরে মোরা জিনিব অবহেলে।।
এতেক বলিল যদি দেব সুরপতি।
ধ্যান ভঙ্গ করি মাতা চাহে ক্রোধমতি।।
নয়ন শ্রবণ হৈতে অগ্নি বহিরায়।
ভয় পেয়ে দেবগণ পলাইয়া যায়।।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করে নিবেদন।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।।
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া স্তুতি করিলেন।
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দর্শন দিলেন।।
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণ।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।।
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষিত।
নূপুর কঙ্কণ হার মুক্তা বিরাজিত।।
দিব্যমূর্ত্তি পুরোভাগে দেখি নারায়ণে।
করিলেন স্তুতি প্রণিপাত দেবগণে। ।
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগৎপতি।
দেবগণ প্রতি কহে মধুর ভারতী।।
শীঘ্র হবে তোমাদের দুঃখ বিমোচন।
যাহ নিজ স্থানে চলি যত দেবগণ।।
এত বলি, অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
যথাস্থানে গেল ইন্দ্র আদি দেবগণ।।
অদিতি তপেতে তপ্ত এ তিন ভুবন।
প্রত্যক্ষ হইয়া হরি দেন দরশন।।
সজল জলদ যেন অঙ্গের বরণ।
কোটি শশী জিনি মুখ, রাজীবলোচন।।
কোকনদ কর পদ, অধর অতুল।
খগরাজ জিনি নাসা যেন তিলফুল।।
কাঞ্চন বরণ জিনি অম্বর শোভন।
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষণ।।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, অতি শোভা করে।
দেখিয়া মানিল দেবী বিস্ময় অন্তরে।।
সাক্ষাতে দেখিয়া সেই কমললোচনে।
দণ্ডবৎ প্রণমিল ভক্তিযুত মনে।।
করযোড়ে স্তুতি তবে করিল বিস্তর।
জয় জয় নারায়ণ, দেব দামোদর।।
শিষ্টের পালক, নমো দুষ্ট বিনাশন।
নমো হয়গ্রীব মধুকৈটভ-মর্দ্দন।।
নমো আদি অবতার, মৎস্য কলেবর।
নমো কূর্ম্ম অবতার, নমস্তে ভূধর।।
নমস্তে বরাহরূপ মোহিনী আকৃতি।
অবতার শিরোমণি নমো জগৎপতি।।
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি বৈশ্বানর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব গদাধর।।
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি, অস্থি গিরিগণ।।
তোমার বিভূতি এই সকল সংসার।
আত্মরূপে সর্ব্বস্থানে করিছ বিহার।।
পুরুষপ্রধান তুমি আদি নারায়ণ।
বিষম সঙ্কটে দেব করহ তারণ।।
এইরূপে স্তুতি করে দেবের জননী।
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন চক্রপাণি।।
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
মনোনীত বর দিব, মাগি লহ তুমি।।
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে।
অঙ্গীকার করিলাম দিব তা তোমারে। ।

www.bengaliebook.com

ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে মম সন্নিধান।
দেই তারে, অবশ্য না করি আমি আন।।
ভকত-বৎসল আমি ভক্তের কারণে।
আত্মদান দিয়া তুষি সেই ভক্তজনে।।
সতী সাধ্বী গুণবতী বড় ভাগ্যবতী।
করিলে কঠোর তপ আমাতে ভকতি।।
সে কারণ বশ আমি হলেম তোমার।
বর ইচ্ছা আছে যদি, মাগ সারোদ্ধার।।
এত শুনি কহিলেন দেবের জননী।
যদি বর দিবে তবে দেব চক্রপাণি।।
নিষ্কন্টক করি দেহ মম পুত্রগণে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অসুর দারুণে।।
ধরিয়া মানবরূপ মম পুত্রগণ।
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ।।
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
আমার তনয়গণে জিনিল সমরে।।
পুত্রদের কষ্ট আমি দেখিতে নারিনু।
তপস্যা করিয়া তাই তোমা আরাধিনু।।
দেহ মম পুত্রগণে নিজ অধিকার।
অসুরের অহঙ্কার করহ সংহার।।
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূদন।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ।।
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ করে অঙ্গীকার।
তোমার গর্ভেতে আমি হব অবতার।।
ধরিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে।
তব পুত্রগণ পাবে নিজ অধিকারে।।
রাখিব অদ্ভূত কীর্ত্তি যাইব ধরণী।
এত শুনি কহে পুনঃ কশ্যপ রমণী।।
উপহার কর প্রভু হেন লয় মনে।
আমার গর্ভেতে তুমি জন্মিবে কেমনে।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকূপে।
তোমার গর্ভেতে আমি ধরিব কিরূপে।।
যাঁর তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে।
সকল সংসার মুগ্ধ যাঁর মায়াবশে।।
তাঁহারে কিরূপে আমি করিব ধারণ।
হেন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ।।
হাসিয়া কহেন হরি, উপহাস কেনে।
ভিন্ন ভাবে নাহি ভাবি আমি ভক্তজনে।।
ভক্তজন সবে পারে আমারে ধরিতে।
তুমি সতী সাধ্বী ভক্তি সাধিলে আমাতে।।
সে কারণে তব গর্ভে হব অবতার।
নিজালয়ে এবে তুমি কর আগুসার।।
এত বলি নিজ স্থানে যান নারায়ণ।
প্রণমিয়া দেবমাতা করিল গমন।।
স্বামীরে কহিল দেবী এ সব কাহিনী।
শুনি হৃষ্ট হইল কশ্যপ মহামুনি।।
তবে কত দিন পরে দেব দামোদর।
করিলেন সুপবিত্র অদিতি- উদর।।
দিব্যরূপ ধরে তবে দেবের জননী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন মুনি।।
জন্মিবেন নারায়ণ জানিয়া নিশ্চয়।
নানা স্তুতি করিলেন ঋষি মহাশয়।।
নমো নমো নারায়ণ অখিল পালক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ-বিনাশক।।
নমস্তে নৃসিংহরূপী দৈত্য বিনাশন।
নমো সর্ব্বময় নমো জগৎপালন।।
জগৎ নায়ক নমো নমো জগৎপতি।
নমো কূর্ম্ম অবতার মোহিনী আকৃতি।।

www.bengaliebook.com

নমো যোগপরায়ণ নমো যোগরূপ।
নমো যোগপরায়ণ নমো যোগরূপ।
নমো জগৎপাতা তুমি, সবাকার ভূপ।।
নমো জগৎকর্ত্তা তুমি, নমো নারায়ণ।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে তোমার ভ্রমণ।।
তুমি সৃজ, তুমি পাল, করহ সংহার।
তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার।।
শিষ্টের পালন কর, দুষ্টের সংহার।
সে কারণে মম ঘরে হৈলে অবতার।।
নমস্তে বামনরূপ আদি সনাতন।
এইরূপে স্তুতি করিলেন তপোধন।।
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে পীতবাস।
কশ্যপের পুত্ররূপে হলেন প্রকাশ।।
অদিতির গর্ভে জন্ম লইলেন হরি।
সম্বরি বিরাট দেহ খর্ব্বমূর্ত্তি ধরি।।
জন্মমাত্র কহিলেন পিতারে কুমার।
ঝটিতে আমার কর ব্রাহ্মণ-সংস্কার।।
শুনিয়া কশ্যপ মুনি শুভক্ষণ ধরি।
আপন পুত্রেরে তবে দিলেন উত্তরী।।
কশ্যপেরে কহিলেন দেব নারায়ণ।
মহাযজ্ঞ করে বিরোচনের নন্দন।।
অসংখ্য অসংখ্য ধন দ্বিজে করে দান।
সে কারণে তথা আমি করিব প্রয়াণ।।
মাগিয়া আনিব দান বলি দৈত্যেশ্বরে।
এত বলি চলিলেন বলির দুয়ারে।।
বলি রাজা যজ্ঞ করে বসি যজ্ঞস্থলে।
দ্বারে দেখি বামনেরে শুক্র গুরু বলে।।
অবধান কর বলি, বলিব বিশেষ।
এই যে বামন আসে বালকের বেশ।।
অদিতির গর্ভে জন্ম বিষ্ণু অবতার।
তোমারে ছলিতে করিয়াছে আগুসার।।
যে কিছু মাগিবে দান, না দিবে ইহারে।
এত শুনি বলি দৈত্য কহিলেন তাঁরে।।
না বুঝিয়া গুরু হেন কহ অকারণ।
স্বয়ং নারায়ণ যদি এই যে বামন।।
যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করি চিরকাল।
তিনি যদি ইনি, তবে কি ভাগ্য বিশাল।।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর পূজয়ে চরণ।
উদ্দেশে মাগয়ে বর যত দেবগণ।।
সেই প্রভু আসে যদি আমার আলয়।
তবে গুরু অতিগুরু মম ভাগ্যোদয়।।
যে কিছু মাগিবে দান, দিব তা নিশ্চয়।
ইহাতে বিরোধী কেন হও মহাশয়।।
ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দেও, অতি অনুচিত।
এত শুনি শুক্র গুরু হলেন দুঃখিত।।
শাপ দিল বলি দৈত্যে অতি ক্রোধভরে।
মম বাক্য না শুনিলে ধন-অহঙ্কারে।।
এই শাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবে এইক্ষণে।
এত বলি শুক্র গুরু গেল ক্রুদ্ধমনে।।
হেনকালে উপনীত হৈল নারায়ণ।
বামন আকৃতি রূপ অরুণ বরণ।।
দেখি যজ্ঞ হোতাগণ মানিল বিস্ময়।
উঠে করযোড়ে বিরোচনের তনয়।।
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন।
সভামধ্যে দ্বিজশিশু বসেন বামন।।
অপরূপ রূপধারী কশ্যাপ কুমার।
দেখি লোমাঞ্চিত বলি, সানন্দ অপার।।
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে মতিমান।

আজি যে সফল মম যাগ যজ্ঞ দান।।
আজি যে সফল জন্ম হইল আমার।
নারায়ণ আসিলেন আমার আগার।।
চাহ যাহা দিব তাহা, না হবে অন্যথা।
ত্রিভুবন চাহ যদি অর্পিব সর্ব্বথা।।
শুনিয়া কহেন হাসি কপট বামন।
বহু দানে আমার কি আছে প্রয়োজন।।
ব্রাহ্মণ-বালক আমি তপস্যা তৎপর।
গ্রামে ভূমে আমার কি কাজ দৈত্যেশ্বর।।
ধ্যানে তপে জপে মম যায় অনুক্ষণ।
মুনিকুলে জন্ম মোর, শুনহ রাজন।।
অরণ্যনিবাসী আমি ফলমূলাহারী।
সে কারণে কহি, শুন দৈত্য অধিকারী।।
যদি দিবে তুমি দান করিয়াছ মনে।
তিন পদ ভূমি দেহ মাপিয়া চরণে।।
তপ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাতে।
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু না চাহি তোমাতে।।
ভূমিদান সম ফল নাহি ত্রিভুবনে।
ভূমিদানের মাহাত্ম্য শুন নৃপমণে।।
সুঘোষ নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সৌভরি নগরবাসী দরিদ্র-লক্ষণ।।
ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পর্য্যটন।
না মিলিল ধন তার অদৃষ্ট কারণ।।
ছয় পত্নী পুত্র পৌত্র বহু পরিজন।
উপার্জ্জক সেই মাত্র একাকী ব্রাহ্মণ।।
নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনয়ে ব্রাহ্মণ।
ভ্রমণ ব্যতীত নহে উদর ভরণ।।
এক দিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল।
আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল।।
অন্ন হেতু কান্দে তার যত শিশুগণ।
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ পাইল ব্রাহ্মণ।।
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল।
নিরর্থক জন্ম মোর জগতে হইল।।
ধনহীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন।।
চণ্ডাল যবন আদি যত নীচ জাতি।
ধনাঢ্য হইলে পায় সর্ব্বত্র সুখ্যাতি।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
ধনহীন হৈলে কেহ না করে গণন।।
ভার্য্যা পুত্র অরি হয়, মিত্র না আদরে।
ধনহীন হৈলে কিছু করিবারে নারে।।
এইমত চিন্তা করি কাতর ব্রাহ্মণ।
নগর ত্যজিয়া গেল লয়ে পরিজন।।
অবন্তী-নগরে বিপ্র করিল বসতি।
বৃত্তি দিয়া বিপ্রবরে স্থাপিল নৃপতি।।
সেই পুণ্যফলে অবন্তীর নরপতি।
দুই কল্প ইন্দ্র সহ করিল বসতি।।
সে কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি ভূমি-দানের উপর।।
তিন পদ ভূমিমাত্র দান মাগি আমি।
ইহা দিয়া মোরে রাজা সন্তোষহ তুমি।।
বলি বলে, বামন হে বুঝি বল বাণী।
ত্রিপদে তোমার তৃপ্তি, তাহা নাহি মানি।।
এই দান দিতে মম চিত্তে নাহি আসে।
সংসারেতে অপযশ ঘুষিবে বিশেষে।।
অপযশ হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠমধ্যে গণি।
সে কারণে অবধান কর দ্বিজমণি।।
নগর চত্বর গ্রাম যাহা ইচ্ছা মনে।

www.bengaliebook.com

সকল মাগিয়া দান লহ মম স্থানে।।
এত শুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।।
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া জল আনহ সত্বরে।।
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়।
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিল উপায়।।
বজ্রকীটরূপে গুরু প্রবেশে ভৃঙ্গারে।
নল রুদ্ধ করে, জল যেন না নিঃসরে।।
ভৃঙ্গার ঢালিলা জল নাহি পড়ে হাতে।
দেখি বলি দৈত্যেশ্বর পড়িল লজ্জাতে।।
এ সকল তত্ত্ব জানিলেন নারায়ণ।
বলি প্রতি কহিলেন, শুনহ রাজন।।
ভৃঙ্গারের দ্বার মুক্ত কর কুশাঘাতে।
এত শুনি হাতে কুশ লইলা ত্বরিতে। ।
বজ্রসম হৈল কুশ ঈশ্বর কৃপাতে।
নির্ঘাত বাজিল ভার্গবের চক্ষুপথে।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
এক চক্ষু অন্ধ তার হৈল সেইক্ষণ। ।
কাতর ভার্গবমুনি গেল নিজ স্থান।
বলি দৈত্য বামনেরে দিল ভূমিদান। ।
দান পেয়ে হরি তবে নিজমূর্ত্তি ধরে।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হৈল কলেবরে। ।
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
মুহূর্ত্তেকে তনু গিয়ে ঠেকিলেক ব্যোমে।।
ত্রিভুবন যুড়ি তনু হইল বিস্তার।
জল স্থল সব স্থান হৈল একাকার।।
পৃথিবী সহিত হরি সকল নগর।
এক পায়ে ব্যাপিলেন দেব দামোদর।।
সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেন আর এক পায়।
আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায়। ।
ডাক দিয়া বলিরাজে বলে বনমালী।
চাহিলাম তব স্থানে তিন পদ স্থলী।।
দুই জদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি।
আর পদ রাখি কোথা, স্থান দেহ তুমি।।
এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন।
অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ।।
আমার মস্তকে পদ দেহ জগৎপতি।
নরক হইতে মোরে কর অব্যাহতি।।
এত শুনি ধন্যবাদ দিয়া নারায়ণ।
বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ।।
নানাবিধ মতে বলি পূজিল চরণ।
গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ।।
বলিরে পাতালে লয়ে বান্ধে সেইক্ষণ।
সাধু সাধু ধন্যবাদ করে দেবগণ।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে।
হরিকে করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে। ।
ইন্দ্রেরে ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান।
অন্তর্হিত হয়ে যান আপনার স্থান। ।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
সেইরূপ দুর্য্যোধন অহঙ্কার করে। ।
ধনমদে মত্ত হয়ে নাহি মানে কারে।
না শুনে কাহার বাক্য, মত্ত অহঙ্কারে।।
অচিরেতে যুদ্ধে ক্ষয় হবে কুরুকূল।
কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল।।
দুর্য্যোধন পাপে বংশ হইবেক ক্ষয়।
জানিহ নিশ্চয় এই শুন মহাশয়।।
ইহা বলি উঠিয়া সে ধৌম্য তপোধন।

পাণ্ডব সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ।।
ধৌম্যে দেখি আস্তে ব্যস্তে পঞ্চ সহোদর।
বসিতে দিলেন দিব্য সিংহাসনোপর।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি জিজ্ঞাসেন বাণী।
একে একে সব কথা কহে ধৌম্যমুনি।।
তোমার কারণে রাজা সকলে বুঝাল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল।।
অহঙ্কার করি আরো বলে কুবচন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন।।
যত শক্তি আছে তার কহিবে পাণ্ডবে।
লইবারে ধন রাজ্য জিনিয়া কৌরবে।।
এত শুনি পঞ্চ ভাই কহেন বচন।
কুলক্ষয় হেতু বিধি করিল সৃজন।।
মহাযুদ্ধে হইবেক, কুলের সংহার।
শুনিয়া চিন্তিত অতি ধর্ম্মের কুমার।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, তরে ভবতরি।।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়।।

ধৃতরাষ্ট্র কৃর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের নিকটে সঞ্জয়কে প্রেরণ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ।
অতঃপর কি করিল অন্ধ-মহারাজ।।
মুনি বলে, নরপতি শুন একমনে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল কাণে।।
তাহাতে বিরক্ত হয়ে অন্ধ নৃপবর।
সঞ্জয়ের প্রতি তবে কহেন সত্বর।।
দেখিলে সঞ্জয় দুর্য্যোধনের দুষ্টতা।
না শুনিল না মানিল মহতের কথা।।
সে কারণে যাহ তুমি বিরাট- নগর।
মম আশীর্ব্বাদ দেহ পাণ্ডব গোচর। ।
একে একে পঞ্চ জনে করিবে কল্যাণ।
বিনয় প্রণয় করি হয়ে সাবধান।।
দ্রৌপদীরে আশীর্ব্বাদ কহিবে আমার।
দৈবগতি দেখ এই সকল সংসার।।
দৈবে যাহা করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম সুবুদ্ধি জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে।।
সে কারণে মন্দবুদ্ধি হৈল দুর্য্যোধনে।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বনে।।
রাজপুত্রী হয়ে তুমি রাজার মহিষী।
পাইলে অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবসি।।
নানা দুঃখ পেয়ে তুমি করিলে যাপন।
সে সব স্মরিয়া সদা পোড়ে মম মন।।
দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসম্বাদ।
মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ।।
সতী সাধ্বী গুণবতী তুমি পতিব্রতা।
লক্ষ্মী-অবতার তুমি ধর্ম্ম-অনুরতা।।
এইরূপে দ্রৌপদীরে কহিবে বিনয়।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয়। ।
কহিবে পাণ্ডবগণে কাল অনুক্রমি।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে বনে ভ্রমি। ।
ত্রয়োদশ বর্ষাবধি তোমা পঞ্চ বিনে।
দহিছে আমার আত্মা চিন্তার আগুনে।।
তাপিত আমার মন, শান্ত নাহি হয়।
কাষ্ঠ ঘরষণে যথা হয় অগ্নিময়।।

অন্ন নাহি রুচে মম, নাহি রুচে নীর।
তোমা সবা বিচ্ছেদেতে চিত্ত নহে স্থির।।
নয়নে নাহিক নিদ্রা, ভোজনে না সুখ।
তোমা সবাকার দুঃখে বিদরিছে বুক। ।
গান্ধারী সুবলসুতা তোমা সবা বিনে।
করে খেদ, বহে নীর সদাই নয়নে।।
বিদুর বাহ্লীক আর সোমদত্ত বীর।
তোমা সবা অভাবেতে সর্ব্বদা অস্থির।।
নগর-নিবাসী চারি জাতি প্রজাগণ।
তোমা সবা না দেখিয়া নিরানন্দ মন।।
হস্তিনার লোক যত দুঃখী রাত্রিদিন।
সদা দীন ক্ষীণ হেন জলহীন মীন।।
তোমার বিহনে রাজ্য শোভা নাহি পায়।
ফলহীন বৃক্ষ যেন জন্ম বৃথা যায়। ।
জলহীন নদী যেন পদ্মহীন সর।
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন ধর্ম্মহীন নর।।
জ্ঞানহীন জন যেন বীজহীন মন্ত্র।
বেদহীন বিপ্র যেন যোগহীন তন্ত্র।।
তোমা সবা বিহনেতে তথা প্রজাগণ।
এইরূপে বিনয়েতে কহিবে বচন।।
নানাবিধ অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র লয়ে।
শীঘ্রগতি যাও পাণ্ডুপুত্রে দেখ গিয়ে।।
দ্রুতগামী অশ্ব রথে করি সংযোজন।
শুভলগ্ন তিথি আজি, করহ গমন।।
সঞ্জয় এতেক শুনি উঠি সেইক্ষণ।
যুড়ি খচরের রথ পবন- গমন।।
বিরাট নগর মধ্যে পাণ্ডুর কুমার।
সভা করি বসিয়াছে দেব অবতার।।
সঞ্জয় এ হেন কালে হন উপনীত।
দেখিয়া বিরাট তারে জিজ্ঞাসিল হিত।।
দিব্য রত্ন-সিংহাসন দিলেন বসিতে।
পাণ্ডবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে।।
কহেন সঞ্জয় প্রতি ভাই পঞ্চজন।
সবার কুশল বার্ত্তা কহ বিবরণ।।
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লীক নৃপতি।
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি।।
এয়োদশ বর্ষকাল নাহি দরশন।
কেবা মরে, কেবা জীয়ে না জানি কারণ।।
কোথা হৈতে এই স্থানে তব আগমন।
জ্যেষ্ঠতাত পাঠাইল, এই লয় মন।।
কি কহিয়া পাঠাইল অম্বিকা-নন্দন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর যত সভাজন।।
কি কহিল কর্ণ বীর রাধার কুমার।
দুর্য্যোধন কি বলে শকুনি দুরাচার।।
উভয় কুলের হিত সবে কি চিন্তিল।
সম্প্রীতি করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল।।
যেই সত্য করিলাম তোমার অগ্রেতে।
তাহাত হইনু মুক্ত ধর্ম্মের কৃপাতে।।
সর্ব্বধর্ম্ম মূল হরি ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহার কৃপায় হৈল সঙ্কটে তারণ।।
এত দুঃখ পেয়ে তবু রাখিলাম ধর্ম্ম।
সবে সুখে আছেন, সবার মূল কর্ম্ম।।
সমুচিত ভাগ যেই হয়ত আমার।
তাহা ছাড়ি দিতে করিয়াছে কি বিচার।।
আমারে বিভাগ দিতে কৌরব কি চাহে।
সম্প্রীতে না দিবে, কিম্বা মজিবে কলহে।।
কহত সঞ্জয় তুমি সব বিবরণ।
সঞ্জয় শুনিয়া তবে করে নিবেদন।।

www.bengaliebook.com

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বাহ্লীক নৃপতি।
সম্প্রীতি করিতে সবে দিল অনুমতি।।
কারো বাক্য না শুনিল কৌরব দুর্ম্মতি।
অনেক সান্ত্বনা করে অন্ধ নরপতি। ।
ভীষ্ম মুখে শুনি তোমা সবার উদয়।
আনন্দিত সকলের হইল হৃদয়।।
চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
বার্ত্তা পেয়ে হৃষ্টচিত্ত হৈল সর্ব্বজন।।
মৃতের শরীরে যেন পাইল জীবন।
তোমা সবা সমাচারে যত প্রজাগণ।।
সুহৃদ অমাত্য জ্ঞাতি যত বন্ধুজন।
সদা হাহাকার শব্দে করিত রোদন।।
ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা ঊর্দ্ধমুখে।
তোমা সবা না দেখিয়া অন্ধ ছিল দুঃখে।।
আত্মার বিহনে যথা না রহে জীবন।
তোমা সবা বিরহেতে তথা সর্ব্বজন। ।
এয়োদশ বর্ষাবধি যত প্রজাগণ।
সুখলেশ নাহি কার জীয়ন্তে মরণ।।
এবে সমাচার শুনি তোমা সবাকার।
দেখিতে উদ্বেগচিত্ত, আনন্দ অপার।।
তোমা পঞ্চ ভাই যবে গেলে বনবাসে।
বিনা মেঘে নগরেতে রুধির বরিষে।।
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ।
উল্কাপাত আদি শব্দ হয় ঘনে ঘন।।
সেইক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশে।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কান্দে চারিপাশে।।
এই অলক্ষণ দেখি বলে জ্ঞানী জন।
কুলক্ষয় হৈল রাজা তোমার কারণ।।
অতি কুলক্ষণ রাজা দেখি শাস্ত্রমতে।
এখন উপায় কর, যদি লয় চিতে।।
দিনে দিনে অলক্ষণ দেখ নৃপমণি।
পৃথিবী হরিল শস্য, মেঘে অল্প পানি।।
সে কারণে নরপতি মম বাক্য ধর।
আপন কুলের হিত যদি বাঞ্ছা কর।।
বাহুড়িয়া আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।।
তবে সে মঙ্গল হয় প্রজার কল্যাণ।
এরূপে পূর্ব্বেতে কহে যত জ্ঞানবান।।
পুত্রবশ ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।
সেই কাল আসি রাজা উপস্থিত হৈল।।
উত্তর গোগৃহে যুদ্ধে যত কুরুগণে।
অপমান করিলেক ধনঞ্জয় রণে।।
ভগ্নদণ্ড হয়ে আসে কৌরবের পতি।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল নীতি।।
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন।
কারো বাক্য না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন।।
পরে ধৌম্য পুরোহিত তোমার আদেশে।
শাস্ত্র উপদেশ কহি বুঝাল বিশেষে।।
অনাদর করি তাহা না শুনিল কানে।
শুনিয়া থাকিবে তাহা ধৌম্যের সদনে।।
কারো কথা দুর্য্যোধন যবে না শুনিল।
আমারে ডাকিয়া অন্ধরাজ পাঠাইল।।
এই রত্ন ধন দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
পুনঃ পুনঃ বহু কথা কহে বার বার। ।
কহিব সে সব কথা শুনহ রাজন।
এয়োদশ বর্ষ তব না ছিল মিলন।।
পাইলে অনেক কষ্ট ভ্রমি বনে বন।
সে সকল মনে নাহি কর কদাচন।।

www.bengaliebook.com

কপটী কুমন্ত্রী কর্ণ আর দুঃশাসন।
সৌবল শকুনি আর রাজা দুর্য্যোধন।।
তা সবার কপটেতে হৈল সর্ব্বনাশ।
তোমা সবে বনে গেলে, আমরা নিরাশ।।
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
যতেক কহি যে আমি, না শুনে শ্রবণে।।
আমার বচন সেই নাহি লয় মনে।
কর্ণ দুঃশাসন বাক্য শুধুমাত্র শুনে।।
কালেতে কুবুদ্ধি হয়, কে করিবে আন।
ইত্যাদি বলিল ধৃতরাষ্ট্র বর্ত্তমান।।
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি দিতে নাহি চায়।
যেই চিত্তে আসে, তাহা কর ধর্ম্মরায়।।
ইহা শুনি পুনরাপি কহে পঞ্চ জন।
কহ শুনি কি বলিল রাজা দুর্য্যোধন।।
কি বলিল কর্ণবীর রাধার নন্দন।
সত্য করি বল তাহা, শুনি দিয়া মন।।
সঞ্জয় কহিছে, শুন পাণ্ডুর কুমার।
কহিল নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুরাচার।।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি আমি দিব তারে।
কোন্ শক্তি তার, মোরে জিনিবারে পারে।।
মহা মহা বীরগণ আমার সহায়।
মুহূর্ত্তেকে পাণ্ডবেরা হবে পরাজয়।।
সত্য সত্য সুনিশ্চয় করি যুদ্ধপণ।
এইরূপে কহে কথা রাজা দুর্য্যোধন।।
রাধেয় করিয়া দম্ভ কহিল বিস্তর।
কার শক্তি মোর সঙ্গে করিবে সমর।।
যেবা ধনঞ্জয় আছে সংগ্রামে প্রখর।
প্রথমে যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্বর।।
তারে মারি চারি জনে রাখিব বান্ধিয়া।
নিষ্কন্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হইয়া।।
এইরূপে কহিলেন রাধেয় দুর্ম্মতি।
চিত্তে যাহা আসে তাহা কর নরপতি।।
নিশ্চয় হইবে রণ নহে নিবারণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ভাই পঞ্চ জন।।
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
যুদ্ধ হেতু বরিবারে পাঠাইল চর।।
নানা অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রী বিস্তর।
দুর্য্যোধন আদেশেতে করে অনুচর।।
শুনিয়া সঞ্জয়-বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ অরুণ-লোচন।।
যাহত সঞ্জয় পুনঃ মম দূত হয়ে।
যাহা কহি, কৌরবেরে কহিবে বুঝায়ে।।
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত, তাঁর উপরোধ।
সে কারণে পূর্ব্ব হৈতে না করিনু ক্রোধ।।
সেই হেতু এত দিন রহিল জীবন।
আপনার মৃত্যু বুঝি চাহিছে এখন।।
পূর্ব্বে যেই সত্য ছিল মুক্ত হই তাহে।
তবে কেন রাজ্য মম নাহি দিতে চাহে।।
মৃত্যু শ্রেয়ঃ সে বুঝিল, বুঝি অনুমানে।
সে কারণে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা মনে।।
অল্পকার্য্যে জ্ঞাতিবধে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মান রক্ষা কর দুর্য্যোধন।।
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপণে।
তাহা দিয়া বশ কর আমা পঞ্চ জনে।।
নহিলে প্রলয় বড় হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয়।।
তবে ভীমসেন কহে ক্রোধ করি মনে।
বলিও আমার বার্ত্তা কৌরব রাজনে।।

www.bengaliebook.com

হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয়, সপ্ত সিন্ধু শোষে। ।
নক্ষত্র সহিত শশী ত্যজয়ে আকাশ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যদি না হয় প্রকাশ।।
যোগী যোগ ত্যজে, ধর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্মিজন।
গায়ত্রী বিহীন হয় ব্রাহ্মণ-নন্দন।।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
ঊরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিব নিধন।।
প্রতিজ্ঞা করেছি পূবের্ব সভা বিদ্যমানে।
এখন সঞ্জয় কহিলাম তব স্থানে।।
দুর্য্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ।
যতেক প্রতিজ্ঞা মম সব অকারণ।।
মোর হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে।
এই কথা বুঝাইয়া কহিবে কৌরবে।।
অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন।
যত দুঃখ পাইলাম আছে যে স্মরণ।।
এই সব দুঃখে অঙ্গ হতেছে দহন।
সেই সব দুঃখভরে সদা পোড়ে মন।।
সভামধ্যে দ্রৌপদীর অপমান কৈল।
দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল।।
সেই সব অগ্নিপ্রায় জ্বলিছে অন্তরে।
ধর্ম্ম আজ্ঞা দিলে যেত শমনের ঘরে।।
রাজ্য ভাগ ছাড়ি দিতে বলিও আমারে।
নতুবা সবংশে নিজে যাবে ছারখারে। ।
এরূপে কহিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন কর্ণিআদি যত কুরুগণে।।
এত বলি নিবর্ত্তিল পবন- তনয়।
বলেন সঞ্জয় প্রতি তবে ধনঞ্জয়।।
কহিবে অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার।
তোমা বিদ্যমান দুঃখ পাইনু অপার। ।
কৌরবের পতি তুমি, কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি।।
আমার বিভাগ রাজ্য দেহ অবিকল।
অল্প হেতু জ্ঞাতিবধে নাহি কোন ফল।।
তুমি যদি আজ্ঞা কর আমারে রাজন।
আপনার রাজ্য গিয়া লই এইক্ষণ।।
তবে যদি দ্বন্দ্ব করে মূর্খ দুর্য্যোধন।
আমি দ্বন্দ্ব কদাচ না করিব রাজন।।
সমর করিলে তবু প্রাণে না মারিব।
আজ্ঞা কর যদি, তারে বান্ধিয়া রাখিব।।
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
তব হিত হেতু রাজা কহি যে তোমারে।।
এইমত যদি নাহি কর কদাচিত।
তব হিত হেতু রাজা কহি যে তোমারে।।
এইমত যদি নাহি কর কদাচিত।
বংশের সহিত তবে মজিবে নিশ্চিত।।
এইরূপে মম কথা কহিবে অন্ধেরে।
না শুনিলে পুনরপি কহিবে তাঁহারে।।
বাতাপি পক্ষীর কথা শুনেছি কথন।
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র তব আচরণ।।
মুখেতে সৌজন্য কথা অন্তরেতে আর।
তোমার কপটে বংশ হৈবে ছারখার।।
এই শুনি ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে সঞ্জয়।
বাতাপি পক্ষীর কথা কহ মহাশয়।।
পক্ষিযোনি হয় হিংসা কৈল কি কারণ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয়, কহ বিবরণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

বাতাপি পক্ষীর ইতিহাস

অর্জ্জুন কহেন, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
তপস্যা করিতে যবে গেল খগমণি।।
করিয়া কঠোর তপ বিষ্ণু আরাধিল।
মনোনীত বর পেয়ে নিবর্ত্তি আসিল।।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতেতে আসে খগেশ্বর।
ঋষ্য নামে রাজা সেই গিরির ঈশ্বর।।
তার ভার্য্যা রূপবতী পরমা সুন্দরী।
সদা স্বামীসেবা করে পুত্র বাঞ্ছা করি।।
কতদিনে অপুত্রক মরে নরপতি।
স্বামীশোক শোকাকুলা ভার্য্যা গুণবতী।।
একাকিনী বনমধ্যে করেন ক্রন্দন।
ক্রন্দনের শব্দ শুনি বিনতা-নন্দন।।
কামরূপী বিহঙ্গম নানা মায়া জানে।
ধরিয়া মনুষ্যরূপ গেল তার স্থানে।।
দিব্যরূপে হইলেন দেবের লক্ষণ।
দেখি কামিনীর রূপ মোহে সেইক্ষণ।।
দৈব্যের নিবর্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
দেখিয়া কন্যার রূপ বিনতা-নন্দন।।
মদন মোহন বাণে হয়ে জর জর।
কন্যারে কহিল তবে বিনয় উত্তর।।
একাকী রোদন কর কিসের কারণ।
কার কন্যা তুমি, তব পতি কোন্ জন।।
নিজ পরিচয় মোরে কহ সুবদনি।
এত শুনি কহে কন্যা যুড়ি দুই পাণি।।
যক্ষবংশে জন্ম মম বিখ্যাত ভুবনে।
ঋষ্য নামে রাজা ছিল এইত কাননে।।
পুত্রবাঞ্ছা করি তপ করিল রাজন।
পুত্র না হইল, তাঁর হইল মরণ।।
রাজা হয়ে রাজ্য রাখে, বংশে কেহ নাই।
দুঃখানলে পুড়ে মন, কাঁদি আমি তাই।।
গরুড় কহিল, শোক না কর অন্তরে।
আজি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে।।
তোমাকে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে অঙ্গ করহ উদ্ধার।।
এত শুনি কহে কন্যা করি যোড়পাণি।
কৃপা যদি কৈলে তবে শুন খগমণি।।
শত পুত্র দান দেহ তোমার ঔরসে।
মহাবলবন্ত যেন হয়ত বিশেষে।।
কন্যার বচনে খগ অঙ্গীকার কৈল।
দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া আনন্দে করিল।।
কতদিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
এককালে শত ডিম্ব প্রসবিলা সতী।।
সুশীলা নামেতে তার আছিল সতিনী।
সেবাবশে পরিতুষ্ট হয়ে খগমণি।।
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল রমণ।
ঋতুযোগে গর্ভবতী হৈল সেইক্ষণ।।
দুইগুটি ডিম্ব সেই কন্যা প্রসবিল।
কত দিনে ডিম্ব দুটি ফুটিয়া উঠিল।।
সুশীলার গর্ভে হৈল যুগল নন্দন।
একজন অন্ধ হৈল দৈব নিবন্ধন।।
অন্ধক বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
মহাবলবন্ত হৈল দ্বিতীয় কুমার।।
মনষ্যের প্রায়, যেন পক্ষীর আকৃতি।
জটায়ু তাহার নাম রাখে খগপতি।।

রূপবতী পুত্র হৈল মহাবলধর।
তেজঃপুঞ্জ সুগঠন পরম সুন্দর।।
প্রধান পুত্রের নাম রাখিল কুবল।
তারে রাজা করিল গরুড় মহাবল।।
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে স্থাপিলা রাজ্যেতে।
কত দিনে গেল পক্ষী সুমেরু পর্ব্বতে।।
পবনের সহ তথা বিবাদ হইল।
বহুকাল খগেশ্বর তথায় রহিল।।
হেথা সব নাগগণ পেয়ে অবসর।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতেতে আসিয়া সত্বর।।
কুবল পক্ষীর রাজা, গরুর কোঙর।
তার সঙ্গে যুদ্ধ হৈল শতেক বৎসর। ।
শত ভাই সহ তারে করিল সংহার।
দেখিয়া অন্ধক পক্ষী করিল বিচার। ।
ভ্রাতৃসহ নিল নাগগণের শরণ।
অভয় তাহারে দিল যত নাগগণ।।
অন্ধকেরে রাজা করি স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
স্বগণ সহিত নাগ গেল পাতালেতে।।
কতদিনে খগেশ্বর আসিল তথায়।
পুত্রগণ মৃত্যু শুনি ক্রোধে কম্পকায়।।
সেই দোষে মারে বীর বহু নাগগণে।
ব্রহ্মা আসি শান্ত কৈল বিনতা-নন্দনে।।
জটায়ু ধার্ম্মিক হৈল তপস্বী আচার।
তাহার ঔরসে হৈল যুগল কুমার।।
শুক সারি নাম রাখে পক্ষীর প্রধান।
পরম সুন্দর হৈল মহাবলবান।।
অন্ধক-ঔরসে হৈল সহস্র কুমার।
মহাবলবন্ত হৈল, পক্ষীর আকার।।
প্রথম পুত্রের নাম বাতাপি রাখিল।
শুভক্ষণ দেখি তারে রাজ্যপথ দিল। ।
মহাবলবন্ত হৈল পক্ষীর প্রধান।
গরুড়-বংশের কথা অদ্ভূত আখ্যান।।
কোটি কোটি পক্ষী জন্মে তাহার ঔরসে।
সব জ্ঞাতিগণে পালে ধর্ম্ম-উপদেশে।।
অন্তরে কপট তার, কেহ নাহি জানে।
মহাবুদ্ধিমন্ত বলি সবে তারে মানে।।
চিন্তিয়া বাতাপি পক্ষী বলে মহাবলী।
সব নাগগণ সঙ্গে করিয়া মিতালি।।
তাহার আশ্বাসে মুগ্ধ নাগরাজ-বংশে।
নিরন্তর বলে ছলে পক্ষিগণে-হিংসে।।
শুক-সারি দুই ভাই ছিল বুদ্ধিমন্ত।
জানিল বাতালি পক্ষী জ্ঞাতিগণ অন্ত।।
এতেক চিন্তিয়া দোঁহে সত্বরে চলিল।
হিমাদ্রির তটে গিয়া তব আরম্ভিল। ।
করিয়া কঠোর তপ পূজি পঞ্চাননে।
মনোনীত বর পেয়ে ভাই দুই জনে।।
আসিয়া সকল শত্রু করিল বিনাশ।
কহিলাম তোমারে এ পক্ষী ইতিহাস।।
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র করে আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে সবংশেতে হইবে নিধন।।
অহিংসকে হিংসে যেই, দৈবে তারে হিংসে।
তার দোষে বাতি দিতে না থাকিবে বংশে।।
সঞ্জয় এতেক শুনি হৈল হৃষ্টমন।
কহিতে লাগিল পরে অন্য সর্ব্ব জন।।
সহদেবও নকুল বিরাট নৃপতি।
শিখণ্ডী, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি।।
কহিবে অন্ধেরে আমা সবা নিবেদন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য দেহ তা রাজন।।

www.bengaliebook.com

সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে পশ্চাতে।
সবংশে মজিবে রাজা, কহিনু নিশ্চিতে।।
এরূপে কহিল তথা যত বীরগণ।
সবারে সম্ভাষি তবে সূতের নন্দন। ।
মেলানি মাগিয়া ধর্ম্মে আরাহিয়া রথে।
গিয়া সব নিবেদিল অন্ধের সাক্ষাতে।।
শুনিয়া নৃপতি নাহি নহে ভাল মন্দ।
চিত্তেতে আকুল হয়ে সদা ভাবে অন্ধ।।
নমো প্রভু নীলমণি বনমালাধারী।
নমো ব্রহ্ম-অবতার দারুরূপ হরি।।
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
তাঁহার চরণ চিন্তি কহে কাশীদাস। ।

দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে রাজগণের আগমন ও যুদ্ধসজ্জা

রাজা জন্মজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
পরে কহ মুনি আর কি প্রসঙ্গ হৈল। ।
পাণ্ডবের রণে আসে কত বীরগণ।
কত সৈন্য সহ সাজে নিজে দুর্য্যোধন।।
মহা মহা বীরগণ কৌরব সহায়।
অল্প সৈন্য বলহীন পাণ্ডুর তনয়।।
কেবল সহায় মাত্র দেব নারায়ণ।
ব্রহ্মার সহায় যথা অদিতি নন্দন। ।
পাণ্ডবের পক্ষমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র দেখি।
ইন্দ্রের আশ্রয়ে যথা দেবগণ সুখী।।
উভয় কুলের হিত দেব নারায়ণ।
সহায় হলেন পাণ্ডবের কি কারণ।।
গোবিন্দেরে কেন নাহি বলে দুর্য্যোধন।
কহ কহ মুনিবর ইহার কারণ।।
মুনি বলে, শুন নৃপ শ্রীজনমেজয়।
দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জয়।।
সে হেতু কল্পনা করি জগৎ নিবাস।
দুর্য্যোধনে ছাড়িলেন করিয়া নিরাশ।।
চেদিবংশে ছিল যত যত রাজগণ।
যুদ্ধ হেতু দুর্য্যোধন লিখিল লিখন।।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চেদি-বংশপতি।
নব কোটি গজে সাজে, সাত কোটি রথী।।
সহস্র শতেক কোটি সাজে অশ্ববর।
পঞ্চ কোটি মল্ল সাজে, পদাতি বিস্তর।।
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল ধরণী।
সৈন্য কোলাহল শব্দ কর্ণে নাহি শুনি।।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় সূর্য্য আচ্ছাদিল।
কৌরবের সৈন্যসহ মিলিত হইল।।
ভগদত্ত রাজা আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য করিয়া সাজন।।
সহস্র শতেক কোটি অশ্ব আসোয়ার।
ষষ্টি কোটি মহারথী তার পরিবার।।
ছত্রিশ সহস্র কোটি সঙ্গে মত্ত হাতী।
চতুরঙ্গ দল সহ আসে নরপতি।।
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কাঁপে মহীধর।
মিলিত হইল কুরুসৈন্যের ভিতর।।
বৃহদ্বল রাজা আসে পাইয়া লিখন।
যতেক সাজিল সৈন্য কে করে গণন।।
পঞ্চষষ্টি সহস্র সঙ্গেতে মহারথী।
ষষ্টি শত সহস্র যে সঙ্গে মত্ত হাতী।।
পঞ্চদশ সহস্র যে সঙ্গে আসোয়ার।
তবকী তুরকী মল্ল পদাতি অপার।।

www.bengaliebook.com

নানা বাদ্য কোলাহলে কুরুদলে গেল।
শ্রুতমাত্র তদন্তরে কলিঙ্গ সাজিল।।
শত ভাই সহ আসে কলিঙ্গ নৃপতি।
সাজিল অসংখ্য সৈন্য রথী মহারথী।।
সহস্র শতেক কোটি কিরাত যবন।
ষষ্টি কোটি রথ সাজে, পত্তি অগণন।।
পঞ্চাশ সহস্র কোটি সাজে অশ্ববল।
নৃপতি কলিঙ্গ চলে চতুরঙ্গ দল।।
কৌরব-সৈন্যেতে আসি করিল মিলন।
নীলধ্বজ নৃপ তবে পেয়ে নিমন্ত্রণ।।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য ত্বরিতে আসিল।
সুশর্ম্মা নৃপতি তবে সংবাদ পাইল।।
চতুরঙ্গ দলে রাজা করিল সাজন।
পঞ্চকোটি রথী সাজে, পত্তি অগণন।।
দুই লক্ষ মত্ত গজ, তুরঙ্গ অপার।
চলিল সুশর্ম্মা রাজা সহ পরিবার।।
কৌরবের সঙ্গে আসি করিল মিলন।
আসিল ত্রিগর্ত্ত সঙ্গে সৈন্য আগণন।।
পঞ্চ ভাই সহ অসে ত্রিগর্ত্ত নৃপতি।
সাত কোটি রথী সঙ্গে, পঞ্চ কোটি হাতী।।
একাদশ কোটি তুরঙ্গম আসোয়ার।
চতুরঙ্গ দল সহ করে আগুসার।।
ক্ষেমবর্ত্তী রাজা আর রাজা অনুবিন্দ।
সুমন্ত্র নৃপতি আর রাজা জলসন্ধ।।
এইরূপে পঞ্চষষ্টি শত নরপতি।
রথ রথী গজ বাজি অসংখ্য পদাতি।।
কৌরবের দলে আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
সৈন্য-কোলাহল শব্দে পূরিল গগন।।
একাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিল।
দেখি দুর্য্যোধন চিত্তে সানন্দ হইল।।
অনুচরে আজ্ঞা দিল কৌরব তনয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়।।
বিচিত্র মন্দির পুর করিবে অপার।
ধান্য যব তণ্ডুলাদি রাখ উপহার।।
অশ্বশালা সারি সারি করিবে অপার।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে সবে কর আগুসার।।
একাদশ অক্ষৌহিণী রহিবার স্থান।
শীঘ্রগতি কুরুক্ষেত্রে করহ নির্ম্মাণ।।
রাজার আদেশ পেয়ে অনুচরগণ।
সেইক্ষণে কুরুক্ষেত্রে করিল গমন।।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি খনক আনিল।
গড়খাই নির্ম্মাইতে সবাকে কহিল।।
আজ্ঞা পেয়ে খনিবারে লাগে সেইক্ষণে।
যতেক রচিল গৃহ, না যায় লিখনে।।
নানা অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণ কৈল গৃহগণ।
যতেক সঞ্চিল দ্রব্য, না হয় লিখন।।
নির্ম্মাইয়া গড়খাই যত অনুচরে।
নিবেদন কৈল আসি কৌরব কুমারে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, তরে ভবতরি।।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি দান ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কথা

জন্মেজয় কহে, কহ শুনি তপোধন।
অতঃপর কি করিল ভাই পঞ্চ জন।।

www.bengaliebook.com

হেথা দুর্য্যোধন রাজা করিল সাজন।
তবে কিবা করিলেন পাণ্ডুর নন্দন। ।
কোন্ কোন্ রাজা হৈল সহায় তাঁহার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার।।
মুনি বলে, শুন নৃপবর জন্মেজয়।
হৃদয়ে চিন্তিলা তবে ধর্ম্মের তনয়।।
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ, না হবে খণ্ডন।
ভ্রাতৃগণে ডাক দিয়া কহেন বচন।।
শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ কৌরব কাহিনী।
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিণী। ।
আমার আছয়ে যত সৃহৃদ সুজন।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে কর আমন্ত্রণ।।
ভোজবংশে অন্ধবংশে যতেক নন্দন।
যদুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ।।
যথাযোগ্য সবাকারে লিখহ লিখন।
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে।।
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে।
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আদি করহ সঞ্চার।।
নানা অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ উপহার।।
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ইন্দ্রের নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্নে ডাকি তবে কহে সেইক্ষণ।।
আপনিও যাহ তথা, বিলম্ব না সয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়।।
সহস্র সহস্র সঙ্গে লহ অনুচর।
দিব্য গড়খাই রচ, আগার বিস্তর।।
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি।।
পূর্ব্ব-পিতামহ মম কুরু নৃপমণি।
ব্যাসমুখে শুনিলাম তাঁহার কাহিনী।।
একচ্ছত্র মহারাজ ছিলা ভূমণ্ডলে।
কুরুক্ষেত্র কৈল রাজা নিজ পুণ্যবলে।।
শুনি কহে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়া বিনয়।
ইহার বৃত্তান্ত কহ, শুনি ধনঞ্জয়।।
কোন্ পুণ্যবলে রাজা কুরুক্ষেত্র কৈল।
কোন্ দেব আরাধিয়া এ বর পাইল।।
অর্জ্জুন বলেন, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাধর্ম্মশীল ছিলা কুরু নৃপমণি। ।
বাহুবলে শাসিলেন সর্ব্ব ভূমণ্ডল।
একচ্ছত্র রাজা হৈল বলে মহাবল।।
নানা দান, নানা যজ্ঞ করিল রাজন।
কুরুর মহিমা গুণ বিখ্যাত ভুবন।।
এক দিন পিতৃগণ কহিল তাঁহারে।
মাংস-শ্রাদ্ধে তৃপ্ত কর আমা সবাকারে।।
পিতৃগণ আজ্ঞাকারী কুরু নরপতি।
মৃগয়া কারণে বনে গেলা শীঘ্রগতি। ।
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
আগুবাড়ি পাঠাইল মৃগ বহুতর।।
মৃগয়ান্তে শ্রান্ত বড় হইয়া রাজন।
জল অন্বেষণে রাজা ভ্রমে বনে বন। ।
জল নাহি পায় রাজা, তৃষ্ণায় পীড়িত।
দণ্ডক কাননে রাজা হৈল উপনীত।।
মুনির আশ্রম সেই অপূর্ব্ব কানন।
মনুষ্য অগম্য স্থল, অতি সুশোভন। ।
দিব্য সরোবর আছে বনের ভিতরে।
দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য ক্রীড়া করে।।
সেই সরোবরে রাজা হৈল উপনীত।
পরমা সুন্দরী কন্যা দেখি চমকিত। ।
বহুরূপা নামে কন্যা দেবের নর্ত্তনী।

www.bengaliebook.com

রূপেতে কনকলতা খঞ্জন-নয়নী।।
মুখরুচি শত শশী করিয়াছে শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক পুষ্প-আভা।।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, জিনি তিলফুল।
বঙ্কিম যুগল ভুরূ, কিবা দিব তুল।।
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল কামে অচেতন।।
নিকটেতে গিয়া রাজা জিজ্ঞাসে কন্যারে।
নিজ পরিচয় তুমি কহিবে আমারে।।
তোমার রূপের সীমা না যায় বর্ণনে।
তোমা সম রূপ গুণ না দেখি নয়নে।।
কিবা লক্ষ্মী, সরস্বতী হবে হরপ্রিয়া।
সাবিত্রী রুক্মিণী কিবা হবে সর্ব্বজয়া।।
কিবা নাগকন্যা হবে, তিলোত্তমা প্রায়।
নিজ পরিচয় কন্যা কহিবে আমায়।।
কন্যা বলে, শুন মম পূর্ব্বের কাহিনী।
বহুরূপা নাম মম পূর্ব্বের কাহিনী।।
বহুরূপা নাম মম ইন্দ্রের নর্ত্তনী।
পূর্ব্বজন্মে আমি রাজা ছিনু পক্ষিযোনি।
প্রভাসে বসতি ছিল, নাম সারঙ্গিণী।।
প্রমাথিক নামে বট প্রভাসের তীরে।
অদ্যাপি সে বৃক্ষ আছে বৃষ্টির গোচরে।।
তথা অবস্থিতি আমি করি বহুকাল।
কত দিনে বৃদ্ধকাল হইল জঞ্জাল।।
জরাতে আতুর তনু, ব্যাধিতে পীড়িল।
সেই বৃক্ষ উপরেতে মম মৃত্যু হৈল।।
মরিয়া শুকায়ে ছিনু বাসার ভিতরে।
বহুকাল ছিল বাসা বৃক্ষের উপরে।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
কত দিনে ঘোরতর বহিল পবন।।
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে।
উড়াইয়া ফেলিলেক প্রভাসের নীরে।।
পরশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি।।
দিব্যমূর্ত্তি ধরিলাম রূপেতে পদ্মিনী।
সেই পুণ্যে হইলাম ইন্দ্রের নর্ত্তনী।।
ইন্দ্রের সাক্ষাতে নৃত্য করি বারংবার।
একদিন পাপবুদ্ধি হইল আমার।।
সূর্য্যবংশে মহারাজ খট্টাঙ্গ আছিল।
যুদ্ধ হেতু ইন্দ্র তারে বরিয়া আনিল।।
অসুরগণের সহ কৈল মহারণ।
সবাকারে পরাজিল খট্টাঙ্গ রাজন।।
তুষ্ট হয়ে সভাতলে নিল ইন্দ্র তারে।
যত্নে করাইল নৃত্য আমা সবাকারে।।
খট্টাঙ্গ নৃপতি রূপে পরম সুন্দর।
তাঁরে দেখি হৃদে মম বিন্ধে কামশর।।
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন।
দেহি ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ।।
দেবলোক পেয়ে কর মনুষ্য আচার।
কিছুকাল কর নরলোকে ব্যবহার।।
সে কারণে নরপতি হেথায় বসতি।
বিরহিণী আছি সে, না মিলে যোগ্য পতি।।
ইহা শুনি হাসি হাসি বলে নৃপমণি।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী।।
চন্দ্রবংশে মম জন্ম, কুরু নাম ধরি।
সংসার মধ্যেতে হই আমি অধিকারী।।
তোমারে দেখিয়া মম মজিল আমার।
কামানলে দহে তনু করহ নিস্তার।।

www.bengaliebook.com

শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে।
এত শুনি কন্যা পুনঃ কহিল রাজারে।।
নিশ্চয় নৃপতি আমি করিব বরণ।
এক সত্য মম আগে করহ রাজন।।
আপনইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে বারণ নাহি কর মহারাজ।।
কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে।
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গীকার করে। ।
কন্যারে লইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নিরবধি কেলি করে অশেষ বিশেষে।।
একদিন পরপতি কহিল কন্যারে।
জল আনি শীঘ্রগতি দেহ ত আমারে।।
কন্যা বলে, এবে মম আছে প্রয়োজন।
মুহূর্ত্তেক রহ জল দিবত এখন।।
রাজা বলে, পিপাসাতে দহে কলেবর।
আমারে আনিয়া জল দেহ ত সত্বর।।
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা বলে বহু কুবচন।।
ক্রোধেতে করিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে।
গণিকার জাতি তুই, কি বলিব তোরে। ।
পুনঃ পুনঃ স্বামীবাক্য করিস হেলন।
স্ত্রীজাতি নহিলে তোর নিতাম জীবন।।
ইহা শুনি কন্যা হাসি বলিল রাজারে।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিলে, ছাড়িনু তোমারে।।
এইক্ষণে ত্যাগ করি যাব নিজস্থান।
এতেক বলিয়া কন্যা হৈল অন্তর্ধান।।
কন্যারে না দেখি রাজা আকুল জীবন।
কন্যার ভাবনা বিনা অন্যে নাহি মন।।
রাজপদে নাহি মতি, সচিন্তিত মন।
বিবাহ না করে রাজা, নবীন যৌবন।।
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সব বুঝায় রাজারে।
কি হেতু ভূপাল চিন্তা করিছ অন্তরে।।
বহুরূপা কন্যা সে ইন্দ্রের নাচনী।
ইন্দ্রশাপে হয়েছিল তোমার রমণী।।
শাপে মুক্ত হয়ে সেই গেল সুরপুরে।
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে।।
যদি তুমি সেই কন্যা ইচ্ছ নৃপবর।
ইন্দ্র দেবরাজ হয় সবার ঈশ্বর।।
নিয়ম করিয়া কর ইন্দ্র আরাধন।
তবে সেই কন্যা প্রাপ্ত হইবে রাজন।।
হস্তিনার উত্তরেতে সরস্বতী-তীরে।
উপবন আছে তথা তাহার উত্তরে।।
নিত্য আসি সুরধেনু চরে সেই বনে।
ইন্দ্র-আরাধনা কর সুরভি সেবনে।।
তবে পুনর্ব্বার তুমি পাইবে কন্যারে।
তত্ত্ব উপদেশ রাজা কহিনু তোমারে।।
এত শুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে।
বিধিমতে নরপতি ইন্দ্রে স্তুতি করে।।
করিল কঠোর তপ শাস্ত্রের বিহিত।
সুরভির সেবা রাজা কৈল যথোচিত।।
তুষ্টা হয়ে সুরধেনু বলে নৃপতিরে।
অভিমত বর রাজা মাগহ আমারে।।
তব প্রতি তুষ্ট রাজা হইলাম আমি।
মনোনীত বর যাহা, মাগি লহ তুমি।।
ইহা শুনি করযোড়ে কহে নৃপমণি।
যদি বর দিবে তুমি শুন গো জননি।।
বহুরূপা নামে কন্যা আছে সুরপুরে।
সেই কন্যা প্রাপ্তি যেন হয় ত আমারে।।

www.bengaliebook.com

স্বস্তি বলি বর তবে দিলেক সুরভি।
পাইবে সে কন্যা তুমি দেবরাজে সেবি।।
ইন্দ্রমন্ত্র পঞ্চাক্ষর দেই, রাজা লহ।
ইন্দ্রমন্ত্র জপি তুমি ইন্দ্রে আবাধহ।।
ত্রিরাত্রি জপিলে ইন্দ্র দিবে দরশন।
যে বাঞ্ছা করিবে রাজা পাইবে তখন।।
এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়ে।
হৃষ্টচিত্ত হৈল তবে রাজা মন্ত্র পেয়ে।।
ত্রিরাত্র জপিল মন্ত্র বসি একাসন।
প্রসন্ন হইল তবে সহস্রলোচন।।
সাক্ষাতে দেখিয়া ইন্দ্রে কুরু-নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়াকরে বহু স্তুতি। ।
তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বলিলেন মাগ বর।
এত শুনি বলে রাজা যুড়ি দুই কর।।
বহুরূপা নামে যেই তোমার নর্ত্তনী।
সেই কন্যা দেহ কৃপা করি সুরমণি। ।
ইন্দ্র বলে, যাহা ইচ্ছ, দিলাম তোমারে।
আর বর মাগ যদি বাঞ্ছহ অন্তরে।।
রাজা বলে, যদি আজ্ঞা কর পুরন্দর।
এই স্থান হয় যেন পুণ্য ক্ষেত্রবর।।
কুরুক্ষেত্র নাম হয়, পুণ্যক্ষেত্র সার।
ইথে যুদ্ধ করি যেই হইবে সংহার।।
ভূঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিতে তোমার।
এই বর আজ্ঞা কর দেব গুণাধার।।
ইন্দ্র বলিলেন, পূর্ণ তব মনস্কাম।
পুণ্যক্ষেত্র হৈল এই, কুরুক্ষেত্র নাম।।
এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতলিরে।
বহুরূপা কন্যা তুমি আনি দেহ এরে।।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কন্যা তথায় আনিল।
সেইক্ষণে নৃপ তারে বিবাহ করিল।।
অনেক যৌতুক তারে দিল সুরপতি।
অন্তর্ধান হয়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি।।
ইন্দ্রের বরেতে সেই পুণ্যক্ষেত্র হৈল।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল।।
তবে কন্যা লভি তথা হৈতে নরপতি।
হৃষ্ট চিত্ত গেল পরে আপন বসতি।।
মদগর্ব্বে সুরভিরে সম্ভাষ না কৈল।
সেই হেতু সুরধেনু নৃপে শাপ দিল। ।
এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর।
এত বলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর।।
এ সকল বৃত্তান্ত না শুনিল রাজন।
ইন্দুমতী লয়ে কেলি করে অনুক্ষণ। ।
পুত্র না হইল তার যুবাকাল গেল।
এত ভাবি রাজা তবে সচিন্তিত হৈল। ।
বহু দান যজ্ঞ তবে করিল নৃপতি।
পুত্র না হইল, রাজ চিন্তাকুল মতি।।
কুল-পুরোহিত যে বশিষ্ঠ তপোধন।
ভার্য্যা সহ তাঁর কাছে করে নিবেদন ।।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহু স্তুতি।
হৃষ্ট হয়ে দোঁহে আশ্বাসিল মহামতি।।
মনোনীত বর মাগি লহ দুই জনে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে। ।
ইহা শুনি রাণী সহ কহে নরপতি।
পুত্রবর আজ্ঞা মোরে কর মহামতি।।
তব বরদান মোরা হই পুত্রবান।
ইহা বিনা তোমারে না মাগি বর আন। ।
এত শুনি ধ্যানস্থিত হয়ে মুনিবর।
সুরভির শাপে অপুত্রক নৃপবর।।

www.bengaliebook.com

জানিয়া কারণ তার কহিল রাজারে।
হইবে অবশ্য পুত্রবান মম বরে।।
কিন্তু সুরভির শাপ আছয়ে তোমায়।
সে কারণে রাজা তব না হয় তনয়।।
অভিমানে পাতালেতে গেলেন জননী।
মম গৃহে আছে রাজা তাঁহার নন্দিনী।।
নিয়ম করিয়া সেবা করহ তাঁহার।
অচিরেতে পুত্র রাজা হইবে তোমার। ।
সম্বৎসর সেবা তাঁর কর নৃপমণি।
ভজুক দাসীর মত তোমার রমণী।।
তবে সে নৃপতি তুমি হবে পুত্রবান।
অমনি নন্দিনী ধেনু আসে বিদ্যমান।।
নন্দিনীরে কহি মুনি কহিল রাজারে।
হইবে তোমার কার্য্যসিদ্ধি মম বরে।।
এই নন্দিনীরে তুমি সেবহ রাজন।
এক সম্বৎসর রাজা করিয়া নিয়ম।।
মুনির বচনে রাজা সেবিল তাঁহারে।
নিয়ম করিয়া রাজা এক সম্বৎসরে।।
রাজার সেবনে গবী সন্তুষ্টা হইল।
জননীরে সাধি তার শাপান্ত করিল।।
শাপে মুক্ত হয়ে রাজা হৈল পুত্রবান।
দুই পুত্র জনমিল মহামতিমান।।
প্রথম পুত্রের নাম স্বয়ম্বর রাখে।
তাহা হৈতে কুরুবংশ বাড়িবারে লাগে।।
অবশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর।
ইন্দুমতী সহ গেল বনের ভিতর।।
সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্যগতি।
কহিনু তোমারে এই পূর্ব্বের ভারতী।।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি না কর বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ।।
হইবে দারুণ যুদ্ধ না হৈবে খণ্ডন।
কুলক্ষয় হেতু বাঞ্ছা কৈল দুর্য্যোধন।।
ইহা শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল হৃষ্টমতি।
বহু অনুচরগণ লইল সংহতি।।
দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া হৈল উপনীত।।
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
রচিল অদ্ভূত গড়খাই বিচক্ষণ।।
স্থানে স্থানে বিরচিল দিব্য দিব্য ঘর।
রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর।।
অশ্বশালা বিরচিল আর গজাগার।
নানা অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ করিল ভাণ্ডার।।
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আনাইলেন বিস্তর।
দুলক্ষ প্রহরী রাখে করি থরে থর। ।
নির্ম্মাইয়া গড়খাই আসিল সত্বর।
নিবেদন করিলেন রাজার গোচর।।
শুনি হৃষ্টমন হৈল ভাই পঞ্চ জন।
যুদ্ধ হেতু রাজগণে লিখিল লিখন।।
কারস্কর রাজা আর রাজা জয়সেন।
শিশুপাল পুত্র সহদেব সুলক্ষণ।।
কাশীরাজ সুষেণ ও সুমিত্র নৃপতি।
অঙ্গরাজ কারক্ষর সুধর্ম্মা প্রভৃতি।।
বাহলীক নৃপতি আর যতেক রাজন।
দূতমুখে শুনি পাণ্ডবের নিমন্ত্রণ।।
চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে এল।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিল।।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া মিলিল।
নানা বাদ্য-কোলাহলে পৃথিবী পূরিল।।

www.bengaliebook.com

সাত অক্ষৌহিণীপতি হৈল পঞ্চ জন।
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন।।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল সৈন্যগণে।
কোলাহলে মহাশব্দে, না শুনি শ্রবণে।।
কুরুক্ষেত্রে দুই দল সমানে রহিল।
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উলূককে দূতরূপে প্রেরণের মন্ত্রণা

মুনি বলে, শুন শুন রাজা জন্মেজয়।
তবে দুর্য্যোধন রাজা চিন্তিল হৃদয়।।
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ, পেয়ে সমাচার।
বরিবারে দূত পাঠাইল আগুসার।।
গোবিন্দেরে লিখিলেন সব বিবরণ।
কৌরব পাণ্ডবে হবে ঘোরতর রণ।।
উভয় কুলের হিত কুটুম্ব আপনি।
সে কারণে অগ্রে তোমা বরিলাম আমি।।
মহারণে হবে তুমি আমার সারথি।
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি।।
তবে মন্ত্রিগণ লয়ে কৌরবের পতি।
নিভৃতে বসিয়া যুক্তি করে মহামতি।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর সুবল-নন্দন।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত মন্ত্রিগণ।।
রাজা বলে, একমনে শুন সভাজন।
দুই কুল হিত হন দেব নারায়ণ।।
হইবে ভারত যুদ্ধ, না হবে খণ্ডন।
সম্বন্ধে সমান হন দেব জনার্দ্দন।।
দূত পাঠাইনু আমি বুঝিতে রহস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য।।
সে হেতু বুঝিব আমি কৃষ্ণ বলাবল।
পাণ্ডবের প্রিয় কিবা জানিব সকল।।
মম হিতাহিত কৃষ্ণ করে বা না করে।
পাঠাইনু দূত তাহা বুঝিবার তরে।।
ইহা শুনি কহে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
না বুঝিয়া দুত পাঠাইলে অকারণ।।
ত্রিভুবন জ্ঞাত, কৃষ্ণ পাণ্ডবের হিত।
তোমার স্বপক্ষ নাহি হবে কদাচিত।।
কর্ণ বলে, মম চিত্তে না লয় এ কথা।
পাণ্ডবের হিত কৃষ্ণ, জানি যে সর্ব্বথা।।
তোমার অহিত কৃষ্ণ, জানি নিজ মনে।
কি বুঝিয়া দূত পাঠাইলে তার স্থানে।।
যদি বা স্বপক্ষ তব হয় কদাচন।
কপট করিয়া নাশিবেক সর্ব্বজন।।
মুখেতে সুতৃপ্ত ভাষা, অন্তরেতে আন।
তোমার পরম শত্রু দেব ভগবান।।
কিন্তু বলভদ্র হয় তব প্রতি প্রীত।
তাঁহারে বরিতে যুদ্ধে হয়সমুচিত।।
তীর্থ যাত্রা করি ভ্রমে সেই বলরাম।
দূত পাঠাইয়া রাজা দেহ তাঁর স্থান।।
তোমার সহায় হবে দেব সঙ্কর্ষণ।
হেন মম চিত্তে লয় শুনহ রাজন।।
শকুনি বলিল, ভাল বলিলে যুকতি।
তোমার সহায় হবে রেবতীর পতি।।
মহাবলবন্ত রাম সংগ্রামে প্রচণ্ড।
দৃষ্টিমাত্রে পাণ্ডবের করিবেক খণ্ড।।

www.bengaliebook.com

রাজা বলে, যা কহিলে সখে সারোদ্ধার।
মম হিতকারী সেই রোহিণী-কুমার।।
কিন্তু তীর্থযাত্রা হেতু গেলা সঙ্কর্ষণ।
গোবিন্দেরে দূত পাঠাইনু সে কারণ।।
সম্বন্ধে বেহাই হয় দেব জগৎপতি।
মনে লয়, মম সঙ্গে করিবেন প্রীতি।।
দুঃশাসন বলে, মম মনে নাহি লয়।
পাণ্ডবের বড় প্রিয় দেবকী তনয়।।
তোমার সহায় নাহি হবে কদাচন।
না বুঝিয়া দূত পাঠাইলে কি কারণ। ।
ইহা শুনি কহিল, শকুনি দুরাশয়।
উভয় কুলের হিত দেবকী- তনয়।।
আপনি সহায় যদি না হন তোমার।
নারায়ণী সেনা তাঁর আছয়ে অপার।।
সেই সৈন্য হয় যদি তোমার স্বপক্ষ।
চিত্তে হেন লয়, জয় হইবে প্রত্যক্ষ।।
নারায়ণী সেনা তাঁর মহাবলবান।
সমরে অজেয় তারা দেবের সমান।।
সেই সৈন্য হয় যদি তোমার স্বপক্ষ।
চিত্তে হেন লয়ম জয় হইবে প্রত্যক্ষ।।
নারায়ণী সেনা তাঁর মহাবলবান।
সমরে অজেয় তারা দেবের সমান।।
সেই সৈন্য দেন যদি দেবকী কুমার।
কিবা প্রয়োজন কৃষ্ণে আছয়ে তোমার।।
এতেক সহায় হৈলে কি করিবে রণে।
জগতে বিখ্যাত আছে তার বীরপণে।।
জরাসন্ধ-ভয়ে যান মথুরা ত্যজিয়া।
সমুদ্রের কূলে গিয়া রহে লুকাইয়া।।
তারে রবি কোন্ কর্ম্ম হইবে তোমার।
তারে বারিবারে যুক্তি নহে মো সবার।।
রণে পলাইয়া যায় শৃগালের প্রায়।
হেন জনে বরিবারে মনে নাহি লয়।।
যেই জরাসন্ধ ভয়ে পলাইয়া গেল।
কর্ণ মহাবীর তারে সমরে জিনিল।।
কর্ণের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিবে পাণ্ডুর নন্দনে।।
ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে পাণ্ডব।
তথাপি কর্ণের হাতে পাবে পরাভব।।
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমান।
ইন্দ্র আদি দেব করে যাহার বাখান।।
ধনুর্দ্ধরগণে গণি ভৃগু-বংশপতি।
জগতে বিখ্যাত আর কর্ণ মহামতি।।
কর্ণের শতাংশ নাহি গণি নারায়ণে।
তারে তবে যুদ্ধে বরি কোন্ প্রয়োজনে।।
রাজা বলে, যুদ্ধ হেতু না বরিনু তারে।
আমার সারথি যেন হয় যে সমরে।।
সারথির যোগ্য হয় দেব নারায়ণ।
সারথি করিয়া তবে করিব বরণ।।
এত শুনি দ্রোণ কৃপ বলেন হাসিয়া।
হেন বাক্য মুখে রাজা আন কি বুঝিয়া।।
তোমার সারথি হবে দেব নারায়ণ।
অসম্ভব কথা এই নাহি লয় মন।।
পাণ্ডব-সহায় সেই দেব জগৎপতি।
কিমতে হবেন কৃষ্ণ তোমার সারথি।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, ইহা দূতকর্ম্ম নয়।
আপনি বরহ গিয়া দেবকী তনয়।।
সসৈন্যে দ্বারকাপুরী যাহ দুর্য্যোধন।
সাক্ষাতে বরিলে সেই মানিবে বচন। ।

www.bengaliebook.com

দুর্য্যোধন বলে, আগে শুনি দূতস্থানে।
কি বলয়ে আগে শুনি দেব নারায়ণে।।
হয় বা না হয় কৃষ্ণ আমার সারথি।
দূতমুখে পাইব যে ইহার ভারতী।।
বলাবল বুঝি কার্য্য করিব তখন।
নহে বা আপনি গিয়া করিব বরণ।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, ভাল কৈলে যুক্তি সার।
আপনি বরহ গিয়া দেবকী-কুমার।।
যাবৎ না বরে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সসৈন্যে দ্বারকা তুমি হও আগুসার।।
উভয় কুলের হিত দেব জগৎপতি।
সম্প্রীতি করিবে কৃষ্ণ বুঝি কার্য্যগতি।।
পিতার বচনে ক্রোধে বলে দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতি করিতে চাহ কোন্ প্রয়োজন।।
জীবন্তে পাণ্ডব সহ নাহি মোর প্রীত।
উচিত যে হয় তাহা, করহ বিহিত।।
বিদুর এতেক শুনি কহেন তখন।
বিপদ সময় জ্ঞান হারায় সুজন।।
আরে দুর্য্যোধন তোর হেন লয় মন।
তোমার সারথি হইবেন নারায়ণ।।
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি দেব যত জন।
উদ্দেশে যাঁহার করে চরণ সেবন।।
বার বার অবতার হয়ে জগন্নাথ।
করিলেন কোটি কোটি অসুর নিপাত।।
মৎস্য কলেবর ধরি দেব নারায়ণ।
দৈত্য মারি করিলেন বেদ উদ্ধারণ।।
কূর্ম্ম অবতার হয়ে শ্রীমধুসূদন।
করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণী ধারণ।।
অনন্তর ধরি কৃষ্ণ বরাহ আকৃতি।
হিরণ্যাক্ষে বধি উদ্ধারিলা বসুমতী।।
ধরিয়া নৃসিংহরূপ হইয়া প্রকাশ।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য করিলা বিনাশ।।
ধরিয়া বামনরূপ দেব নারায়ণ।
পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছলন।।
ভৃগুবংশে রামরূপে হয়ে অবতার।
নিঃক্ষত্রা করেন ক্ষিতি তিন সপ্ত বার।।
রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ।
হলধর বেশধারী আছেন এখন।।
পূর্ণব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ যদুমণি।
আগম পুরাণে যাঁর মহিমা বাখানি।।
হেন কৃষ্ণ সূতবৃত্তি করিবে তোমার।
হেন বাক্য না বুঝিয়া বল বারে বার।।
কিন্তু ভক্তিবশ হন দেব হৃষীকেশ।
ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন অশেষ।।
অভক্ত গোবিন্দে তুমি, বিখ্যাত জগতে।
তোমার সারথি কৃষ্ণ হবেন কিমতে।।
এইরূপে কহিলেন বিদুর সুমতি।
শুনি কিছু উত্তর না দিল কুরুপতি।।
সভা হৈতে উঠি রাজা গেল অন্তঃপুরে।
সব কুরুগণ গেল যে যাহার ঘরে।।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উলূকের গমন

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল কুরুর নন্দন।।
তবে দ্বারকায় দূত গেল কোন্ জন।
দূত মুখে শুনি কিবা নহে নারায়ণ।।

বিবরিয়া আমারে বলহ মুনিবর।
শুনিয়া তোমার মুখে জুড়াক অন্তর। ।
মুনি বলে, শুন শুন নৃপ জন্মেজয়।
উলূকেরে পাঠাইল কুরু মহাশয়।।
দুর্য্যোধন আদেশেতে যায় অনুচর।
শীঘ্রগতি চলি গেল দ্বারকা নগর।।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত।
দণ্ডবৎ করি পত্র দিলেন ত্বরিত।।
পড়িলেন পত্র কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
পঠনান্তে কহিছেন দূতেরে চাহিয়া। ।
দুই কুল হিত আমি বিখ্যাত ভুবন।
উভয় কুলের হিত চিন্তি অনুক্ষণ।।
দুর্য্যোধনে কহিবে যে বচন আমার।
ভাই ভাই বিরোধিয়া কি কার্য্য তোমার।।
তোমাতে অপ্রীত নহে পাণ্ডুর নন্দন।
গন্ধর্ব্বের হাতে তোমা রাখিল অর্জ্জুন।।
সভামধ্যে পূর্ব্বে যেই করিলে নির্ণয়।
তাহাতে হইল মুক্ত পাণ্ডুর তনয়।।
আপনি কহিলে তুমি সভা বিদ্যমান।
সত্য হৈতে মুক্ত হৈলে পাণ্ডুর সন্তান।।
পুনর্ব্বার আপনার পাবে রাজ্যধন।
তবে কেন কলহেতে করিতেছ মন।।
সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর, পাণ্ডুর তনয়।।
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে আপনে।
পশ্চাতে যাইব আমি সবা বিদ্যমানে।।
সারথির হেতু যাহা কহিলে আমারে।
করিব সারথিপণ তাঁহার গোচরে।।
কিন্তু আগে মোর পাশে বলে ধনঞ্জয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি, শুন মহাশয়।।
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে।
আপনি আসিবে হেথা আমারে বরিতে।।
আসিবে আমারে পার্থ করিতে বরণ।
পঞ্চম দিবসে হবে পার্থ আগমন।।
আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে।
তাহারি সারথ্য মম করিতে হইবে।।
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে বচন।
এত বলি দূতে পাঠাইল নারায়ণ।।
তবে যদুবল লয়ে দেব জগৎপতি।
গুপ্তভাবে পরামর্শ করে মহামতি।।
কৌরব পাণ্ডবে দোঁহে হবে মহারণ।
সে কারণে দুর্য্যোধন পাঠায় লিখন।।
পাণ্ডব আমারে পূর্ব্বে করিল বরণ।
দুই কুল হিত আমি, জানে জগজ্জন।।
কাহার স্বপক্ষ হৈব, করিব কেমন।
ইহার সুযুক্তি যাহা কহ সর্ব্বজন।।
ইহা শুনি কহিলেন যত যদুগণ।
কপটী কুবুদ্ধি খল রাজা দুর্য্যোধন।।
তাহার স্বপক্ষ হৈতে উচিত না হয়।
বিশেষে তোমার প্রিয় পাণ্ডুর তনয়।।
যদি বা বরিতে তোমা আসে দুর্য্যোধন।
তাহার সহায়ে দেহ কিছু সৈন্যগণ।।
কপট করিয়া তার কর উপকার।
আমা সবা চিত্তে লয়, এই ত বিচার। ।
যদুগণ-বাক্য শুনি দেব নারায়ণ।
শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন।।
দিব্য সিংহাসন এক করহ নির্ম্মাণ।
ইন্দ্রের আসন জিনি তাহার বাখান। ।

www.bengaliebook.com

নানারত্ন মাণিক্যেতে সুবর্ণ জড়িত।
প্রবাল মাণিক্য গজদন্তে বিরচিত। ।
সত্বরে রচিয়া দেহ আমার অগ্রেতে।
আজ্ঞামাত্র শিল্পিগণ লাগিল গঠিতে।।
তিন দিবসের মধ্যে গঠি সিংহাসন।
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল ততক্ষণ।।
পঞ্চম দিবস পরে দেব নারায়ণ।
বাহির মন্দিরে গিয়া করেন শয়ন।।
সংকীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে।
রত্ন-সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে।।
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়া বিস্তার।
অচেতনে নিদ্রা যান দেবকী-কুমার। ।
মহাভারতের কথা সুধা সম হয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়।।

উলূকের পত্যাবর্ত্তন ও দুর্য্যোধনের দ্বারকা গমন

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে যাহ তুমি তথা।।
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে।
সে কারণে নারায়ণ কহিলা আমারে।।
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে।
তার পক্ষ অবশ্যই মোরে হতে হবে।।
সমান সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণ।
দুই কুল হিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ।।
আর যে কহিল, তাহা শুন কুরুপতি।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পীরিতি। ।
পাণ্ডবের সহ বিরোধিতে নিষেধিল।
সব যদুগণে তাহে অনুমতি দিল।।
অল্পকার্য্যে কুলক্ষয় নাহি প্রয়োজন।
চিত্তে যাহা লয়, তাহা করহ রাজন। ।
এতেক দূতের বাক্য শুনি মহারাজ।
মুহূর্ত্তেকে যাত্রা কৈল না করিল ব্যাজ।।
অল্প সৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার।
দ্বারকা নগরে রাজা হইল আগুসার।।
দুর্য্যোধন উত্তরিল দ্বারকা নগরে।
সৈন্য সব রাখি গেল পুরের বাহিরে।।
একেশ্বর পুরে প্রবেশিল কুরুনাথ।
যেই গৃহে নিদ্রাগত আছে জগন্নাথ। ।
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অচেতনে নিদ্রা যান দেব নারায়ণ।।
দিব্য সিংহাসন দেখে কৃষ্ণের শিয়রে।
ভৃঙ্গারেতে জল আছে, দেখিল শিয়রে।।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
আমার মর্য্যাদা বেশ জানে নারায়ণ।।
না আসিতে আমি হেথা দিব্য সিংহাসন।
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন।।
পাদ্য অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার।
আমার সম্ভ্রম হেতু নানা উপচার।।
নিশ্চয় হইবে কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বসে কুরুপতি।।
পরে ধনঞ্জয় আসিলেন ভক্তি করি।
একাকী প্রবেশ করিলেন অন্তঃপুরী। ।
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে একে প্রণমিল যথাযোগ্য জনে।।
মাতুলগণেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথা হৈতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস। ।

www.bengaliebook.com

অচেতনে নিদ্রাগত আছে নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন।।
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখি চিত্তে চিন্তা করিলেন ধনঞ্জয়।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মাসনে। ।
কৃষ্ণের চরণপদ্ম চাপে ধীরে ধীরে।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে।।
বলিতে না পারে কিছু ভাবে মনে মন।
কুরুবংশে জন্মি করে হেন আচরণ।।
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন্ বা বড়াই এই দেবকী-কুমার।।
আমারে নাহিক ভয় নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে।।
অন্য হৈলে করিতাম এখনি সংহার।
বিশেষ আমার শত্রু জ্ঞাতি পাপাচার।।
এইরূপে মনে মনে নিন্দিছে রাজন।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ।।
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় অলস যেন সিংহাসনোপরি।।
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
উঠিয়া সম্মুখে দেখে কুন্তীর কুমার।।
আলিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল।
একে একে ধনঞ্জয় কহেন সকল।।
অবশেষে শ্রীগোবিন্দে কহে ধনঞ্জয়।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ হইবে নিশ্চয়।।
তেঁই যুধিষ্ঠির পাঠাইলেন আমারে।
সারথি করিয়া যুদ্ধে তোমা বরিবারে।।
রথের সারথি তুমি হইবে আমার।
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ করে অঙ্গীকার।।
শুনিয়া অর্জ্জুন হইলেন হৃষ্টমন।
পরে দেখিলেন কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধন।।
মান্য করি সম্ভাষেন উঠি নারায়ণ।
কি আনন্দ, আজি দেখি কৌরব-নন্দন। ।
কোন প্রয়োজনে হেথা কৈলে আগমন।
কি কার্য্য তোমার কহ, করিব সাধন।।
যদি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয়।
আমা হৈতে হয় যদি করিব নিশ্চয়।।
তব কার্য্যে প্রীত আমি, তব আজ্ঞাকারী।
যে আজ্ঞা করিবে, তাহা সাধিবারে পারি।।
সমান সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণ।
উভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণ।।
চন্দ্র সূর্য্য তেজে যথা নাহি ভিন্ন জ্ঞান।
সেইরূপে দুইকুল রাখিব সমান।।
উভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব সাধন। ।
ইহা শুনি বলে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
আগে দূতমুখে তোমা করিনু বরণ।।
তাহাতে করিলে অঙ্গীকার নারায়ণ।
যে জন আমারে আগে করিবে বরণ।।
তাহার স্বপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।
সে কারণে আসিলাম তোমার আলয়।।
বহুক্ষণ হৈল, আমি আসিয়াছি হেথা।
পশ্চাৎ আসিল হেথা পার্থ মহারথা। ।
তোমার সারথ্যগুণ বিখ্যাত ভুবনে।
ইন্দ্রের মাতলি সম শুনিনু শ্রবণে।।
মহাযুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি।
সে কারণে এই স্থানে আসি যদুপতি। ।

www.bengaliebook.com

ইথে মান অপমান নাহি যদুমণি।
অবধান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী।।
ত্রিপুর জিনিতে যবে যান শূলপাণি।
ব্রহ্মারে সারথি কৈল পরাক্রম জানি।।
ত্রিপুর-বিজয়ী শিব সারথির গুণে।
বৃহস্পতি সারথি যে ইন্দ্র-দৈত্যরণে।।
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরানন্দন।
স্বধর্ম্ম জানিয়া তবু করে সূতপণ।।
বৃহস্পতিরে সারথি করি বজ্রপাণি।
বৃত্রাসুরে মারিলেন, বিখ্যাত ধরণী।।
গোবিন্দ বলেন, তুমি কহিলে প্রমাণ।
আগে মোরে বরিয়াছে অর্জ্জুন ধীমান।।
আগে তুমি আসিয়াছ জানিব কেমনে।
আগে আমি অর্জ্জুনেরে দেখেছি নয়নে।।
সারথি করিয়া মোরে করিল বরণ।
ইহার উপায় কিবা কহ দুর্য্যোধন।।
ব্যতিক্রম করি যদি দুই কুল হিতে।
আমার কুযশ বহু ঘুষিবে জগতে।।
দশ দিন করি যদি পার্থের সারথ্য।
দশ দিন করি যদি তোমার সূতত্ব।।
এমত নিয়ম হলে উপহাস লোকে।
সে কারণে দুয্যোধন কহি যে তোমাকে।।
তুমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত।
তোমার মর্য্যাদা গুণ ঘোষে অপ্রমিত।।
কুরুবংশে যদুবংশে চেদি ভোজবংশে।
রবিবংশোদ্ভব যত রাজা অবতংশে।।
তব কার্য্যে হিত সবে তোমার শাসিতে।
তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে।।
তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ।
অগ্রেতে করিল পার্থ আমাকে বরণ।।
তীর্থযাত্রা হেতু যবে যান হলপাণি।
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব চরমুখে শুনি।।
যুদ্ধ করিবারে করিলেন নিবারণ।
খণ্ডিতে না পারি আমি তাঁহার বচন।।
আমা আদি করি সবে যত যদুগণ।
যুদ্ধ করিবারে মানা করিল তখন।।
উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইব।
রামের বচন কেহ লঙ্ঘিতে নারিব।।
করিব কেবল আমি মাত্র সূতপণ।
সে কারণে কহি আমি রাজা দুর্য্যোধন।।
নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত।
মম সম তেজবন্ত জগতে বিখ্যাত।।
মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার।
এক এক জন হয় সান আমার।।
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য সম জনে জন।
মহারথি মধ্যে গণি বিপক্ষে শমন।।
আমাকে ইচ্ছহ কিম্বা সেনা নারায়ণী।
নিশ্ছয় আমাকে কহ নৃপ-চূড়ামণি।।
ইহা শুনি দুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে।
কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হবে নিলে গোবিন্দেরে।।
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত।
করিব তুমুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাথ।।
একাকী ইহারে নিলে হবে কোন্ কাজ।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে কহে কুরুরাজ।।
আমার সহায় দেহ সেনা নারায়ণী।
আমারে সাহায্য এই কর চক্রপাণি।।
গোবিন্দ বলেন, রাজা যে ইচ্ছা তোমার।
শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈল কৌরব-কুমার।।

www.bengaliebook.com

নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন।
দেখিয়া অর্জ্জুন হৈল বিষন্ন বদন।।
জয় প্রভু জগন্নাথ, জয় চক্রধারী।
তোমার মহিমাগুণ কি বর্ণিতে পারি।।
শিষ্ট জনে পাল তুমি, দুষ্টেরে সংহার।
এই হেতু জগনআথ নাম যে তোমার।।
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
জগজ্জন হিতে তব অতুল প্রকাশ।।
অনুক্ষণ তোমার চরণে রহু নতি।
কাশীরাম দাস কহে মধুর ভারতী।।

নারায়ণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের হস্তিনায় প্রত্যাগমন

নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন।
নানাবাদ্য কোলাহলে মহা হৃষ্টমন।।
পথে শল্যরাজা সহ হৈল দরশন।
তাঁহার সহিত গিয়া করিল মিলন।।
শল্যেরে সম্ভাষ করি কহে দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ হেতু তোমা আমি করিনু বরণ।।
শল্য বলে, যেই আজ্ঞা তব মহাশয়।
তোমার স্বপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।।
কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ ভাগিনা আমার।
যাই আমি, তাহা সহ দেখা করিবার।।
দিবস অতীত বহু নাহিক মিলন।
দেকিয়া আসিব আমি পাণ্ডুপুত্রগণ।।
দুর্য্যোধন বলে, তথা কি কাজ তোমার।
নিকটে দেখিবে হেথা পাণ্ডুর কুমার।।
আমার স্বপক্ষ হৈলে কেন যাবে তথা।
দেখিলে না ছাড়ি দিবে ভীম মহারথা।।
সত্যবাদীগণ মধ্যে গণি যে তোমায়।
সত্যভ্রষ্ট হৈতে চাহ, বুঝি অভিপ্রায়।।
ইহা শুনি শল্য স্থির করিলেন মন।
সসৈন্যে সাজিয়া গেল সহ দুর্য্যোধন।।
আর যত রাজগণ মধ্যদেশে ছিল।
যুদ্ধ হেতু দুর্য্যোধন সবারে বলিল।।
একাদশ অক্ষৌহিণী করি সমাবেশ।
আপনার উপায় না গণিল বিশেষ।।
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন আশা করে হেন।
পাণ্ডবে জিনিয়া ত্বরা লবে রাজ্যধন।।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রনীতি করি কুরুপতি।
মাত্র মিত্র ভৃত্যগণ অমাত্য সংহতি।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য রাধার তনয়।
সোমদত্ত বীর ভূরিশ্রবা মহাশয়।।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ শকুনি সৌবল।
নৃপতি সুশর্ম্মা ভগদত্ত মহাবল।।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বিদুর সুমতি।
সভা করি বসি আছে কৌরবের পতি।।
সবারে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
মম মনস্কাম পূর্ণ হইল এখন।।
একাদশ অক্ষৌহিণী হইল সঙ্গতি।
সত কোটী মহারথী আমার সংহতি।।
আমারে জিনিতে পারে, কে আছে সংসারে।
অবহেলে পরাজিব পাণ্ডুর কুমারে।।
কর্ণের প্রতাপ সহে আছে কোন জনে।
একশ্বর পরাজিবে পাণ্ডুর নন্দনে।।
যত যত বীর আছে আমার অধীনে।
পাণ্ডবে জিনিতে পারে এক এক জনে।।

পাণ্ডবেরে ভয় কিবা আছয়ে আমার।
একাদশ অক্ষৌহিণী মম পরিবার।।
শুন পিতামহ ভীষ্ম মাতুল আচার্য্য ।
প্রাণপণে কর সবে আমার সাহায্য।।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত জানহ আপনে।
পাণ্ডবের উপোধ না করিহ মনে।।
উপরোধে পাণ্ডবেরা কভু না ক্ষমিবে।
কদাচিৎ উপরোধ তারে না করিবে।।
রাজার বচন শুনি কহে কুরুগণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ দুর্য্যোধন।।
কখন তোমার শত্রু না হয় পাণ্ডব।
কি কারণে দুর্য্যোধন কহ এত সব।।
মো সবার শক্তি যত করিব সর্ব্বদা।
না পারিব জিনিতে পাণ্ডব মহারথা। ।
দেবের অবধ্য বীর পাণ্ডুর নন্দন।
মহাযুদ্ধে বিশারদ, প্রতাপে তপন। ।
তাহারে জিনিবে হেন আছে কোন্ বীর।
বিশেষতঃ ধর্ম্ম-আত্মা রাজা যুধিষ্ঠির।।
ধর্ম্ম-অনুগত পার্থ ভীম মহাশয়।
দুই ভাই ধর্ম্মপ্রিয় মাদ্রীর তনয়।।
ধর্ম্মবলে বাহুবলে কেহ নহে ন্যূন।
কত বা তোমারে বুঝাইব পুনঃ পুনঃ। ।
তাহার পৈতৃক রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা দিয়া সবা সহ করহ পীরিত।।
ভাই ভাই বিরোধিয়া কিবা প্রয়োজন।
ইথে ক্ষত্রধর্ম্ম রাজা না করি গণন।।
হারিলে অখ্যাতি, নাহি জিনিলে পৌরুষ।
কুলক্ষয় হবে আর অধর্ম্ম অযশ।।
ধার্ম্মিক পুরুষ তুমি, এ কর্ম্ম না কর।
কদাচিৎ ভাই ভাই না কর সমর।।
ভাই সহ প্রীতিভাবে বঞ্চ নানা সুখ।
বিরোধ করিলে মনে পাবে বড় দুখ।।
বিপদ হইলে তব নাহি পরিত্রাণ।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি, কর অবধান।।
আছিল রাবণ রাজা ব্রহ্মবংশে জন্ম।
জ্ঞাতি বন্ধু ভাই সহ করিল অধর্ম্ম।।
কত দিনান্তরে রাম রঘুর নন্দন।
পিতৃসত্য পালিবারে প্রবেশেন বন। ।
অনুজ লক্ষ্মণ আর জানকী সহিতে।
বহু দিন রঘুনাথ থাকেন বনেতে।।
কালেতে কুবুদ্ধি হৈল রাবণ রাজার।
সীতারে হরিয়া নিল দুষ্ট দুরাচার।।
সেইকালে রঘুনাথ বীর-অবতরি।
সুগ্রীবে সহায় করি বেড়ে লঙ্কাপুরী।।
রাবণের ছোট ভাই সুবুদ্ধি সুমতি।
মহাধর্ম্ম আত্মা বিভীষণ মহামতি। ।
ধর্ম্ম-উপদেশ বহু বুঝাইল বাণী।
রাবণ না শুনে কথা অহঙ্কার মানি। ।
অহঙ্কার কার কথা মনে না ধরিল।
ভ্রাতাকে নিন্দিয়া কতশত গালি দিল।।
কুবাক্য বলিয়া করে চরণ- প্রহার।
সেই হেতু চিত্তে দুঃখ হইল অপার। ।
শ্রীরামের সহ আসি করিল মিলন।
শ্রীরাম অভয় তারে দিলেন তখন।।
রাবণে সবংশে মারি বীর রঘুমণি।
করিলেন উদ্ধার সে জনক-নন্দিনী।।
বিভীষণে রাজা করি আসিলেন দেশে।
পূর্ব্বের কাহিনী এই কহিনু বিশেষে।।

www.bengaliebook.com

সে কারণে ভাই ভাই দ্বন্দ্বে নাহি কাজ।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ।।
এইরূপ কহি তারে সব পরিবার।
মৌনভাবে রহে মন বুঝিবারে তার।।
দুর্য্যোধন বলে, করিয়াছে আমি সত্য।
অকারণে কেন এত বল নিত্য নিত্য।।
জীয়ন্তে পান্ডব সহ নাহি মম প্রীত।
বিধান করহ সবে ইহার বিহিত।।
এতেক বলিল যদি রাজ দুর্য্যোধন।
কেহ আর উত্তর না দিল মন্ত্রিগণ।।
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
অনুচরগণে রাজা করে আজ্ঞা দান।।
যুদ্ধ হেতু আয়োজন কর বহুতর।
রাজার আজ্ঞায় চর ধাইল বিস্তর।।
নানা অস্ত্রে পূর্ণ করে সকল ভাণ্ডার।
গদা খড়্গ ধনুর্গুণ দিব্য অস্ত্র আর।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পূণ্যবান।।

অর্জ্জুনের মনোদুঃখ শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধবাক্য

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল দুর্য্যোধনে।
দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জ্জুনের মনে।।
অর্জ্জুনের মন বুঝি কহেন শ্রীপতি।
কি হেতু হইলে সখা তুমি দুঃখমতি।।
নারায়ণী সেনা যত দিলাম উহারে।
সবে হত হইবেক তোমার প্রহারে।।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
এক দিন মোর পাশে কহে পিতৃগণ।।
বংশের তিলক তুমি পূর্ণ ব্রহ্মরূপে।
সকল সংসার এই তব লোমকূপে।।
তুমি বিষ্ণু, মহারূপ নর-অবতার।
আমা সবাকারে প্রভু করহ উদ্ধার।।
মগধ রাজ্যেতে জাত বরাহ আছয়।
তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয়।।
তবে তৃপ্ত হয় আমা সবাকার মন।
এইমত কহে মোরে যত পিতৃগণ।।
পিতৃগণ বাক্যে করিলাম অঙ্গীকার।
পুনরপি মোরে তাঁরা কহে আরবার।।
একাকী যাইবে তুমি বরাহ মারিতে।
এক জন সঙ্গে নাহি লবে কদাচিতে।।
যদি সেই দুষ্ট মাংস আনিবে নিশ্চয়।
আমা সবাকার তবে নহে পাপক্ষয়।।
পিতৃগণ-বাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া।
মগধ রাজ্যেতে আমি প্রবেশিনু গিয়া।।
জরাসন্ধ নৃপতির রক্ষী বনে ছিল।
অনুমানে চিহ্ন দেখি আমারে চিনিল।।
জরাসন্ধে আসি তারা কহে সমাচার।
সসৈন্যে সাজিয়া সেই আসে দুরাচর।।
একেশ্বর বেড়িলেক করি শত পুর।
সৈন্য কোলাহল শব্দ গেল বহুদূর।।
উপায় না দেখি আমি ভাবিনু তখন।
একেশ্বর বলে পরাজিব কত জন।।
দুরন্ত দুষ্কর সেই মগধের সেনা।
যত মরে, তত জীয়ে, না হয় গণনা।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি যুক্তি করি সার।
অঙ্গ বাড়াইনু যেন পর্ব্বত আকার।।

অঙ্গ হৈতে সেইক্ষণে হইল সৃজন।
দেখিতে দেখিতে নারায়ণী সেনাগণ।।
দশ সহস্র মহারথী অঙ্গেতে জন্মিল।
জরাসন্ধ সঙ্গে তারা সমর করিল।।
যুদ্ধে পরাভূত হৈল মগধ-রাজন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত সৈন্যগণ।।
তবে সেই বরাহেরে চক্রেতে প্রহারি।
আসিলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করি। ।
তুষ্ট হয়ে বলিলাম সেই সেনাগণে।
যেই বর ইচ্ছা কর, মাগ মম স্থানে।।
এত শুনি বলে নারায়ণী সেনাগণ।
যদি বর দিবে তবে দেহ নারায়ণ।।
ইতরের হাতে মৃত্যু মো সবার নয়।
তোমার সমান রূপে গুণে যেবা হয়।।
তার হাতে মৃত্যু যেন হয় সবাকার।
এই বর আজ্ঞা কর দেবকী কুমার।।
তা সবার বাক্য শুনি দিনু বরদান।
তবে আমি মনোমধ্যে করি অনুমান।।
মম সম রূপে গুণে কে আছে সংসারে।
বিনা ধনঞ্জয় বীর না দেখি কাহারে।।
অর্জ্জুনের হাতে হবে তোমা সবা ক্ষয়।
হইবে ভারত-যুদ্ধ, না হয় সংশয়।।
সে কারণে নারায়ণী সৈন্য যত জন।
দুর্য্যোধন প্রতি করিলাম সমর্পণ।।
তব হস্তে হত হবে যত সৈন্যগণ।
এত বলি মায়া দেখাইল নারায়ণ।।
কাহার মস্তক নাহি কবন্ধের প্রায়।
দেখিয়া অর্জ্জুন চিত্তে মানেন বিস্ময়।।
তবে কৃষ্ণে ধনঞ্জয় কহে যোড়করে।
তোমার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে।।
মায়ার পুত্তলী তুমি কত মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান।।
তোমার সহায়ে কিবা মম আছে ভয়।
মারিব কৌরবগণে, নাহিক সংশয়।।
জানিলাম এখন যে যুদ্ধে হবে জয়।
যখন হইলে তুমি আমার সহায়।।
তোমার সহায়ে ইন্দ্র জয়ী ত্রিভুবনে।
তোমার সহায়ে দণ্ড ধরয়ে শমনে।।
তোমার সহায়ে সৃষ্টি করে প্রজাপতি।
তোমার সহায়ে শিব সংহার-মূরতি।।
সেই প্রভু হলে তুমি আমারে সদয়।
ত্রিভুবন মধ্যে মম আর কারে ভয়।।
অর্জ্জুনের বাক্যে হাসি কন নারায়ণ।
না বুঝিয়া পার্থ আমা করিলে বরণ। ।
আমি যুদ্ধ না করিব, নিবারিল রাম।
কার শক্তি রামের বচন করে আন।।
কৌরবের পক্ষে আছে বহু যোদ্ধাপতি।
একেশ্বর কি করিতে আমার শকতি।।
এত শুনি হাসি হাসি কহে ধনঞ্জয়।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ মহাশয়।।
এ তিন ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতি।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জগৎপতি।।
তুমি সৃষ্টি পাল, তুমি করহ সংহার।
তোমার বিভূতি বুঝে সামর্থ্য কাহার।।
বিঞ্চৎ জানেন মাত্র দেব পঞ্চানন।
মৃত্যু বলি একরূপ ধর নারায়ণ।।
কোন অল্পমতি হয় কৌরব- তনয়।
সহস্র কৌরবে মম আর নাহি ভয়।।

www.bengaliebook.com

এক্ষণে যে কহি, তাহা শুন দিয়া মন।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা তথা যাইতে আপন। ।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি।
সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি।।
বিরাট নগরে যান অর্জ্জুন সহিত।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রীত।।
যদ্যপি গোবিন্দ বন্ধ পাণ্ডবের মনে।
তথাপি বসিতে দেন রত্ন-সিংহাসনে। ।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত-আখ্যান।।
যে বা পড়ে, যে বা শুনে, করায় শ্রবণ।
তাহারে প্রসন্ন হন দেব নারায়ণ।।
এই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।।
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।।

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি ও নমুচি দানবের উপাখ্যান

তবে জন্মেজয় রাজা জিজ্ঞাসে মুনিরে।
কহ শুনি, কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে।।
পাণ্ডবের দূত হয়ে দেব জগৎপতি।
কিরূপে বুঝাইলেন কৌরবের প্রতি।।
কৃষ্ণের বচন নাহি শুনে দুর্য্যোধন।
কিরূপে ভারতযুদ্ধ হৈল আরম্ভণ।।
কহিবে সে সব কথা করিয়া বিস্তার।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের কুমার।।
পাণ্ডব-সভায় আসিলেন নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।।
গোবিন্দে দেখিয়া ধর্ম্ম মহাহৃষ্ট মনে।
নিভৃতে করেন যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন নারায়ণ।
হইবে ভারত-যুদ্ধ, না হবে খণ্ডন। ।
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি সে করিবে প্রলয়।
যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়।।
ক্ষত্রগণ অস্ত যাবে, পৃথ্বী হহস্বামী।
সে কারণে মনে যুক্তি করিয়াছি আমি।।
জ্ঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় চক্ষে দেখা কভু যোগ্য নহে।।
দূতমুখে দুর্য্যোধনে কহি পুনঃ পুনঃ।
কদাচিৎ ছাড়িয়া না দিবে রাজ্যধন। ।
পূর্ব্বে যে নিয়ম করিলাম পঞ্চ জনে।
ধর্ম্ম হৈতে মুক্ত হইলাম এইক্ষণে।।
তাপস বেশেতে ভ্রমি কাননে কাননে।
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে দুর্য্যোধনে।।
অজ্ঞাত বৎসর এক থাকি পরবশে।
রাজপুত্র হয়ে পার্থ ভ্রমে ক্লীববেশে।।
এত দুঃখ দিয়া ক্ষান্ত না করিল মন।
সমুচিত রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন।।
যাবৎ শরীরে প্রাণ থাকিবে তাহার।
তাবৎ ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে আমার।।
বহু কষ্টে পারি যদি করিতে সংহার।
তবে রাজ্য ধন সেই লব পুনর্ব্বার।।
হেন রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কিবা কাজ হবে বল মারি জ্ঞাতিগণ। ।
এই হেতু চিত্তে আমি সব ক্ষমা দিব।
তব আজ্ঞা হৈলে পুনঃ বনবাসে যাব। ।

তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি বনে বন।
ভুঞ্জুক সকল রাজ্য রাজা দুর্য্যোধন।।
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
আপ্ত বন্ধু সব আর যত জ্ঞাতিকুল। ।
এ সকল সংহারির রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজপদে সুখ না করিব চিত্তে। ।
না যুঝি প্রবৃত্ত হব বীর্য্য অহঙ্কারে।
যদি বা না পারি কৌরবেরে জিনিবারে।।
সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয়।
এই হেতু মম চিত্তে হইতেছে ভয়।।
যে বা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আজন্ম দুঃখেতে গেল, কি করিবে রণ।।
বলহীন দেহ, শুধু আছে আত্মমাত্র।
কৌরব সম্মুখে হবে নাহি মানে চিত্ত।।
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আর সত্যবাদী।।
এই সব বীর আছে আমার সহায়।
ইহারা বা কি করিবে কৌরব দুর্জ্জয়।।
কৌরবের পক্ষে আছে বহু বীরগণ।
এক এক জন হয় দ্বিতীয় শমন।।
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা নৃপতি।।
মহারথ মহামতি সবে মহাবল।
শত ভাই দুর্য্যোধন আর বৃহদ্বল।।
শল্য মহাবীর আর রাধার নন্দন।
এ সকল বীর হয় দ্বিতীয় শমন।।
যুদ্ধে কাজ নাহি মম, না পারিব জানি।
বনবাসে যাব, আজ্ঞা কর চক্রপাণি। ।
ইহা শুনি হাস্যমুখে কহে নারায়ণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বলহ রাজন।।
চিরজীবী নাহি কেহ সংসার ভিতরে।
জন্মিলে অবশ্য যায় শমনের ঘরে।।
ক্ষত্রধর্ম্ম নীতি তব নাহিক রাজন।
সন্ন্যাস ধর্ম্মের মত তব আচরণ।।
রাজধর্ম্ম নীতি কিছু কহিব তোমারে।
পূর্ব্বেতে নিষ্পন্ন যাহা হইল বিচারে।।
রাজা হয়ে ক্ষমাবন্ত না হবে কখন।
অতি উগ্র না হইবে, সদা শান্তমন। ।
ক্ষত্রমধ্যে যেই জন হয় বলবান।
অহঙ্কারে জ্ঞাতি বন্ধু করে তৃণজ্ঞান।।
ক্ষত্রমধ্যে শত্রু আমি গণি যে তাহারে।
তাহারে করিবে নষ্ট যে কোন প্রকারে।।
বলে ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পারিবে।
অবশ্য তাহারে রাজা সংহার করিবে। ।
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি শুন নরবর।
সেই সব দুর্য্যোধন করিল পামর।।
তাহারে মারিলে নাহি পাপের উদয়।
জ্ঞাতিমধ্যে শত্রু সেই মহা দুরাশয়।।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি, শুন দিয়া মন।
নমুচি দানব সেই কশ্যপ নন্দন।।
এক পিতা হৈতে হৈল দোঁহার জনম।
ইন্দ্রের বৈমাত্র ভাই বিখ্যাত ভুবন।।
তপোবলে দেবরাজে করে পরাজয়।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব জিনি নিল দুরাশয়।।
ইন্দ্রের অমরাবতী বলেতে হরিল।
উপায় না দেখি ইন্দ্র চিন্তিত হইল।।
নমুচির সঙ্গে যুদ্ধে হইয়া পরাস্ত।
পলাইল দেবসেনা হয়ে ব্যতিব্যস্ত। ।

www.bengaliebook.com

পরাজয় মানি ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমে সকল ভুবন। ।
পুত্রগণ কষ্ট দেখি দেবের জননী।
ক্ষীরোদের কূলে আরাধিল পদ্মযোনি।।
প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মা বর দিল তাঁরে।
অচিরেতে পাবে রাজ্য তোমার কুমারে।।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল পদ্মাসন।
পুত্রগণে দেবমাতা বলেন তখন।।
জননীর বাক্যে ইন্দ্র আদি দেবগণ।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ।।
বিষম সঙ্কটে দেব করহ মোচন।
নমুচির ভয় হৈতে করহ তারণ।।
পিতামহ সুপ্রসন্ন হয়ে দেবগণে।
সান্ত্বনা করেন সবে প্রবোধ বচনে।।
অসময়ে কার্য্যাসিদ্ধি কভু নাহি হয়।
শাস্ত্রেতে বিচার হেন করিল নির্ণয়।।
জ্ঞাতিমধ্যে রিপু শ্রেষ্ঠ যেই মহাবলী।
তাহার সংহার হেতু হৃদয়ে আকুলি।।
বলে ছলে নমুচিরে করিবে নিধন।
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি হইবে কখন।।
ব্রহ্মার বচন শুনি দেব সুরপতি।
নমুচির সঙ্গে আসি করিল পীরিতি।।
হীন জন প্রায় হয়ে তাহারে সেবিলি।
নমুচির সহ ইন্দ্র মিত্রতা করিল। ।
এইরূপে কত দিন আছে সুরনাথ।
করিল সুদৃঢ় প্রীতি নমুচির সাথ।।
কত দিনে শুভকাল ইন্দ্র তবে পায়।
মারিতে দৈত্যেরে ইন্দ্র করিল উপায়।।
কৌশল করিয়া ইন্দ্র নমুচি মারিল।
আপন ইন্দ্রত্ব পদ পুনরপি নিল।।
ক্ষত্রধর্ম্মে এইমত আছয়ে নিয়ম।
পূর্ব্বাপর আছে ইহা না কর সম্ভ্রম।।
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার বড় দুরাচার।
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক তোমার। ।
নমুচিরে মারি ইন্দ্র সুখে রাজ্য করে।
কৌরব মারিতে কেন পড়িলে বিচারে।।
কৌরবে মারিয়া তুমি সুখে রাজ্য কর।
দ্রৌপদীর মনঃশল্য উদ্ধার সত্বর।।
কহিলাম হিতবাক্য তোমারে রাজন।
এত বলি প্রবোধিলা দেব নারায়ণ।।
ধর্ম্মের ঘুচিল ভয়, আনন্দিত মন।
তবে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ।।
একে একে নৃপতিরে কহে বিবরণ।
উদেযাগ করহ রাজা করিবারে রণ।।
কৃষ্ণের বচনে রাজা না কর সংশয়।
কৌরবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয়।।
বিনা দ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে নহে পাপের কারণ।।
আমরা সহায় সব, কারে কর ভয়।
আজ্ঞা কৈলে সংহারির কৌরব তনয়।।
সহায় সর্ব্বস্ব তব দেব জগৎপতি।
ইহার প্রসাদে জয় হবে নরপতি।।
রাজা বলে, যে কহিলে কভু নহে আন।
সহায় সর্ব্বস্ব মম দেব ভগবান।।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তথাপিহ চাহে লোক ধর্ম্মেতে তরিতে।।
অন্য দূত-কর্ম্ম নহে, কহি সে কারণ।
কুরুসভা মধ্যে যাও দেবকী নন্দন। ।

www.bengaliebook.com

নীতি ধর্ম্ম কহি জ্ঞান দেহ দুর্য্যোধনে।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দনে।।
প্রথমে কহিবে অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে।
ধন জন রত্ন যেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে।।
পূর্ব্বাপর অধিকার ছিল মম যত।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডব সহিত।।
যে নিয়ম হয়েছিল, তাহে হৈল পার।
তবে কেন রাজ্য ছাড়ি না দেহ আমার।।
নাহি দিলে ধর্ম্মে বল কেমনে তরিবে।
ভাই ভাই যুদ্ধ হৈলে, কিবা ফল হবে।।
জ্ঞাতিগণ মরিবেক আর বন্ধুগণ।
মহাযুদ্ধ হবে সর্ব্ব কুল বিনাশন।।
সে কারণে এই কার্য্যে নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন।।
এরূপে কহিবে আগে কথা বহুতর।
তবে যদি কদাচ না শুনে কুরুবর।।
তবে সে কহিবে তারে করিয়া বিনয়।
বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয়।।
রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ।।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ।
সাগর অবধি রাজ্য সকল ভুঞ্জহ।।
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর।
হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর।।
পাণ্ডব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে।
এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চ জনে।।
এইরূপে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে।।
আপনার দোষ দুষ্ট হইবে নিধন।
ইথে পাপ কলঙ্ক না হয় নারায়ণ।।
অধর্ম্ম করিলে পাপ হইবে আমার।
লোকে ধর্ম্ম ভাল মন্দ নহিবে বিচার।।
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি কৌরব- আলয়।।
গোবিন্দ বলেন, রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
হয়ত উচিত একবার জানিবার।।
যদ্যপি সম্প্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন।
দুই কুল রক্ষা হয়, জীয়ে জ্ঞাতিগণ।।
ভীমার্জ্জুন বলেন, না লয় ইহা মন।
সম্প্রীতে যে রাজ্য দিবে দুষ্ট দুর্য্যোধন।।
তাহাতে রাধেয় কর্ণ মন্ত্রী দুরাচার।
গান্ধার নন্দন দুঃশাসন দুষ্ট আর।।
এ তিন জনের বুদ্ধি লয়ে দুর্য্যোধন।
আমা সবা সঙ্গে নাহি করিবে মিলন।।
তথাপিহ যাহ তুমি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
সাবধান হয়ে দেব যাবে হস্তিনায়।।
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী খল রাজা দুর্য্যোধন।
একেশ্বর পেয়ে পাছে করে বিড়ম্বন।।
সে কারণে লহ সঙ্গে মহারথিগণ।
এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন।।
গোবিন্দ বলেন, মম ভয় আছে কারে।
শত দুর্য্যোধন মম কি করিতে পারে।।
তবে যদি প্রবর্দ্ধিত হয় অহঙ্কারে।
মুহূর্ত্তেকে চক্রে সংহারিব সবাকারে।।
বাতি দিতে না রাখিব কৌরবের গণে।
সবংশে মারিব সেই দুষ্ট দুর্য্যোধনে।।
এত বলি গোবিন্দ করিলেন প্রস্থান।
রথী দশ সহস্র লইয়া ধনুর্ব্বাণ।।

www.bengaliebook.com

সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
দুই লক্ষ পদাতিক সঙ্গে বলবান।।
বলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভাই পঞ্চ জন।
বিষম সঙ্কটে ভ্রমিলাম বনে বন।।
তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
সান্ত্বাইবে মায়ে, যেন নহে দুঃখমন।।
শুনিয়া গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার।
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিছে আবার।।
শুনহ দুঃখের কথা কমললোচন।
বড়ই নিষ্ঠুর শত্রু পাপী দুর্য্যোধন।।
এত কষ্ট দিয়া নহে শান্ত তার মন।
কদাচ না রাজ্য ছাড়ি দিবে দুর্য্যোধন।।
যত দুঃখ দিলেনক সে, জানহ বিশেষ।
সভামধ্যে ধরি দুষ্ট আনে মোর কেশ।।
বিবস্ত্র করিতে ইচ্ছা কৈল দুষ্টগণ।
ধর্ম্ম রক্ষা করিল যে, তেই সে মোচন।।
হেন জন মুখ প্রভু চাহ দেখিবারে।
তব বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে। ।
তার সঙ্গে প্রীতি করি কিবা হবে হিত।
সবংশে মারিতে তারে হয়ত উচিত।।
তোমার আশ্রয়ে দেব কেবা বীর্য্যহত।
সবাই যুঝিবে দেব তোমার সম্মতি।।
পিতা মম যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
যুঝিবেন সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।।
শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান।
পঞ্চ ভাই যুঝিবেন রণে সাবধান।।
মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব যুদ্ধে অভিমন্যু বীর।।
ভোজবংশে মৎস্যবংশে যত বীরগণ।
এক এক জন হয় দ্বিতীয় শমন।।
কৌরবেরে পরাজয় করিবে সমরে।
কোন প্রয়োজনে প্রভু যাহ তথাকারে।।
স্বপ্নে আজি দেখিলাম শুন মহাশয়।
রথেতে চড়িয়া রণে পাণ্ডুর তনয়।।
রাক্ষস মূরতি ধরি বীর বৃকোদর।
দুঃশাসনে ধরি রণে চিরিল উদর।।
রক্তপান করি বুলে, দেখিনু নয়নে।
ধবল কুঞ্জর চড়ি মাদ্রীর নন্দনে। ।
কৌরবের সহ যেন হৈল মহারণ।
ধবল পুষ্পের মালা পরে পঞ্চ জন।।
শ্বেত কৃষ্ণ আরো যত বর্ণ ছত্র বাণ।
কৌরবের সেনা করে রক্ত জলে স্নান।।
স্রোতোধারে মহাবেগে রক্তনদী বয়।
সাক্ষাতে দেখিনু এই স্বপ্ন মহাশয়।।
কৌরবের পরাজয়, পাণ্ডবের জয়।
গোবিন্দ বলেন, দেবি যে বল সে হয়।।
শত্রুমধ্যে যাইবারে উচিত না হয়।
তথাপি যাইব আমি রাজার আজ্ঞায়।।
বুঝাইব নীতিধর্ম্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
মৃত্যুকালে ঔষধ না খায় রোগীজনে। ।
কদাচিৎ মম বাক্য না শুনিবে কানে।
সবংশে যাইবে দুষ্ট শমনের স্থানে।।
অচিরেতে হবে তব দুঃখ বিমোচন।
হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন।।
এত বলি সান্ত্বাইল দ্রুপদ কন্যায়।
শুভযাত্রা করি হরি যান হস্তিনায়।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, সাধুজন প্রিয় কর্ণ ভরি।।

www.bengaliebook.com

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় আগমণ সংবাদে কৌরবগণের পরামর্শ

মুনি বলে, শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
বিদুর আসিয়া অন্ধে কহেন কাহিনী।।
হস্তিনায় আসিবেন আপনি শ্রীপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে ধর্মশাস্ত্র নীতি।।
সকল মঙ্গল রাজা হইবে তোমার।
সে কারণে শ্রীগোবিন্দ করে আগুসার।।
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম হইল উদয়।
সম্প্রীতি করিল কৃষ্ণ, হেন মনে লয়।।
সাবধানে মহারাজ পূজিবে কৃষ্ণেরে।
ত্যজিয়া কাপট্য শাঠ্য না করি অন্তরে।।
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ, জানহ আপনে।
ভক্তিভাবে কৃষ্ণপূজা করহ যতনে।।
উভয় কুলের হিত চিন্তে নারায়ণ।
তোমার সভায় আসিবেন সে কারণ।।
সুমেরু সমান রত্ন অসংখ্য কাঞ্চন।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে কর নিবেদন।।
তাহাতে নহেন প্রীত দেব দামোদর।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর।।
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে।
বিষম সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তারে।।
নররূপে পূর্ণব্রহ্ম আদি নারায়ণ।
সাবধান হয়ে তাঁরে পূজিবে রাজন।।
ইহা শুনি ধৃতরাষ্ট্র সানন্দ হৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু হৈল অতিশয়।।
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিল বচন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হইল এখন।।
কুলক্ষয় হবে বলি জানি জগন্নাথ।
সে কারণে আসিবেন আমার সাক্ষাৎ।।
আমার ভাগ্যের কথা বলিতে না পারি।
প্রীতি করিবারে হেথা আসিবেন হরি।।
শ্রীকৃষ্ণের মতি হয় কুমতি নাশিনী।
দুর্য্যোধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি।।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর দুর্য্যোধনে।
ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সদনে।।
দেখি তারা কিবা বলে করিয়া বিচার।
কিরূপে পূজিতে যুক্তি দেয় সে আবার।।
শুনিয়া বিদুর তবে গেল সেইক্ষণ।
ডাক দিয়া আনাইল যত বিজ্ঞজন।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সুবল-নন্দন।
আজ্ঞামাত্রে আনাইল যত সভাজন।।
সভাতে বসিল সবে সিংহ অবতার।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকা-কুমার।।
মম মনস্কাম পূর্ণ হৈল এতদিনে।
উভয় কুলের হিত চিন্তা করি মনে।।
রাজা দুর্য্যোধনে ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে।
কৃষ্ণ আসিছেন এই হস্তিনা পুরীতে।।
কিরূপে পূজিব কৃষ্ণে, বলহ আমারে।
ইহার বিধান কিবা বলহ বিস্তারে।।
ইহা শুনি কহে ভীষ্ম গঙ্গার তনয়।
তোমার পূন্যের বলে হইল উদয়।।
অকপটে পূজা কর আনন্দে তাঁহারে।
বিভব বিস্তর দিয়া রাজ ব্যবহারে।।
যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ, কহি শুন নীত।
বিচিত্র মন্দির এক করহ রচিত।।

www.bengaliebook.com

ইন্দ্রের নগর তুল্য নগর প্রধান।
নানা রত্ন মাণিক্যেতে করহ নির্ম্মাণ।।
পথে পথে দেহ রাজা জলচ্ছত্র দান।
স্থানে স্থানে রত্নবেদী করহ নির্ম্মাণ।।
অগুরু চন্দন ছড়া দেহ ত নগরে।
করুক মঙ্গল বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে।।
গুবাক কদলী আনি রোপ সারি সারি।
স্থানে স্থানে নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি।।
নটনটীগণ আর নর্ত্তকী গায়ন।
গোবিন্দ গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন।।
চারি জাতি প্রজা বন্দিবারে হৃষীকেশ।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করুক সুবেশ।।
আগুসরি আন গিয়া দেবকী নন্দনে।
পূজা কর গোবিন্দেরে এমত বিধানে। ।
তবে সুখ নরপতি হইবে তোমার।
মম চিত্তে লয় রাজা এইত বিচার।।
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহামতি।
দ্রোণ কৃপ আদি সবে দিল অনুমতি।।
এইরূপে পূজা কৃষ্ণে হয় ত উচিত।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, মম এই লয় চিত।।
দুর্য্যোধন বলে, মম নাহি রুচে মন।
এইরূপে কৃষ্ণপূজা কোন প্রয়োজন।।
ক্ষত্রমধ্যে পৃথিবীতে কে করে বাখান।
কোন রাজগণ কৃষ্ণে করিল সম্মান।।
শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে।
কদাচিৎ মান্য নাহি করে নারায়ণে। ।
কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে।
জরাসন্ধ রাজা নিন্দা কলি তাহারে।।
গোবিন্দেরে সে বলিল গোয়ালা নন্দন।
ক্ষত্রিয় অধম বলি করিত গণন।।
ক্ষত্রসভা মধ্যে কভু বসিতে না দিল।
তেঁই সে ভীমের হাতে তাহারে মারিল।।
বড়ই কপট ক্রূর রুক্মিণীর পতি।
তারে মান্য কদাচ না করি নরপতি।।
মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংসার।
ক্ষত্র রাজগণ যত, কৃষ্ণ মান্য কার।।
উপহাস হৈতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
মান্য না করিল কেহ দেখি তার ধর্ম্ম।।
ইতর জনের প্রায় পূজি নারায়ণে।
যত বুঝাইবে, তাহা না শুনিব কানে।।
মোর মনে লয় রাজা এইত যুকতি।
ইহা শুনি কহে তবে ভীষ্ম মহামতি। ।
ভাবে বুঝি, দুর্য্যোধন হারাইলে জ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ-প্রধান।।
অমান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে।
নারায়ণ মুহূর্ত্তেকে মারিবে সবারে।।
বাতি দিতে না রাখিবে কৌরব বংশেতে।
এত বলি ভীষ্ম বীর উঠে সভা হৈতে। ।
আপন মন্দিরে গেল হয়ে ক্রুদ্ধমন।
যার যে শিবিরে গেল যত সভাজন।।
তবে দুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন।
যা বলিল ভীষ্ম, তাহা না কর হেলন।।
মান্য করি পূজ কৃষ্ণে, সবার নমস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য। ।
তোমারে ভেটিতে আসে দেবকী কুমার।
তোমার ভাগ্যের সীমা কিবা আছে আর।।
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বৎস পূজ নারায়ণ।
শ্রদ্ধায় সকল কার্য্য হইবে সাধন।।

www.bengaliebook.com

অল্প বা বিস্তর দেয় শ্রদ্ধা সহকারে।
অকপট হয়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে।।
আপনাকে দিয়া তাঁর বশ হন হরি।
সে কারণে কহি শুন কুরু অধিকারী।।
অকপট হয়ে তুমি পূজ নারায়ণ।
মম বাক্য কদাচিৎ না কর হেলন।।
দুর্য্যোধন বলে, তাত কহিলে যেমত।
তব আজ্ঞা হেতু আমি করিব সেমত।।
শিল্পকারগণে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
দিব্য রত্ন সিংহাসন করহ রচন।।
রত্নের মন্দির কর বিচিত্র আবাস।
বসিবে তাহাতে আসি দেব শ্রীনিবাস।।
নগরে নগরে কর পুষ্পের মন্দির।
পথে পথে স্থানে স্থানে রচহ শিবির।।
উৎসব করুক সদা সুখে সর্ব্বজনে।
নট নটী নৃত্য যেন করে স্থানে স্থানে।।
রাজ আজ্ঞা পেয়ে যত অনুচরগণ।
যে কহিল ততোধিক করিল গঠন।।
নগরে নগরে কবে রত্ন বাস ঘর।
স্থানে স্থানে যজ্ঞারম্ভ করিল বিস্তর।।
নানাবিধ বৃক্ষ রোপিলেক সারি সারি।
বিচিত্র শোভন যেন ইন্দ্রের নগরী।।
নগরেতে চারি জাতি যত প্রজাগণ।
সবাকারে চরগণ বলিল তখন।।
আসিবেন কৃষ্ণ আজি নৃপে ভেটিবারে।
আগু হৈয়া সবে গিয়া আনিবে তাঁহারে।।
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন নগরের জন।
সুসজ্জ হইল ভেটিবারে নারায়ণ।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শ্রবণে ভবেতে হয় পার।।

হস্তিনা যাইতে পথে প্রজাগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

সুসজ্জ হইয়া হরি, রথে আরোহণ করি,
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, কেহ অশ্বে কেহ গজে,
সঙ্গ চতুরঙ্গ সৈন্যগণ।।
বিরাট নগর হরি, তরিলা সে কান্তিপুরী,
বামে করি মগধের দেশ।
কাঞ্চন নগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়া,
বৃকদেশে আসে হৃষীকেশ।।
অবসান হৈল বেলা, বনমালী উত্তরিলা,
বিশ্রাম করেন কতক্ষণ।
শুনি কৃষ্ণ আগমন, বৃকবাসী প্রজাগণ,
ভেটিতে আসিল সর্ব্বজন।।

www.bengaliebook.com

নানা ভক্ষ্য উপহার, দিয়া নারা অলঙ্কার,
শকটে পূরিয়া রত্ন ধন।
দণ্ডবৎ প্রণতি করি, ষড়ঙ্গে পূজিয়া হরি,
নানাবিধ করিল স্তবন।।
নমো নমো জয় জয়, নমস্তে করুণাময়,
পূর্ণব্রহ্মা আদি গদাধর।
নমো হয়গ্রীব কায়, নমো বেদ উদ্ধারায়,
নমো নমো মীন- কলেবর।।
নমো কুর্ম্মরূপধারী, সমুদ্র মথনকারী,
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর।
নমস্তে বামনরূপ, মোহহারী বলি ভূপ,
নমো নমো দেব দামোদর।।
নমস্তে বরাহকায়, হিরণ্যাক্ষ বিনাশায়,
নমস্তে মোহিনী কলেবর।
দেবাসুর মোহ যায়, রুদ্র তত্ত্ব নাহি পায়,
নমো নমো অখিল ঈশ্বর।।
নমো নমো নারায়ণ, মহাদৈত্য বিনাশন,
নমস্তে নৃসিংহ রূপধারী।
নমো রাম ভৃগুকায়, ক্ষত্রবংশ বিনাশায়,
জয় জয় নমস্তে মুরারি।।
নমো রবিবংশধারী, নমস্তে বামন-হরি,
দুষ্ট শিশুপাল বিনাশন।
নমো রামকৃষ্ণতনু, বসুদেব অঙ্গজনু,
জয় প্রভু জয় নারায়ণ।।
জয় জয় জনার্দ্দন, কেশী কংস বিনাশন,
নমো ব্রজগোপীর মোহন।
অঘ বক তৃণাবর্ত্ত, দৈত্যবংশ করি অন্ত,
জয় জয় ব্রহ্মা সনাতন।।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলতন্ত্র,

আত্মরূপে সর্ব্বত্র বিহারী।
কীট পক্ষী মৎস্য আদি, জীবজন্তু নিরবধি,
কেহ ভিন্ন না হয়ে তোমারি।।
তোমার চরণ সেবি, নারদাদি মহাকবি,
মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যু জয়।
সেবিয়া তোমার পায়, ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পায়,
ব্রহ্মপদ দেহ মহাশয়।।
নমো বুদ্ধদেহধর, ভবিষ্যতি কলেবর,
নমো কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশায়।
নাহি তার কোন ভয়, সদা সে নির্ভয় হয়,
তব গুণকথ যেই গায়।।
মোরা সব অল্পমতি, কি জানি তোমার স্তুতি,
না জানেন ব্রহ্মা মহেশ্বর।
পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে, চিরকাল মনঃস্বাস্থ্যে,
বাস কৈল নির্ভয় অন্তর।।
দুর্য্যোধন কুরুমণি, পাশায় সর্ব্বস্ব জিনি,
সবারে পাঠায় বনবাসে।
দেখি দুষ্ট দুরাচার, মানি সবে পরিহার,
নিবাস করিনু এই দেশে।।
চিরকাল আছি আশে, পাণ্ডব আসিবে দেশে,
পুনরপি যাইব তথায়।
হা হা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, ভীম পার্থ ধীর স্থির,
না দেখিয়া তোমা সবাকায়।।
তোমা বিনা সব কায়, দেখিবারে না যুয়ায়,
পুত্রবৎ করিতে পালন।
স্মরি পাণ্ডুপুত্রগণ, বৃকবাসী প্রজাগণ,
মহাশোকে হৈল অচেতন।।
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
কহিতে লাগিলেন তখন।

www.bengaliebook.com

শোক না করিহ আর, যাহ সবে নিজাগার,
শীঘ্র হবে পাণ্ডব দর্শন।।
হইয়া পাণ্ডবদূত, বুঝাইতে কুরুসুত,
যাই আমি হস্তিতা ভবনে।
পাণ্ডবের রাজ্য বাড়ী, যদি নাহি দেয় ছাড়ি,
দুর্য্যোধন আমার বচনে।।
রুষিবে পাণ্ডবগণ, বলে লবে রাজ্য ধন,
কুরুবংশ করিয়া বিনাশ।
এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
সেই দিন তথা করে বাস।।
বিচিত্র ভারত কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

হস্তিনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি

মুনি বলে, শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
বৃকদেশে রাত্রি বঞ্চি দেব চক্রপাণি।।
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া আরোহেন রথে।
মেলানি মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে।।
বিচিত্র মন্দির, পথে পথে নানা বাস।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল দেব শ্রীনিবাস।।
কোনখানে মুনিগণ বেদ উচ্চারয়।
কোনখানে বাদ্যকার সুবাদ্য বাজায়।।
নানা রত্ন অলঙ্কার পরি পুষ্পমালা।
কোনখানে শিশুগণ করে নানা খেলা।।
নগরের প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরে।
চতুরঙ্গদলে বসিয়াছে পথধারে।।
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে।
পূর্ব্বমত নাহি দেখি হস্তিনা নগরে।।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুরী সম সুশোভন।
বড়ই ধর্ম্মাত্মা দেখি হেথা প্রজাগণ।।
বুঝি এবে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে মতি দিল।
সে কারণে মহোৎসব গীত আরম্ভিল।।
সাত্যকি বলিল, নহে ধর্ম্মের কারণ।
তোমারে পরীক্ষা করিতেছে দুর্য্যোধন।।
লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দ্দন।
পাণ্ডবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ।।
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তাঁরে।
আমি ভক্তি করি দেখি এবে কিবা করে।।
এমত মন্ত্রণা করি যত কুরুগণ।
যজ্ঞ মহোৎসব করিয়াছে আরম্ভণ।।

www.bengaliebook.com

ইহা শুনি হাসি হাসি কহে দামোদর।
আমার কপট ভক্তি নহে প্রীতিকর।।
বিড়ম্বিলে মোরে সেই নিজে বিড়ম্বিবে।
এই দোষে যমঘরে অবিলম্বে যাবে।।
এত বলি জগন্নাথ করিলা প্রস্থান।
নগর মধ্যেতে উত্তরিলেন শ্রীমান।।
কৃষ্ণ আগমন শুনি কৌরবের পতি।
আগু বাড়াইয়া গিয়া আনে শীঘ্রগতি।।
নর্ত্তক চারণ আদি গায়কের গণ।
দুঃশাসন সঙ্গে করি আসিল তখন।।
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বীর দুঃশাসন।
আগু বাড়াইয়া শীঘ্র আনে নারায়ণ।।
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ আনিল সভাতে।
যথাযোগ্য স্থানে সবে দিলেন বসিতে।।
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্ন সিংহাসনে।
সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে।।
যত দ্রব্য আহরণ করে দুর্য্যোধন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল সেইক্ষণ।।
অশ্রদ্ধায় যত দ্রব্য করে সমর্পণ।
কোন দ্রব্য না নিলেন তার নারায়ণ।।
প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন।
আজি কোন দ্রব্যে মোর নাহি প্রয়োজন।।
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে।
কালি রাজা মম পূজা করিহ বিশেষে।।
ইহা বলি সভা হৈতে উঠি নারায়ণ।
সাত্যকির হাত ধরি করেন গমন।।
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠি সভা হৈতে।
কর্ণ দুঃশাসন মাতুলেরে নিল সাথে।।
আনন্দে অমাত্য সহ বসি দুর্য্যোধন।
যুক্তি করে কি উপায় করিব এখন।।
পাণ্ডবের পক্ষ দেখি দেব নারায়ণ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডব জীবন।।
কৃত্যা করি বান্ধি এবে রাখহ নিবাস।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ।।
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডু-অঙ্গজনু।
জলহীন মৎস্য যেন নাহি ধরে তনু।।
দুঃশাসন বলে, যুক্তি নিল মোর মন।
গোবিন্দেরে রাখ রাজা করিয়া বন্ধন।।
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি যে অন্তরে।।
শকুনি বলিল, যুক্তি নিল মোর মন।
এই কর্ম্মে সব সুখ দেখি যে রাজন।।
পূর্ব্বাপর শাস্ত্রমত আছে হেন নীত।
ছলে বলে শত্রুকে না ক্ষমিতে উচিত।।
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
তার অনুগত হয় দেব নারায়ণ।।
তারে কৃত্যা করি দোষ নাহিক ইহাতে।
বন্ধন করিয়া কৃষ্ণে রাখহ ত্বরিতে।।
কর্ণ বলে, ভাল বলে গান্ধার-নন্দন।
এই কর্ম্মে তব সুখ হইবে রাজন।।
কিন্তু বলভদ্র আদি যত যদুগণ।
পাছে আসি যুদ্ধ করে জানিয়া কারণ।।
পাণ্ডবের পক্ষ হবে যত যদুগণ।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে সবে করিবেক রণ।।
যাহা হৌক, তারা তব কি করিতে পারে।
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে।।
এতেক বলিল যদি রাধার নন্দন।
এমত মন্ত্রণা করি প্রীত দুর্য্যোধন।।

www.bengaliebook.com

যত দৃঢ়ঘাতিগণ দ্বারেতে আছিল।
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সবারে কহিল।।
কল্য কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে।।
মহাপাশে শীঘ্র তাঁরে করিয়া বন্ধন।
যতনে রাখিবে তাঁরে করিয়া গোপন।।
শুনি অঙ্গীকার কৈল দুষ্টমতিগণ।
হইল সানন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি।।

বিদুরের গৃহে কুন্তীসহ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার

কহেন জনমেজয়, শুন তপোধন।
অতঃপর কিবা করিলেন নারায়ণ।।
দুর্য্যোধন সভা হৈতে উঠি হৃষিকেশ।
কিবা কর্ম্ম করিলেন, কহ সবিশেষ।।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব পুরাণ কথা, করহ শ্রবণ।।
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ চলিয়া সত্বরে।
দেখেন বিদুর নাহি আপনার ঘরে।।
বিদুর বিদুর বলি ডাকেন শ্রীহরি।
বাহির হলেন কুন্তী শব্দ অনুসারি।।
গোবিন্দে দেখিয়া কুন্তী আনন্দে পূরিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল।।
আলিঙ্গিয়া শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম।
দুই পায়ে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম।।
পাদ্য অর্ঘ্য আনি কুন্তী দিল সেইক্ষণে।
বসাইল গোবিন্দেরে কুশের আসনে।।
গোবিন্দের আগে কুন্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মোর সম ভাগ্যহীন নাহিক সংসারে।।
আজন্ম দুঃখেতে মম দহিল শরীর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না হয় বাহির।।
শিশু পুত্রে রাখি স্বামী স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণ এত কষ্ট চক্ষে না দেখিল।।
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি সঙ্গে না গেলাম, অধম পাপিনী।।
দারুণ পাপিষ্ঠ খল রাজা দুর্য্যোধন।
বারে বারে যত দুঃখ দিলেক দুর্জ্জন।।
বিষ খাওয়াইল ভীমে নাশিবার তরে।
ধর্ম্ম হতে রক্ষা পাইলেক বৃকোদরে।।
অনন্তর কপটতা করি পাপমতি।
অগ্নিগৃহ করি দিল করিবারে স্থিতি।।
তাহাতে পাইল রক্ষা বিদুর কৃপাতে।
দ্বাদশ বৎসর দুঃখে ভ্রমিনু বনেতে।।
যাঞাতে যে করিলাম বিপ্র আচরণ।
বহু কষ্ট পেয়ে তবে গেনু পাঞ্চালেরে।
পাঁচটি কুমার গেল ভিক্ষা অনুসারে।।
আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল।।
পুত্রগণ পক্ষ রাজা দ্রুপদ হইল।
দিনকত তথা মাত্র সুখেতে বঞ্চিল।।
অনন্তর দেশে এলে খল কুরুপতি।
রহিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে দিলেক বসতি।।
আপন ইচ্ছায় ভাগ দিল যেবা কিছু।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল মোর পঞ্চ শিশু।।
ধর্ম্মবলে বাহুবলে সঞ্চিল রতন।

পিতৃ-আজ্ঞা ধরি যজ্ঞ করিল সাধন। ।
দেখিয়া বিভব মোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
শকুনির সহ যুক্তি করিয়া দারুণ।।
কপট পাশায় জিনি সর্ব্বস্ব লইল।
নিয়ম করিয়া বনবাসে পাঠাইল।।
যে নিয়ম করে পুত্র সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্মবল হৈতে।।
তপস্বীর বেশ ধরি মম পুত্রগণ।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ।।
এক সম্বৎসর অজ্ঞাতেতে কাটাইল।
এত কষ্ট দিয়া তবু দয়া না জন্মিল।।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য পাপিষ্ঠ না দিল।
যুদ্ধ করি মরিবেক এই সে হইল।।
যুদ্ধ করিবারে চাহে মোর পুত্র সনে।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখনে। ।
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কুন্তী করি হাহাকার।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ। ।

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর রোদন

হা হা ভীম যুধিষ্ঠির, হা হা পুত্র পার্থবীর,
সহদেব নকুল তনয়।
রূপ গুণ শীলযুতা, হা হা বধূ পতিব্রতা,
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ রয়।।
বিষম দুর্গম বনে, সঙ্গে নিজ স্বামিগণে,
বহুকষ্টে বঞ্চিলে কেমনে।
দারুণ দুরন্ত পশু, ব্যাঘ্র সর্প যত কিছু,
যক্ষ রক্ষ ভয়ানক স্থানে।।
তপস্বীর বেশধারী, যত সব হিংসাকারী,
ভাগ্যে পুণ্যে না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফল হৈতে, রক্ষা হৈল রিপুহাতে,
ধর্ম্মবলে আঁচিল জীবনে।।
প্রাণের দোসর তুমি, নির্ভয় করিলে ভূমি,
সংহারিয়া রাক্ষস দুর্জ্জন।
হা হা পুত্র বৃকোদর, মম গোত্রে গোত্রধর,
হা হা পার্থ আমার জীবন।।
করিয়া খাণ্ডব দাহ, তুষ্ট কৈলে হব্যবাহ,

মহাভারত (উদ্যোগপর্ব্ব)

ইন্দ্রের ভাঙ্গিলে মহাভয়।
মহা উগ্র তপ করি, তুষ্ট কৈলে ত্রিপুরারি,
বাহুযুদ্ধে কৈলে পরাজয়।।
এইরূপে পুত্রগণ, মনে করি চতুর্গুণ,
কান্দে দেবী ভোজের নন্দিনী।
শোকাকুল অতি দীন, শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ,
মূর্চ্ছা হয়ে পড়িল ধরণী।।
দেখি ব্যস্ত হয়ে হরি, তুলিলেন হাতে ধরি,
প্রবোধিয়া কহিছেন তাঁরে।
শোক ত্যজ পিতৃষ্বসা, গেল তব দুঃখদশা,
পুত্রগণ-দুঃখ গেল দূরে।।
প্রসন্ন হইল কাল, ধর্ম্ম হবে মহীপাল,
আজি কালি হস্তিনা নগরে।
আমারে করিয়া দূত, পাঠাইল ধর্ম্মসূত,
বুঝাইতে কৌরব-কুমারে।।
যদি নাহি শুনে বাণী, ক্রুরমতি কুরুমণি,
যদি নাহি দেয় রাজ্য তাঁর।
তবে তব পুত্র জয়, ক্রূরবুদ্ধি কুরুচয়,
সবংশেতে হইবে সংহার।।
বলিলেন যুধিষ্ঠির, শীঘ্র যাহ যদুবীর,
জননীরে কহিবে এমতি।
হবে দুঃখ অবসান, ধর্ম্ম রাখিবেন মান,
অচিরেতে ঘুচিবে দুর্গতি।।
এত বলি জগৎপিতা, প্রবোধেন ভোজসুতা,
শুনি কুন্তী হৈল হৃষ্টমন।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
কাশীরাম দাস বিরচন।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদুরের স্তব ও তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন

www.bengaliebook.com

কুন্তী কাছে বসিয়াছিলেন নারায়ণ।
নানা কথা আলাপনে অতি হৃষ্টমন।।
হেনকালে আইল বিদুর নিজালয়।
স্কন্ধ হৈতে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে নামায়।।
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দেবকী-নন্দন।
কহে গদ গদ হয়ে সজল লোচন।।
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আসিলে মুরারি।।
কোন দ্রব্য দিয়া আমি পূজিব তোমারে।
আছুক অন্যের কাজ, অন্ন নাহি ঘরে।।
বড় ভাগ্যহীন আমি, অধম বঞ্চিত।
ক্ষমিবে আমারে প্রভু দেখিয়া দুঃখিত।।
এত বলি দণ্ডবৎ হয়ে করে স্তুতি।
নমো নমো পূর্ণব্রহ্মা জগতের প্রতি।।
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্যরূপ।
সকল সংসার প্রভু তোমর স্বরূপ।।
নমো নমো আদি ব্রহ্মা মৎস্য-রূপধর।
নমো নমো হয়গ্রীব, নমস্তে ভূধর।।
নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষ-বিদারক।
নমো ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্রকুলান্তক।।
নমো কূর্ম্ম অবতার মন্দার ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর মোহন।।
নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্য বিনাশক।
নমো রাম অবতার রাবণ নাশক।।
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী।
বাসুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারি।।
ভবিষ্যতি অবতার, নমো বুদ্ধকায়।
নমো কল্কি অবতার, ম্লেচ্ছবিনাশায়।।
কি জানি তোমার স্তুতি আমি হীনজ্ঞান।
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁরে সদা করে ধ্যান।।
তুমি সে প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন।
আত্মরূপে সর্ব্বভূতে তোমার গমন।।
শিষ্টের পালন কর, দুষ্টের সংহার।
এই হেতু জগৎপতি নাম যে তোমার।।
কে বলিতে পারে তব গুণ অগোচর।
তোমার মহিমা বেদ শাস্ত্রের উপর।।
এরূপে বিদুর করে নানাবিধ স্তুতি।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন শ্রীপতি।।
পরম মহৎ তুমি সংসার ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে।।
ভক্তবশ আমি থাকি ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্তজন বিনে।।
মেরুতুল্য রত্ন যে অভক্ত জয় দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়।।
অল্প বস্তু দেয় যদি ভক্তি সহকারে।
তাহাতে যতেক তুষ্টি, কে কহিতে পারে।।
শ্রীহরির স্নেহবাক্য বিদুর শুনিল।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত কহিতে লাগিল।।
কি দিয়া করিব তুষ্ট আমি অভাজন।
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ।।
ভক্তের অধীন তুমি দয়ার সাগর।
কৃপা করি পদছায়া দেহ গদাধর।।
কৃপা করি মোরে স্নেহ কর হৃষীকেশ।
তোমার মহিমা আমি না জানি বিশেষ।।
বিদুরের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
কৌতুকে কহেন পুনঃ কপট বচন।।
বিদুর সে সব কথা হইবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে।।

স্তবেতে কাহার কবে পূরিল উদর।
খাদ্যবস্তু আন কিছু জুড়াক অন্তর।।
স্নান করি বসিয়াছি বিনা জলপানে।
যে কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে।।
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ।।
তাহা আনি দিল পদ্মাপতি পদ্মকর।
পদ্মা সহ পদ্মাপতি বান্ধিল অন্তরে।।
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হয়ে না মেলে নয়ন।।
পুনশ্চ বিদুর কহে দেব দামোদরে।
আজ্ঞা কর যাই আমি ভিক্ষা-অনুসারে।।
নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাসি কন দেবকী তনয়। ।
ভিক্ষার কারণ বহু কৈলে পর্য্যটন।
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে, না রুচে মম মন।।
যে কিছু পাইলে তাহা করহ রন্ধন।
সবে মেলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ।।
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুন্তীরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে।।
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে।
ভোজনান্তে আচমন করিলেন শেষে।।
তাম্বূল না ছিল ঘরে, দিল হরীতকী।
ভক্ষণ করিলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।।
বিদুর সাত্যকি আর দেব নারায়ণ।
ইষ্ট আলাপনে করিলেন জাগরণ।।
বিদুর বলেন, দেব কর অবধান।
কি হেতু হস্তিনাপুরে তোমার প্রয়াণ।।
পাণ্ডবের দূত হয়ে এলে অভিপ্রায়ে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে গান্ধারী-তনয়ে।।
তব বাক্য না রাখিবে কভু দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে দুর্জ্জন।।
ভীষ্ম দ্রোণ বুঝাইল ব্যাস মুনিবর।
কার বাক্য না শুনিল কৌরব পামর।।
গোবিন্দ বলেন, যাহা কহিলে প্রমাণ।
না করিবে সম্প্রীতে সে পাণ্ডবে সম্মান।।
তথাপিহ লোকধর্ম্মে তরিবার তরে।
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির পাঠাইলা মোরে।।
পঞ্চ ভাই জন্যে মাগি লব পঞ্চ গ্রাম।
এই হেতু আসিলাম দুর্য্যোধন-ধাম। ।
বিদুর বলেন, দেব এ কথা না কহ।
ভালে ভালে শীঘ্রগতি হেতা হতে যাহ।।
যে মন্ত্রণা করিয়াছে বলিবারে ভয়।
দুষ্ট দুর্য্যোধন আরা রাধার তনয়।।
দুঃশাসন সহ দুষ্ট বসিয়া নিভৃতে।
যুক্তি করিয়াছে তোমা বান্ধিয়া রাখিতে।।
এত শুনি গোবিন্দের ক্রোধে কাঁপে বক্ষ।
কুম্ভকার চক্র যেন ফিরে দুই অক্ষ।।
অরুণ লোচন ক্রোধে রক্ত বিম্ব জিনি।
বলেন বিদুর প্রতি দেব চক্রপাণি। ।
এত অহঙ্কার করে কুরু পাপকারী।
ইহার উচিত শাস্তি দিতে আমি পারি।।
মুহূর্ত্তেকে পারি সবা করিতে সংহার।
বাতি দিতে কুরুকুলে না রাখিব আর।।
গোবিন্দের বাক্যে বিদুরের ভীত মন।
করযোড় করি পুনঃ বলেন বচন।।
তোমারে বান্ধিতে পারে, কাহার শকতি।
ত্রিভুবনে হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি জগৎপতি।।

ভকতে বান্ধিতে পারে মাত্র ভক্তিপাশে।
আপন বন্ধন তুমি লহ অনায়াসে।।
যে কালে গোকুলে বাল্যলীলা করেছিলে।
একদিন যশোদার ক্রোধ বাড়াইলে।।
ক্রোধেতে যশোদা তোমা করিল বন্ধন।
মায়াতে মোহিত হয়ে করিলা এমন।।
যত দড়ি যশোমতী আনে ক্রোধমনে।
বান্ধিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলি প্রমাণে।।
দেখিয়া মায়ের দুঃখ হৈল তব দয়া।
লইলে বন্ধন তুমি ত্যজি নিজ মায়া।।
মায়ার পুত্তলী তুমি নানা মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি, পূর্ণ ভগবান। ।
তোমার এতেক ক্রোধ কি হেতু না জানি।
আমারে দেখিয়া ক্রোধ ক্ষম চক্রপাণি।।
তোমারে বান্ধিতে পারে, আছে কোন্ জন।
কিবা অল্পমতি ছার রাজা দুর্য্যোধন।।
কি করিতে পারে তোমা, কাহার শকতি।
সর্ব্ব অপরাধ ক্ষম দেব জগৎপতি।।
বিদুরের বাক্যে শান্ত হৈল নারায়ণ।
জল দিলে যথা নিবর্ত্তয়ে হুতাশন। ।
পুনরপি হাসি হাসি বলে জনার্দ্দন।
লঙ্ঘিতে না পারি আমি তোমার বচন। ।
ক্ষমিলাম কৌরবের দোষ যে সকল।
অচিরাতে পাবে দুষ্ট সমুচিত ফল।।
খণ্ডিতে না পারি আমি ধর্ম্মের উত্তর।
সে কারণে আসিলাম হস্তিনা নগর।।
এত বলি ক্রোধহীন হন নারায়ণ।
বিদুর প্রবোধ পেয়ে আনন্দিত মন।।
নানা কথা আলাপেতে ছিলা তিন জন।
কথা শেষে করিলেন সকলে শয়ন।।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত-পুরাণ। ।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় ভবসিন্ধু পার।।

কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন

রজনী বঞ্চিয়া সুখে বিদুরের ঘরে।
প্রভাতে উঠিয়া দেব হরিষ অন্তরে। ।
প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়া শুভযাত্রা করি।
বিদুরের সঙ্গে করি চলেন শ্রীহরি।।
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
চারি জন চলি যান কুরু বিদ্যমান। ।
সভা করি বসি আছে অন্ধ নরপতি।
হেনকালে উপনীত দেব জগৎপতি।।
কৃষ্ণ-আগমন রাজা জানি সেইক্ষণ।
বহু মান্য করি দিল বসিতে আসন।।
হেনকালে উপনীত যত সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষত-নন্দন।।
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত দেশের নরপতি।
আসিল যতেক রাজা সবে মহামতি।।
শত ভাই সহ বসি রাজা দুর্য্যোধন।
যার যেই আসনেতে বসে সর্ব্বজন।।
আসিল যতেক মুনি জানিয়া কারণ।
নারদ পুলস্ত্য আর দেবল তপন।।
মার্কণ্ড অগস্ত্য বিভাণ্ডক তপোধন।
আসিল যতেক মুনি অন্ধের ভবন।।

www.bengaliebook.com

যথাযোগ্য আসনেতে বৈসে মুনিগণ।
শুন দুর্য্যোধন রাজা হয়ে একমন।।
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধম্ম চিন্তি পাঠাইল তোমার গোচর।।
কুলক্ষয় জানি মনে সবে ক্ষমা দিল।
বিনয়ে আমাকে সেই এখানে পাঠাল।।
যা বলিল ধর্ম্মরাজ, শুন বলি তাই।
ভাই ভাই বিরোধেতে প্রয়োজন নাই।।
নিয়ম হইল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
নানা কষ্ট ভুঞ্জি মুক্ত হইলাম তাতে।।
আমার বিভাগ রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা ছাড়ি দিয়া মম সঙ্গে কর প্রীতি।।
সভামধ্যে যত কিছু কৈলে অপমান।
সে সকল অপরাধে আছি ক্ষমাবান।।
সে সকল দুঃখ আমি নাহি করি মনে।
অদৃষ্ট যেমন মম, ঘটিল তেমনে।।
এইরূপ কহিলন ধর্ম্মের কুমার।
ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র দুই আর। ।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা কর নরবর।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর। ।
শুনিলে কি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বচন।
যাহা বলি পাঠাইল পাণ্ডুপুত্রগণ। ।
পাণ্ডবেরা তব কিছু না কর অকার্য্য।
উচিত ছাড়িয়া দিতে তাহাদের রাজ্য।।
যে নিয়ম করেছিল, হইল মোচন।
তবে তার সহ দ্বন্দ্ব কর কি কারণ।।
এমত করিলে তোমা না সহিবে ধর্ম্ম।
সংসার যুড়িয়া হবে তব অপকর্ম্ম।।
পূর্ব্ব অধিকার তার ছিল যত দূর।
যত রাজ্য ধন রত্ন ছিল গ্রাম পুর।।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডবের সনে।
নাহি দিলে পরিণামে পাবে দুঃখ মনে।।
দুর্য্যোধন বলে, তাত না বুঝিয়া কহ।
জীয়ন্তে কি প্রীতি হবে পাণ্ডবের সহ।।
নাহি দিব রাজ্য আমি, যুদ্ধ করি পণ।
ইহার বিধান এই, শুনহ রাজন।।
শক্তি থাকে পাণ্ডবের, করিবেক রণ।
যুদ্ধে জিনি আমা সবে লবে রাজ্য ধন।।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হইল বিরত।
কহিতে লাগিল তবে সভাসদ্ যত।।
ভীষ্মবীর বলে আর দ্রোণ মহাশয়।
কৃপ অশ্বত্থামা আর পৃষত তনয়।।
কহিল নারদ মুনি ধর্ম্মশাস্ত্রমত।
এ কর্ম্ম তোমার রাজা না হয় উচিত।।
সংসারে অজেয় পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
তাহা সহ যুদ্ধ তব উচিত না হয়।।
স্বধর্ম্মে থাকিলে হয় জয়ী ত্রিভুবনে।
অর্জ্জুনের গুণকর্ম্ম না যায় বর্ণনে।।
দেবের অবধ্য কালকেয়াদি মারিল।
গন্ধর্ব্বের ভয় হতে তোমারে রাখিল।।
নিবাতকবচগণে করিল নিধন।
খাণ্ডব দহিয়া করে অগ্নির তর্পণ। ।
মহাবল যদুগণে সমরে জিনিল।
সুভদ্রা জিনিয়া আনি বিবাহ করিল। ।
দ্রৌপদীর স্বংম্বরে বীর ধনঞ্জয়।
এক লক্ষ রাজগণে করে পরাজয়।।
বাহুযুদ্ধে পরাজয় করে পশুপতি।
একেশ্বর বিজয় করিল সব ক্ষিতি।।

ভীমের বিক্রম সবে জান ভালমতে।
লক্ষ লক্ষ নিশাচরে মারে মুষ্ট্যাঘাতে।।
হিড়িম্ব কির্ম্মীর বক আদি নিশাচর।
হেলায় সংহার করিলেক বৃকোদর।।
শত ভাই কীচকেরে মারিল নিমিষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে ভীম যদি রোষে।।
হেন জন সহ তোমা বিরোধে কি কাজ।
অদ্ধরাজ্যে পাণ্ডবেরে দেহ কুরুরাজ।।
না দিলে প্রমাদ বড় হইবে তোমার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার।।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, পৃথ্বী যদি ভাসে।
দিনকর তেজোহীন, সপ্তসিন্ধু শোষে।।
ইন্দ্র আদি দেব যদি তব পক্ষ হয়।
জিনিতে নারিবে তবু পাণ্ডব সদনে।।
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ডাহ এক্ষণে।।
গলায় কুঠার বান্ধি দন্তে তৃণ করি।
শীঘ্রগতি যাহ, যথা ধর্ম্ম অধিকারী।।
যত ধন রাজ্য নিলে জিনিয়া পাশাতে।
তাহার দ্বিগুণ করি দেহত সাক্ষাতে।।
ইন্দ্র প্রস্থে আনি অভিষেক কর।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি কুরুবর।।
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ।।
ব্যাস বুঝাইল কত, না শুনিল কানে।
পৌলস্ত্য যে বুঝাইল বেদের বিধানে।।
অনন্তর বুঝাইল যত সভাজন।
কারো বাক্য না শুনিল গান্ধারী নন্দন।।
অদৃষ্ট মানিয়া তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
কালেতে কুবুদ্ধি ফল দুর্য্যোধনে ফলে।।
সে কারণে কারো বাক্য না শুনে শ্রবণে।
এত শুনি মৌনী হয়ে রহে সভাজনে।।
অদৃষ্ট মানিয়া তবে অম্বিকা নন্দন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া হেঁট করিল বদন।।
পুনরপি হাস্যমুখে বলে নারায়ণ।
জানিলাম দুর্য্যোধন তোমার যে মন।।
অবশেষে বলিলেন যদুবংশপতি।
কহি, অবধান কর কুরুকুল-পতি।।
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন।
তোমার অধীন হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ।।
পঞ্চ পাণ্ডবেরে ছাড়ি দেহ পঞ্চ গ্রাম।
সুখে তুমি ভোগ কর এই ধরাগ্রাম।।
পাণ্ডব নগর কুশস্থল সিদ্ধিগ্রাশ।
ইন্দ্রপ্রস্থ আর যে বারণাবত নাম।।
এই পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে।
দ্বন্দ্বে কার্য্য নাহি রাজা কহিনু তোমারে।।
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চ জন।
পৌরুষ বৈভব যদি বাঞ্ছাহ রাজন।।
উভয় কুলের আমি সদা চিন্তি হিত।
মম বাক্যে পাণ্ডুপুত্রে করহ সম্প্রীতি।।
বনে বনে ভ্রমে পাণ্ডবেরা পঞ্চ জন।
বলহীন, কোন মতে ধরয়ে জীবন।।
যুদ্ধে অসমর্থ তারা, নারিবে জিনিতে।
না হয় উচিত, জ্ঞাতি হহন করিতে।।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ, সর্ব্বশাস্ত্রে গণি।
সে কারণে উপেক্ষা না কর নৃপমণি।।
এতেক বলিল যদি দেব জগৎপতি।
পুত্রে দোষী বলি কহে অন্ধ নরপতি।।
দুর্য্যোধন ক্রোধে ওঠে আসন হইতে।

www.bengaliebook.com

গোবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে।।
তীক্ষ্ম সূচী অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি।।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি, না হবে খণ্ডন।
পশ্চিমে উদয় যদি হয় ত তপন।।
আকাশ পড়য়ে ভূমে, পৃথ্বী জলে ভাসে।
দিনকর তেজে যদি হয় দ্বিজগণ।।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মকম না হবে খণ্ডন।
পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।।
এত শুনি মৌন হয়ে রহে লক্ষ্মীপতি।
বলেন ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি।।
দূত হয়ে আসিলাম দুই কুল হিতে।
শুনিনু অদ্ভুত কথা বিদুর-মুখেতে।।
কোন্ দোষে করিলাম শুনহ রাজন।
আমারে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন।।
কে কারে বান্ধিতে পারে দেখ বিদ্যামনে।
ক্ষমা করি শুধু মাত্র চাহি তোমা পানে।।
ক্ষুদ্র মৃগে মারে যথা কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যথা করে খণ্ড খণ্ড। ।
সেইরূপ দেখি আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্ত্তে মারিতে পারি যদি করি মনে।।
তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমিয়াছি আমি।
নহে কেন পাণ্ডবেরা ভ্রমে বনভূমি।।
এত বল উচ্চৈঃস্বরে হাসে নারায়ণ।
হাসিতে হাসিতে হৈল আরক্ত লোচন।।
কম্পান্বিত কলেবর দেখি লাগে ভয়।
দেবমায়া সৃজিলেন দেব দয়াময়।।
নিজ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
দিব্য চক্ষু সব জনে দেন নারায়ণ। ।
দিব্য চক্ষু পেয়ে সবে একদৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল, তাহা কহনে না যায়।।
দেবতা তেত্রিশ কোটি দেখে পৃষ্ঠদেশে।
নাভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে।।
নারদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোধন।
নয়নে দেখয়ে একাদশ রুদ্রগণ।।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু অশ্বিনী কুমার।
অনন্ত বাসুকি আদি যত নাগ আর।।
গোবিন্দের পুরোভাগে করে নানা স্তুতি।
তবে আর নানাবিধ দেখয়ে বিভূতি।।
স্থাবর জঙ্গম দেখে যত দেহিগণ।
গোবিন্দের অঙ্গে দেখে এ তিন ভুবন।।
বিশ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল।।
জগতের কর্ত্তা তুমি, জগতের পতি।
সৃজন পালন তুমি, সংহার মূরতি।।
অপার মহিমা তব, বেদে অগোচর।
নিজ রূপ সম্বরহ দেব গদাধর।।
এইরূপে স্তুতি কৈল যত মুনিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যতেক সুজন। ।
স্তুতি বশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগৎপতি।
বিশ্বরূপা মায়া ছাড়িলেন সে বিভূতি।।
দুর্য্যোধনে পুনরপি বুঝাইল সবে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল তবে।।
সভা হৈতে উঠি তবে চলে সর্ব্বজন।
নিজস্থানে গেল তবে যত মন্ত্রিগণ।।
সাত্যকির হাতে ধরি চলেন শ্রীহরি।
যত দ্রব্য দিয়াছিল কুরু-অধিকারী।।
কোন দ্রব্য না নিলেন হয়ে ক্রোধমন।

www.bengaliebook.com

শীঘ্রগতি করিলেন রথে আরোহন।।
বিস্ময় মানিল ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
অনর্থ হইল, বলে ভীষ্ম মহামতি।।
মৌনভাবে রহিলেন অম্বিকা-নন্দন।
কুন্তীর নিকটে কৃষ্ণ করেন গমন।।
সম্ভাষি সবারে, পরে কুন্তীরে নমিয়া।
বহু কথা কহিলেন নিকটে বসিয়া।।
তাবৎ বৃত্তান্ত সব কহিলেন তাঁরে।
চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাসি সবারে। ।
পথে কর্ণ সহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হৈল রহস্য কথন।।
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে তোমার উৎপত্তি।
তুমি কর্ণ মহাবীর, কুন্তীর সন্ততি।।
যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনা না চিন কর্ণ তুমি কি বর্ব্বর।।
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছ, করিয়াছ দান।
ব্রাহ্মণ সভাতে করে তোমার বাখান।।
তোমার কনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই।
এ হেন সম্বন্ধ কর্ণ বড় ভাগ্যে পাই।।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অভিমন্যু আদি।
পূজিবে ভৃত্যের সম তোমা নিরবধি। ।
নকুল অর্জ্জুন সহদেব ভীম বীর।
তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্ঠির।।
সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেকে।
রাজকন্যা সেবিবে যে দেখিবে প্রত্যেকে।।
পঞ্চজনে দ্রৌপদী যে করিবে সেবন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন। ।
তোমারে সিঞ্চিবে আজি বিপ্র চারিবেদী।
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশল-সংবাদী। ।
যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর লয়ে বিচিত্র শরীর।।
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
সুধীর শিখণ্ডী তব হবে আগুসার।
এ সব বচন কর্ণ ধরিবে আমার।।
বৃষ্ণিবংশ লয়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তুমি।।
বলিলেন এইমত নিজে দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর।।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিলা মোরে।।
সূত মোরে পেয়ে পালে আপনার ঘরে।
আমারে পুষিল রাধা যত্ন পুরঃসরে। ।
স্তন দিয়া পুষিলেন, জানে সর্ব্বজন।
সর্ব্বলোকে বলে মোরে রাধার নন্দন।।
ধর্ম্মেতে পাণ্ডুর সুত, কুন্তীগর্ভে জাত।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবে এ সব বৃত্তান্ত।।
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবর।
আমি পুনঃ সর্ব্বথা না যাব দামোদর।।
আমি যদি পাই রাজ্য দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি, লয় মনে। ।
দুর্য্যোধন কৈল মোরে বিস্তর পোষণ।
রাজ্য ধন দিল দিব্য রতন ভূষণ।।
তের বর্ষ ভুঞ্জিলাম রাজ্য আদি সুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদেতে নাহি কোন দুঃখ।।
করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু, সর্ব্ব কৌরব বিদিত।।
যদ্যপি জানি যে আমি পাণ্ডবের জয়।

www.bengaliebook.com

সবান্ধবে দুর্য্যোধন হইবেক ক্ষয়।।
অর্জ্জুনের হাতে হৈবে আমার নিধন।
দ্রোণাচার্য্যে মারিবেক দ্রুপদ নন্দন।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র এই শত সহোদর।
পাঠাবে শমন ঘরে বীর বৃকোদর।।
তথাপিহ না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞা পালনে।।
আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য।।
যেখানে তোমার নাম, সেইখানে জয়।
ইথে অন্যমত নাহি, শুন মহাশয়।।
যথা কৃষ্ণ তথা জয়, জানি যে সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না হইবে তথা।।
কেবল নিমিত্তভাগী এই তিন জন।
দুঃশাসন দুর্য্যোধন সুবল-নন্দন। ।
কৌরব পাণ্ডব-যদ্ধে রুধিবে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডব হাতে কৌরব অধম।।
পাণ্ডব হইবে জয়ী, কুরু পরাজিত।
অবিলম্বে জনার্দ্দন হইবে নিশ্চিত।।
মঙ্গল না দেখি আমি কৌরবের কাজে।
উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে। ।
গগণেতে উল্কাপাত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয়, দেখি বিপরীত।।
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ খসি পড়ে যত রথধ্বজ।।
গৃধ্র পক্ষী কাক বক মূষিক সঞ্চান।
কৌরবের পাছে পাছে দেখি বিদ্যমান।।
মাংস আর রক্তবৃষ্টি ঊর্দ্ধে বহে বাত।
কৌরবগণের মৃত্যু দেখি জগন্নাথ।।
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি, শুন নায়ায়ণ।
অমৃত পায়স ভুঞ্জে পাণ্ডুপুত্রগণ।।
পৃথিবী প্রসবে ধর্ম্ম, দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহা রণ। ।
রতন কবচ গায়ে দেখি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে ধবল বসন।।
হাতেতে ধবল ছত্র নামে সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর। ।
পাণ্ডব হইবে জয়ী, কুরু পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ, নাহিক সংশয়।।
এত বলি কর্ণ বীর করিল গমন।
প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন।।
কর্ণবীর গেল যদি আপন ভবন।
সৈন্যগণ সহ চলিলেন জনার্দ্দন।।
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত।
বিরাট নগরে হইলেন উপনীত।।
হরিহরপুরগ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখটি অভিরাম। ।
কাশীরাম বিরচিত তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্তে রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে।।

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সনৎসুজাত মুনির আগমন

সভা হৈতে উঠি যবে সকলে চলিল।
বিদুর সহিত অন্ধ নৃপতি রহিল।।
পাণ্ডবের ভয়ে অন্ধ চিন্তানলে জ্বলে।
আসিল সনৎসুজাত মুনি হেনকালে।।

সম্ভ্রমে বিদুর তবে উঠি সেইক্ষণ।
দণ্ডবৎ করি দিল বসিতে আসন।।
অন্ধকে বিদুর জানাইল সেইক্ষণে।
আসিল সনৎসুজাত তব নিকেতনে।।
শুনি অন্ধ দণ্ডবত করিল প্রণতি।
পাদ্য অর্ঘ্য আনাইয়া দিল শীঘ্রগতি।।
তুষ্ট হয়ে আসনেতে বসে তপোধন।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকা নন্দন।।
পাপাত্মা কুবুদ্ধি দুর্য্যোধন মোর সুত।
কলহ বাঞ্ছয়ে সদা পাণ্ডব সহিত।।
পাণ্ডুপুত্রগণ কভু অহিত না করে।
যতেক দারুণ কষ্ট দিল বারে বারে।।
সকল ক্ষমিল তারা আমার কারণ।
তথাপিহ তারে নাহি দেয় রাজ্যধন।।
পাণ্ডবের দূত হয়ে বুঝাইল হরি।
তাঁর বাক্য না শুনিল মহাপাপকারী।।
বুঝাইল মুনিগণ না শুনিল কাণে।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি আমি যত পুরজনে।।
কারো বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
আপনি তাহারে কিছু বলে তপোধন।।
তত্ত্বজ্ঞান কহি তারে করাহ সুমতি।
পাণ্ডবেরে ছাড়ি যেন দেয় বসুমতী।।
শুনিয়া সনৎসুজাত কহেন তখন।
দিনমণি যদি উঠে পশ্চিম গগন।।
তথাপি পাণ্ডব সহ নাহি হবে প্রীতি।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন, কহি শাস্ত্রনীতি।।
প্রবল অসুরে যবে পৃথিবী ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ সকল হিংসিল।।
হিংসাতে পূরিল ক্ষিতি, ধর্ম্ম হৈল ক্ষয়।
দেখিয়া পৃথিবী বড় মনে পেয়ে ভয়।।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া কহিল গোহারী।
হিংসকের ভার আর সহিতে না পারি।।
আমাতে জন্মিয়া জীব করে অহঙ্কার।
মোর রাজ্য, মোর ধন, মোর পরিবার।।
মরিলে সম্বন্ধ দেখ নাহি কার সনে।
আমারে হিংসয়ে লোক আপনা না জানে।।
কার বাধ্য নহি আমি, কার আপ্ত নহি।
কীট পক্ষী নর বৃক্ষ সবাকারে বহি।।
আমাতে জন্মিয়া সুখে আমাতে বিহরে।
আমাতে জন্মিয়া জীব আমাতেই মরে।।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমি সবাকার।
তবু অবিচারে হিংসা করে দুরাচার।।
তবু অবিচারে হিংসা করে দুরাচার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, মনে নাহি জানে।।
আমার আমার নাহি করিলে আপনে।
প্রলয় অসুর ব্যাপ্ত হইল এক্ষণে।।
সহিতে না পারি আর অসুরের ভার।
পাতালেতে যাই আমি লভিতে নিস্তার।।
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হয়ে পদ্মাসন।
হরির নিকটে গিয়া করেন স্তবন।।
নমঃ আদি অন্তহীন, নিত্য সনাতন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি করিনু সৃজন।।
হেন সৃষ্টি নাশ করে অসুর প্রবল।
সহিতে না পারে ক্ষিতি, যায় রসাতল।।
উপায়ে উদ্ধার কর ব্রহ্মা-সনাতন।
এইরূপে নানা স্তুতি কৈল পদ্মাসন।।
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগন্নাথ।
দিব্যরূপ হইলেন ব্রহ্মার সাক্ষাৎ।।

www.bengaliebook.com

সাক্ষাতে দেখিল হরি কমল- আসন।
দণ্ডবৎ করি পুনঃ করিল স্তবন।।
গোবিন্দ কহেন, ভয় না করিহ আর।
তোমার বচনে আমি হব অবতার।।
চারি যুগে চারি অংমে হয়ে অবহার।
যতেক অসুরগণে করিব সংহার।।
এত বলি নিজস্থানে যান নারায়ণ।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন হয়ে হৃষ্টমন।।
সান্ত্বাইয়ে পৃথিবীরে বলিল বচন।
অচিরেতে তব দুঃখ হইবে মোচন।।
প্রত্যক্ষ হইয়া প্রভু কহিলা আমারে।
অবতার হয়ে সব মারিবে অসুরে।।
অচিরেতে তব ভার করিবে মোচন।
যুগে যুগে অবতার হয় নারায়ণ।।
শুনিয়া পৃথিবী হৈল আনন্দিতা মনে।
প্রণমি ব্রহ্মারে তবে গেল নিজ স্থানে।।
অঙ্গীকার পালিবারে দেব দামোদর।
প্রথমে ধরেন প্রভু মৎস্য কলেবর। ।
বেদ উদ্ধারিয়া হয়গ্রীব বিনাশন।
অনন্তর কূর্ম্মরূপ হন নারায়ণ।।
মন্দর ধরিয়া করি সমুদ্র মন্থন।
নারীরূপে করিলেন অসুরে মোহন।।
বরাহাবতার হইলেন অতঃপরে।
ধরণী উদ্ধারি মারে হিরণ্যাক্ষ বীরে।।
তৎপরে নৃসিংহমূর্ত্তি ধরি নারায়ণ।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য করেন নিধন।।
ধরিয়া বামনরূপ দেব তারপর।
বলির নাশেন দর্প দেব দামোদর।।
নাগপাশে বান্ধি তারে রাখে রসাতলে।
নিজ অধিকার দেন যত দিকপালে।।
সত্যযুগে হইলেন এই অবতার।
অসুরের অহঙ্কার কৈল ছারখার।।
ত্রেতাযুগে ক্ষত্রে সব পৃথিবী পূরিল।
ভৃগুবংশে তাঁর অংশে অবতার হৈল।।
পৃথিবীর ক্ষত্রগণে করিল সংহার।
রামরূপে পুনরপি হৈল অবতার।।
দারুণ রাক্ষস মারিলেন দশাননে।
কৃষ্ণ অবতার প্রভু হৈলেন এক্ষণে।।
বকাসুর কংস আর পূতনা রাক্ষসী।
জরাসন্ধ রাজা আর শিশুপাল কেশী।।
অবহেলে বধিলেন এ সব অসুরে।
অবশেষ যত মারিবেন সবাকারে।।
বিশ্বের কারণ সেই সৃজন পালন।
সেই সৃজে, সেই পালে, করে সংহরণ। ।
তার বশ দেখ রাজা এ তিন ভুবন।
ভেদবুদ্ধি করাবার তিনিই কারণ।।
তাঁহার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে।
একের বাড়ান ক্রোধ অন্যেরে সংহারে।।
অদৃষ্টে যাহার যেই আছয়ে লিখন।
বিধাতার শক্তি নাহি করিতে খণ্ডন।।
পৃথিবীর ক্ষত্র নাশ হইবে অবশ্য।
চিত্তে ক্ষমা দেহ রাজা, বুঝিয়া রহস্য।।
পৃথিবীতে দেখ যত যত ক্ষত্রগণ।
পরস্পর ভেদ করি হইবে নিধন।।
দ্বাপর যুগের রাজা হৈল অবশেষ।
ক্ষত্রক্ষয় হৈতে হবে জানিহ বিশেষ।।
যদুকুল নিরমূল হবে অবশেষে।
ভবিষ্যৎ অবতার হবে কলিশেষে।।

www.bengaliebook.com

এ সব জানিয়া রাজা ধর্ম্মে দেহ মন।
পরলোক হেতু চিন্ত ঈশ্বর চরণ।।
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর অবিরত।
এ বিনা উপায় নাহি, কহিনু নিশ্চিত।।
এত বলি সনৎসুজাত সে তপোধন।
আপন আশ্রমে প্রতি করিল গমন।।
চিত্তেতে প্রবোধ পেয়ে অন্ধ নরপতি।
ক্ষমা দিয়া মৌনভাবে রহে মহামতি।।
বিদুর চলিয়া গেল আপন ভবন।
কহিলাম মহারাজ কথা পুরাতন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি।।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরে।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসারে।।

পাণ্ডবসভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও পাণ্ডবগণের সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে গমন

মুনি বলে অবধান করহ রাজন।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চ জন।।
হেনকালে উপনীত হন নারায়ণ।
কৃষ্ণে দেখি সসম্ভ্রমে উঠে পঞ্চ জন।।
বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তাঁয়।
কি কার্য্য করিলে কৃষ্ণ কুরুর সভায়।।
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ।
এত শুনি হাসিমুখে কহে জনার্দ্দন।।
অতি বড় নরাধম রাজা দুর্য্যোধন।
কাহারো বচন না শুনিল কখন।।
তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল।।
অবশেষে আমি বহু কহিলাম তায়।
তথাপি উচিত ভাগ নাহি দিতে চায়।।
পঞ্চখানি গ্রাম কহিলাম ছাড়ি দিতে।
শুনিয়া আসন ত্যাজি উঠিল ক্রোধেতে।।
মহাদম্ভে গর্জ্জি দর্পে কহিল সভায়।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ কহি যে তোমায়।।
তীক্ষ্ণসূচি অগ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত।।
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না যায় খণ্ডন।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন।।
এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ, কাঁপে ঘনে ঘন।।
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন।।
শুন ভীম ধনঞ্জয় সহদেব বীর।
শুনহ নকুল আর সাত্যকি সুধীর।।
পাঞ্চাল নৃপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়।
জয়সেন আদি যত ভোজের তনয়।।
যুদ্ধের সময় হৈল স্থির কর বুদ্ধি।
সাবধানে কর সবে মম কার্য্যসিদ্ধি।।
শুনি অঙ্গীকার করিলেন বীরগণ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন।।
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয়।
তাবৎ করিব যুদ্ধ, শুন মহাশয়।।
বীরগণ-বাক্য তবে শুনি নরপতি।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।।

www.bengaliebook.com

শুভক্ষণ দেখ ভাই, যাব কুরুক্ষেত্র।
সৈন্যগণে সাজিবারে বলহ একত্র।।
সহদেব বলে, রাজা আজি শুভক্ষণ।
পঞ্চমী দিবস আজি নক্ষত্র উত্তম। ।
আজি যাত্রা করিবারে হয়ত উচিত।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত।।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন।।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর।
সৈন্য সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর।।
পঞ্চ কোটি সহস্র শতেক মহারথী।
লক্ষ কোটি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাজে সেনাপতি।।
কোটি কোটি অশ্ব আর পত্তি অগণন।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন।।
ঘটোৎকচ বীর আসে পেয়ে সমাচার।
দুকোটি রাক্ষস হয় যার পরিবার।।
চতুরঙ্গ দলে সৈন্য সাজে আগণন।
এই মত পাণ্ডুসৈন্য করিল সাজন।।
শূন্যে দেবগণ করে জয় জয় ধ্বনি।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডব বাহিনী।।
তিন দিনে আসে পথ শতেক যোজন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডুপুত্রগণ।।
গড় দেখি পঞ্চ ভাই হইলেন প্রীত।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত।।
আত্মবর্গ যত আসে রাজ-রাজেশ্বরে।
সাত্যকিরে বলে, অভ্যর্থনা করিবারে।।
সাত্যকি চলিল আজ্ঞামাত্র বিচক্ষণ।
সমাবেশ করি ক্রমে সব সৈন্যগণ।।
যথাযোগ্য বসিতে সবারে দিল স্থিতি।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান।।

কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা

মুনি বলে, শুন রাজা শ্রীজনমেজয়।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন পাণ্ডুর তনয়।।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
রহেন উত্তরভাগে সিংহের গর্জ্জন। ।
চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে সাজি এল পাণ্ডুপুত্রগণ।।
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে।।
রণসজ্জা করি আসিয়াছে শত্রুগণ।
শুভযাত্রা দেখি সৈন্য করহ চলন।।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল গণন।।
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা অতি শুভক্ষণ।।
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণে।
জয় শব্দ করে যত সৈন্য হৃষ্টমনে। ।
অসংখ্য সাজিল রথী, লিখিতে না পারি।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত সাজিল প্রহরী।।
গজ বাজী পত্তি সাজে রথ অগণন।
সমুদ্র প্রমাণ সৈন্য সাজে কুরুগণ।।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল আকাশ।
বাসুকী সৈন্যের ভারে পায় বড় ত্রাস।।

টলমল করে পৃথ্বী যায় রসাতলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে।।
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন।
এক শত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ।।
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনি সভাজনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষত-নন্দনে।।
জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর।
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত সহিত নৃপতির।।
শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি।।
ক্ষত্রমধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্রনীত।
যুদ্ধেতে উপেক্ষা করা না হয় উচিত।।
পিতা পুত্রে যুদ্ধ হৈলে না করি উপেক্ষা।
সে কারণে না করিবে কাহার প্রতীক্ষা।।
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবে সমর।
নিকটে সাজিয়া এল পাণ্ডুর কোঙর।।
শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ।
হইল সানন্দচিত্ত গান্ধারী নন্দন।।
তবে শত ভাই সঙ্গে রাজ দুর্য্যোধন।
যাত্রা করি সজ্জীভূত হৈল সেইক্ষণ।।
বিদায় লইতে গেল বাপের সদন।
নমস্কার করি কহে ভাই শত জন।।
প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ।
শুভদিন আজি, যাব কুরুক্ষেত্র দেশ।।
তোমার প্রসাদে তাত হবে রিপুক্ষয়।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দেহ মহাশয়। ।
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর।
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর।।
আশীর্ব্বাদ দিল হেঁট করিয়া বদন।
মায়ের নিকটে তবে গেল দুর্য্যোধন।।
শত ভাই কহে কথা করিয়া প্রণতি।
প্রসন্ন হইয়া মাতঃ দেহগো আরতি।।
শুনিয়া সুবলসুতা সজল লোচন।
আশ্বাসিয়া পুত্রগণে বলিল বচন।।
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত।
একৈক পাণ্ডব জিনিবেক পুরুহূত।।
দেবের অজেয় রিপু বিখ্যাত ভুবনে।
জীয়ন্তে পাণ্ডবে কেহ না পারিবে রণে।।
সে কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মোর বাক্যে প্রীতি কর যদি মনে ইচ্ছে।।
শুনিয়া কহিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হেন বাক্য মাতা নাহি বলিও কখন।।
কর্ণ মোর পক্ষ আর দ্রোণ মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্ম বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়।।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর।।
লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায়।।
পাণ্ডবের পরাজয়, মোর হবে জয়।
নাহিক সংশয় ইথে, কহিনু নিশ্চয়।।
আশীর্ব্বাদ কর মাতা, বিলম্ব না সয়।
ক্ষণ বহি যায় মাতা করহ বিদায়।।
এত শুনি কৈল মাতা মলিন বদনে।
যদি ধর্ম্মে থাক তবে জয়ী হবে রণে।।
আরো এক কথা পুত্র শুন দুর্য্যোধন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, বেদের বচন।।
এই বাক্য মুখে বলে মাতা সুবদনী।
আকাশে নির্ঘাত বাণী হৈল ঘোরধ্বনি।।

www.bengaliebook.com

বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয়ত গগনে।
মহাঘোর শব্দ করি ডাকে মেঘগণে।।
বায়স শকুনিগণ উড়য়ে আকাশে।
মন্দতেজ হৈল রবি, কর না প্রকাশে।।
নগর নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ। ।
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন কিছু না মানিল।
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণ আদি করি সাজে যত মহারথী।।
জয় শব্দ করি চলে রাজা দুর্য্যোদন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ।।
শত ক্রোশ যুড়ি রহে কৌরবের সেনা।
রথ রথী গজ বাজী পত্তি অগণনা।।
প্রলয়ের সিন্ধু সম সৈন্যের গর্জ্জনে।
জগৎ বধির হৈল, না শুনি শ্রবণে।।
তবে দুর্য্যোধন রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
উলূকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।।
যাহত উলূক তুমি, বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে।।
যে দেখিবে বিবরিয়া কহিবে পাণ্ডবে।
যুদ্ধ কর আসি সবে শক্তি অনুভবে। ।
কহিবে ভীমেরে মোর নিষ্ঠুর বচন।
মোর সঙ্গে আসি শক্তিমত কর রণ।।
দ্রৌপদীর অপমান আর দাসপণ।
যত দুঃখ পেলে বনে করিয়া ভ্রমণ।।
সে সব স্মরিয়া সাহসেতে করি ভর।
মোর সঙ্গে আসি তুমি করহ সমর।।
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতী।
নতুবা আমার হাতে হইবে সদগতি।।
অর্জ্জুনে কহিবে দম্ভ করিয়া বিস্তর।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরহ অন্তর।।
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, করহ পালন।
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ ত্রিভুবন।।
নতুবা কর্ণের হাতে দেখিবে শমন।
অবিলম্বে কর আসি, যাহা লয় মন।।
কৃষ্ণেরে কহিবে দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের পক্ষ হয়ে হও আগুসার।।
যেই মায়া দেখাইলে সভা বিদ্যমানে।
সে মায়া করিয়া এস অর্জ্জুনের সনে।।
সহদেব নকুলেরে কহিবে বচন।
পূর্ব্ব দুঃখ ভাবি দুই জনে কর রণ।।
কহিবে ধর্ম্মেরে মোর বচন বিশেষে।
ব্রহ্মচারী বলি তোমা জগতেতে ঘোষে।।
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা, বলে সর্ব্বজন।
তপস্বী বলিয়া তোমা করি যে গণন।।
এখন সে সব কথা হইল প্রচার।
বিড়াল তপস্বী প্রায় তব ব্যবহার। ।
পূর্ব্বেতে তাহার শুনিয়াছি যে কারণ।
সেই অভিপ্রায়ে তব তপ আচরণ।।
মুখে মাত্র বল ধর্ম্ম, অন্তরেতে আন।
বিড়াল তপস্বী প্রায় হারাইবে প্রাণ।।
এত শুনি সবিস্মরেয় উলূক তখন।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল বিনয় বচন।।
বিড়াল তপস্বী হয়েছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে।।
পশু হয়ে কৈল কেন তপ আচরণ।
বিবরিয়া কহ, শুনি ইহার কারণ।।

www.bengaliebook.com

উদ্যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ। ।
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কাশীদাস কহে গদাধর দাসাগ্রজ।।

উলূকের নিকট দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিড়াল-তপস্বীর উপাখ্যান কীর্ত্তন

রাজা বলে, শুন শুন ওহে অনুচর।
সত্যযুগে ছিল এক তাপস-প্রবর।।
সর্ব্বগুণ সমন্বিত ছিলেন ব্রাহ্মণ।
সুঘোষ তাঁহার নাম, শাস্ত্রে বিচক্ষণ।।
সুশীলা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি ধনী সেবে পশুবতী।।
পুত্র না জন্মিল তাঁর, যুবাকাল গেল।
বিপ্রের বৈরাগ্য বড় অন্তরে হইল। ।
ভার্য্যা সহ বনে গেল তপস্যা কারণ।
হিমালয় গিরি উত্তরিল দুই জন।।
দেখিয়া বিচিত্র বন প্রীতি পায় মনে।
রচিয়া কুটীর তথা রহে দুই জনে।।
এক দিন গেল ঋষি ফলের কারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে দৈব নির্ব্বন্ধন।।
অনাথ মার্জ্জার শিশু পড়ি আছে বনে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া শিশু চাহে চারি পানে।।
পলাইতে শক্তি নাহি শিশু কলেবর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে বায়স পামর।।
তার দুঃখ দেখি বিপ্র-হৃদে হৈল দয়া।
জিজ্ঞাসিল মার্জ্জারের নিকটেতে গিয়া।।
একাকী হেথায় তুমি কিসের কারণ।
মাতা পিতা বন্ধু তব নাহি কোন জন।।
বিড়াল বলয়ে, কেহ নাহিক সংসারে।
প্রসবিয়া মাতা মোর গেছে কোথাকারে।।
জননী ছাড়িয়া গেল দৈব নির্ব্বন্ধনে।
একাকী অনাথ হয়ে রহিয়াছি বনে।।
মুনি বলে, আমি তোমা করিব পালন।
বঞ্চিবে পরম সুখে আমার সদন।।
অপুত্রক আছি আমি, পুত্র নাহি হয়।
পুত্রবৎ করি তোমা পালিব নিশ্চয়। ।
এত শুনি বিড়ালের হৃষ্ট হৈল মন।
বিপ্রের চরণে আসি করিল বন্দন।।
বিড়াল লইয়া মুনি আসিল কুটীরে।
পালন করিতে তারে দিলেন ভার্য্যারে।।
বিড়াল পাইয়া তুষ্টা হইল সুন্দরী।
পালন করিল তারে পুত্রবৎ করি।।
মায়া মোহে বদ্ধ হয়ে সব পাসরিল।
বিড়াল লইয়া দোঁহে নগরে আসিল।।
পুনরপি গৃহধর্ম্ম করে দুই জনে।
বলবন্ত হৈল সেই অধিক পালনে।।
স্বভাব পশুর জাতি ছাড়িবারে নারে।
বহু উপদ্রব করে গৃহস্থের ঘরে।।
যজ্ঞ-হবি নষ্ট করে, পায়সান্ন খায়।
মারিতে আসিলে লোক পলাইয়া যায়।।
ক্রোধে নগরের লোক দুঃখী মনে মন।
সবে ব্রাহ্মণেরে গালি দেয় অনুক্ষণ।।
কোথায় তপস্যা তব, কোথায় ব্রহ্মণ্য।
পুত্রহীন হয়ে তুমি হলে মতিচ্ছন্ন।।
বিড়ালেরে এত স্নেহ পুত্রবৎ কর।
সহজে পশুর জাতি মনে নাহি ডর।।

www.bengaliebook.com

এইরূপে বলে মন্দ নগরের জন।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্রোধে জ্বলিল তখন।।
ধরিয়া ঈষিকাবাড়ি প্রহারে বিড়ালে।
বান্ধিয়া রাখিল তারে হাতে পায়ে গলে।।
দিন দুই তিন তারে রাখিল বন্ধনে।
বড়ই বৈরাগ্য হৈল বিড়ালের মনে।।
কোনমতে পারি যদি ছাড়াতে বন্ধন।
তপস্যা করিয়া পাপ করিব মোচন।।
গৃহবাসে কার্য্য নাহি, যাব বনবাস।
অনাহারে পাপ আত্মা করিব বিনাশ।।
এরূপে বিড়াল মনে মনে যুক্তি করি।
দন্তেতে কাটিল তবে বন্ধনের দড়ি। ।
সেইক্ষণে গৃত হৈতে হইল বাহির।
দণ্ডক কাননে গিয়া হইলেক স্থির।।
বিন্দু সরোবরে তথা করি স্নানদান।
একে এক সর্ব্বতীর্থে করিল প্রয়াণ।।
তীর্থ প্রদক্ষিণব্রত করি একে একে।
বিড়াল তপস্বী বলি খ্যাত হৈল লোকে।।
সমুদ্রের কাছে দ্বীপ অতিরম্য নামে।
বহু মূষাগণ তথা থাকে অনুক্রমে।।
তথা গিয়া উত্তরিল বিড়াল সন্ন্যাসী।
দেখিয়া সকল মূষা মনে ভয় বাসি।।
হাহাকার করি সবে পলায় তরাসে।
আশ্বাসি বিড়াল তবে কহে সবিশেষে। ।
আমারে দেখিয়া ভয় কর কেন মনে।
পরম ধার্ম্মিক আমি, সর্ব্বলোকে জানে।।
তপস্যা করিয়া মোর চিরকাল গেল।
হিংসা হেন বস্তু মোর কখন নহিল।।
পবন আহারী আমি, শুন মূষাগণ।
আমারে তিলেক ভয় না কর কখন।।
আনন্দ কৌতুকে সবে ভ্রমহ নির্ভয়ে।
তপস্যা করিব আমি তোমার আশ্রয়ে।।
এত শুনি মূষাগণ হৈল হৃষ্টমন।
যার যেই স্থানে ক্রমে আসে সর্ব্বজন।।
মর্য্যাদা করিয়া বহু স্থাপিল বিড়ালে।
নির্ভয়েতে মূষাগণ ভ্রমে কুতূহলে।।
কত দিন গেল, তবে জন্মিল বিশ্বাস।
যার যেই শিশুগণ রাখে তার পাশ।।
দূরবনে যায় সবে আহার কারণ।
নারিল ছাড়িতে লোভ বিড়ালের মন।।
সহজে পশুর জাতি, নাহি আত্ম পর।
চারিদিকে চাহি তার ফুলে কলেবর।।
উদর পূরিয়া খায় মূষা শিশুগণে।
হাত মুখ মুছি পুনঃ বসে সে ধেয়ানে।।
খাইতে খাইতে লোভ অধিক হইল।
দিনে দিনে মূষা শিশু অনেক খাইল। ।
এ সকল তত্ত্ব নাহি জানে কোন জন।
দিনে দিনে অল্প হয় মূষা শিশুগণ। ।
এক মূষা বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
অল্প শিশুগণ দেখি হৃদয়ে ভাবিল।।
এ বেটা তপস্বী ভণ্ড, জানিনু লক্ষণে।
চুরি করি খায় যত মূষা শিশুগণে।।
তদন্ত জানিতে সেই নিকটে রহিল।
আর মূষাগণ সব দূরবনে গেল।।
চারি পানে চাহিয়া বিড়াল ততক্ষণ।
দশ পাঁচ শিশু ধরি করয়ে ভক্ষণ।।
দেখিয়া প্রবীণ মূষা করে হাহাকার।
সব মূষাগণে গিয়া দিল সমাচার।।

www.bengaliebook.com

শুনিয়া সকল মূষা হৈল দুঃখীমন।
উপায় সৃজিল তার নিধন কারণ।।
এই যুক্তি করি সবে হয়ে একমন।
দ্বীপের চৌদিকে সবে করয়ে খনন।।
খনিল গভীর গর্ত্ত দীর্ঘেতে বিস্তর।
তাহাতে পড়িয়া মরে বিড়াল পামর।।
সেইমত যুধিষ্ঠির কৈল আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে মোর হাতে হারাবে জীবন।।
উলূক এতেক শুনি আনন্দিত মনে।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল দুর্য্যোধনে।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

দুর্য্যোধন দূত উলূকের প্রতি পাণ্ডবগণের উক্তি

দুর্য্যোধন আদেশেতে সে উলূক দূত।
শীঘ্রগতি গেল যথা পাণ্ডু-পঞ্চসুত।।
যত কহি পাঠাইল কুরু নৃপমণি।
দণ্ডবৎ করি সব কহিল কাহিনী।।
শুনিয়া রুষিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে।
উলূকে চাহিয়া বলে ক্রোধ করি মনে।।
দুর্য্যোধন মোর হাতে মরিবে নিশ্চয়।
আজি কালি মধ্যে যাবে যমের আলয়।।
দুঃশাসনের মরণ হৈল সেই দিনে।
দ্রৌপদীর কেশ ধরিয়াছে যেই ক্ষণে।।
শুনহ উলূক বলি, কহে বৃকোদর।
গদার প্রহারে ঊরু ভাঙ্গিব তাহার।।
এই লৌহ মহাগদা দেখ বিদ্যমান।
ইহাতে শতেক ভাই হারাইবে প্রাণ।।
এত বলি গদা লয়ে বীর বৃকোদর।
চক্রিচক্র ফিরে যেন মস্তক উপর।।
গাণ্ডীব ধনুক তবে লইয়া অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্গারেন ধনুর্গুণ।।
এককালে হৈল যেন শত বজ্রাঘাত।
প্রমাদ গণিল সবে দেখিয়া নির্ঘাত।।
ধনঞ্জয় কহিলেন উলূকে চাহিয়া।
মোর দম্ভ দুর্য্যোধনে শীঘ্র কহ গিয়া।।
সূতপুত্র সঙ্গে এস করিয়া সাজন।
মোর হাতে তোমা সহ লইবে শমন।।
ইন্দ্র যদি রক্ষা করে নাহি রক্ষা পাবে।
অবশ্য আমার হাতে যমঘরে যাবে।।
এইরূপে পার্থ গর্ব্ব করেন বিস্তর।
মাদ্রীর তনয় তবে কহিল সত্বর।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যতেক বীরগণ।
একে এক উলূকের কহে সর্ব্বজন।।
উলূক পাইয়া আজ্ঞা রথে আরোহিয়া।
দুর্য্যোধনে সব কথা নিবেদিল গিয়া।।
যে কহিল পাণ্ডবেরা কহিতে সে ভয়।
কহিল নিষ্ঠুর বাণী ভীম ধনঞ্জয়।।
রাজা বলে, কিবা ভয় কহ ত কাহিনী।
কি কহিল ভীমসেন ধর্ম্ম-নৃপমণি।।
কি কহিল ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি যত বীরগণ।।
উলূক বলিল, রাজা না বলিলে নয়।
শুন যাহা বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর চাহি আমি সুখ।
সে কারণে সহিলাম, দিল যত দুখ।।

কৃষ্ণেরে পাঠাই অগ্রে করিবারে প্রীতি।
অহঙ্কারে না শুনিল গোবিন্দের নীতি।।
ইহার উচিত শাস্তি হাতে হাতে পাবে।
অচিরেতে সবংশেতে নিপাত হইবে।।
ক্রোধে ভীম দর্প করি বলিল বচন।
মোর সম বলিষ্ঠ না দেখি কোন জন।।
রাক্ষস দানব মোর অগ্রে নহে স্থির।
গদার বাড়িতে তার ভাঙ্গিব শরীর।।
মাদ্রীর নন্দন আদি যত বীরগণ।
একে একে প্রতিজ্ঞা যে করে জনে জন।।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিহিত।
শুনি দুর্য্যোধন করে সৈন্য সমাহিত।।
আশ্বাসি কহিল সব যত যোদ্ধাগণে।
মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর যোদ্ধাগণে।।
মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর সর্ব্বজনে।
শুন কর্ণ মহাবীর রাধার নন্দন।
পরম বান্ধব তুমি মোর দুনয়ন।।
পূর্ব্বে অঙ্গীকার কৈলে সবার গোচরে।
পাণ্ডবে মারিয়া রাজ্য দিবে হে আমারে।।
তাহার সময় এই হৈল উপনীত।
করহ বিধান সখে ইহার উচিত।।
কর্ণ বলে, রাজা মোর সত্য অঙ্গীকার।
প্রাণপণে কার্য্য সিদ্ধ করিব তোমার।।
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ সাধিব কার্য্য, শুন সারোদ্ধার।।
এত শুনি দুর্য্যোধন হৈল হৃষ্টমন।
বহু পুরষ্কার কর্ণে দিল সেইক্ষণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শ্রবণে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোক তরি।।

কর্ণের জন্ম বিবরণ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
কুন্তীগর্ভে জন্মে কর্ণ বিখ্যাত ভুবন।।
কৌরবের পক্ষে কেন কুন্তীর নন্দন।
দেখিয়া ধরিল কুন্তী কিরূপে জীবন।।
মুনি বলে, শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
কৌরবের রণে গেল কর্ণ বীরমণি।।
বিদুরের মুখে শুনি এসব বচন।
চিত্তেতে চিন্তিয়া কুন্তী ভাবে মনে মন।।
আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল।।
দৈবের এ সব কথা বিধির ঘটন।
রাধা যে পাইয়া পুত্র করিল পালন।।
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন।।
এ সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার।
উপহাস করিবেক কৌরব কুমার।।
ইহার কারণে আমি করিব গমন।
কর্ণেরে কহিব আমি এ সব বচন।।
আমার বচন কর্ণ খণ্ডিতে নারিবে।
অবশ্য সহায় পাণ্ডুপুত্রদেব হবে।।
কিরূপে নিভৃতে দেখা হবে কর্ণ সনে।
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে।।
প্রাতঃস্নান নিত্য কর্ণ যমুনায় করে।
একেশ্বর যায় স্নানে, নাহি লয় কারে।।

www.bengaliebook.com

তত্ত্ব জানি কুন্তী তথা করিল গমন।
যমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ।।
নিত্যকর্ম্ম সমাপিয়া সূর্য্যে করে স্তব।
উঠিয়া আইসে, কুন্তী মানিল উৎসব।।
কর্ণের সাক্ষাতে কহে গদ গদ বাণী।
অবধান কর বৎস পূর্ব্বের কাহিনী।।
আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরসে।
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে।।
অতিথি সেবায় তাত রাখিল আমারে।
অনেক সেবন কৈনু দুর্ব্বাসা মুনিরে।।
চারিমাস সেবিলাম বিবিধ বিধানে।
আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে আমি রহি অনুক্ষণে।।
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
মন্ত্রদান করিলেন আমারে ডাকিয়া।।
যে মন্ত্র দিতেছি দেবি তব বিদ্যমান।
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবে আহবান।।
সেইক্ষণে আসিবেন তোমার সাক্ষাতে।
যে বর মাগিবে, তাহা পাইবে নিশ্চিতে।।
এত বলি মহামুনি গেল যথাস্থানে।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে একদিনে।।
কলসে আনিতে যাই যমুনার বারি।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্য্যে ধ্যান করি।।
তখনি আসিল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে।
সূর্য্যে দেখি ভীত আমি হইলাম মনে।।
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন।
না বুঝি তোমারে আমি করি আবাহন।।
অজ্ঞান স্ত্রীজন দোষ ক্ষমিবে আমার।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আরবার।।
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন।
কভু মিথ্যা নহে কণ্যা মম আগমন।।
আমারে ভজহ তুমি, নাহিক সংশয়।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয়।।
বিবাহিতা নহ, চিন্তা করিছ অন্তরে।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে।।
এত শুনি বশ আমি হইনু তাহার।
সূর্য্যের প্রসাদে হৈল জনম তোমার।।
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারী কালেতে জন্ম হইল নন্দন।।
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্রকুণ্ড আনি।।
পাইয়া তোমারে রাধা করিল পালন।
কদাচিৎ নহ তুমি রাধার নন্দন।।
যে হইল সে হইল, অজ্ঞাত কারণ।
ভ্রাতৃগণ সহ তুমি করহ মিলন।।
ছয় ভাই মিলি বৎস নাশ মোর দুঃখ।
শত্রুগণে মারি ভুঞ্জ যত রাজ্য সুখ।।
এত শুনি কর্ণ কহে করিয়া মিনতি।
এ সকল গুপ্তকথা জানি যে ভারতী।।
জানিয়া করিলে ত্যাগ আমারে পূর্ব্বেতে।
রাধা যে পালিল মোরে বিখ্যাত জগতে।।
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
তব পুত্র আমি, এবে বলিব কেমনে।।
বলিলে কি লোকে ইহা করিবে প্রত্যয়।
জগতে কুযশ লজ্জা হবে অতিশয়।।
বলিবেক ক্ষত্রগণ করি উপহাস।
যুদ্ধকাল দেখি কর্ণ পাইল তরাস।।
ভাই বলি পাণ্ডবের লইল শরণ।
ব্যর্থ কর্ণ নাম বলি ঘোষে অকারণ।।

www.bengaliebook.com

এ সব হইতে মৃত্যু ভাল শতগুণে।
এ কর্ম্ম করিতে নাহি পারিব কখনে।।
তাহে দুর্য্যোধন মোরে শিশুকাল হতে।
নানা ভোগে পুরস্কারে পালিল যত্নেতে।।
দেশ ভূমি গ্রাম রত্ন দিল বহুতর।
হরিহর আত্মা যেন, নহে ভিন্ন পর।।
তিলেক বিভিন্ন মনে নহে কদাচনে।
তাহার অপ্রীতি আমি করিব কেমনে।।
বিশেষে তাহারে আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার।।
মোর হাতে পরলোকে যাবে ধনঞ্জয়।
কিম্বা অর্জ্জুনের হাতে মোর মৃত্যু হয়।।
এই ত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভা বিদ্যমানে।
সত্যভ্রষ্ট হৈতে নাহি পারিব কখনে।।
সে কারণে ক্ষমা কর জননি আমারে।
এত শুনি পুনঃ কুন্তী কহিল কর্ণেরে।।
ভাইগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য যদি নাহি করিবে পালন।।
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে।।
এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার।
আর চারি ভায়েরে না করিব সংহার।।
পঞ্চ পুত্র রবে তব এই পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন সহিত কিংবা আমার সহিতে।।
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব্বাপর।
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কোঙর।।
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা।
একচ্ছত্র পৃথিবীতে হবে মহারাজা।।
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
জগতে রহিবে পঞ্চ তোমার নন্দন।।
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননি।।
না ভাবিহ দুঃখ মাতা, যাহ নিজ স্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে।।
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজপুরে।
যথাস্থানে গেল কুন্তী দুঃখিত অন্তরে।।
বিদুরের প্রতি কুন্তী কহিল সকল।
শুনি বিদুরের হৃদে হৈল কুতূহল।।
কাশীরাম দাস কহে শুন জগজ্জন।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা হৈল সমাপন।।

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।

www.bengaliebook.com